রোমিও-জুলিয়েত

[১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয় - সাহিত্য - পরিষৎ

২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড

কলিকাতা-৬

প্রকাশক

শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ

মূল্য আড়াই টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

৭.২—২০. ২. ৫৪

ভূমিকা

'রোমিও-জুলিয়েত' ১৩০১ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়, বেঙ্গল লাইব্রেরির তারিখ ২০ জুলাই ১৮৯৫। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৮৯। আখ্যা-পত্রটি এই—

রোমিও-জুলিয়েত।

(ছায়া)

বাণী-বর-পুত্র তুমি, দেব অবতার।
ক্ষম অপরাধ, পদ পরশি তোমার॥

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রণীত।

কলিকাতা
২৯।৩ নন্দকুমার চৌধুরীর লেন হইতে,
আর্য্য সাহিত্য-সমিতি কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।
১৩০১

"ভূমিকা"য় হেমচন্দ্র স্বয়ং ইহাকে "ছায়া" বলিয়াছেন, অনুবাদ বলেন নাই। অথচ অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁহার 'কবি হেমচন্দ্র' পুস্তকে লিখিয়াছেন—

> হেমবাবু-কৃত অনুকরণ বা অনুবাদের সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। সকলেই জানেন, 'রোমিও-জুলিয়েত' ও 'নলিনী-বসন্ত' —শেক্সপীয়র।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ তাঁহার 'হেমচন্দ্র' তৃতীয় খণ্ডের (১৩৩০) ১৭৫-১৮৬ পৃষ্ঠায় এই পুস্তক সম্পর্কে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে জানা যায়, ১৮৯৫ সালে প্রকাশিত হইলেও ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসেই ইহার খসড়া শেষ হইয়াছিল। কিন্তু ইহা হেমচন্দ্রের নিজের ভাল লাগে নাই। পরে তিনি ইহার ব্যাপক সংস্কারসাধন করেন। গ্রন্থের শেষে আর একটি দৃশ্য এবং তাহাতে গোঁসাইয়ের মুখে তাঁহার বিখ্যাত গঙ্গা-স্তোত্রটি ছিল। কিন্তু গঙ্গাস্তোত্রটি 'প্রচারে' প্রকাশিত হইয়া যাওয়াতেই বোধ হয় দৃশ্যটি পরিত্যক্ত হয়।

রোমিও-জুলিয়েত

(ছায়া)

বাণী-বর-পুত্র তুমি, দেব অবতার
ক্ষম অপরাধ, পদ পরশি তোমার

ভূমিকা

এই পুস্তকখানি, সেক্সপিয়রের "রোমিও-জুলিয়েট" নামক নাটকের ছায়া মাত্র, তাহার অনুবাদ নহে। বাঙ্গালা ও ইংরাজি ভাষায় প্রকৃতি-গত এত প্রভেদ যে, কোনও একখানি ইংরাজি নাটকের কেবল অনুবাদ করিলে, তাহাতে কাব্যের রস কি মাধুর্য্য, কিছুই থাকে না, এবং দেশাচার, লোকাচার ও ধর্ম্মভাবাদির বিভিন্নতা-প্রযুক্ত, এরূপ শ্রুতিকঠোর ও দৃশ্যকঠোর হয় যে, তাহা বাঙ্গালী পাঠক ও দর্শকদিগের পক্ষে একেবারে অরুচিকর হইয়া উঠে। সেই জন্য আমি রোমিও-জুলিয়েটের কেবল ছায়া মাত্র অবলম্বন করিয়া এই নাটকখানি প্রকাশ করিলাম। মূলের কোন কোনও স্থান পরিত্যাগ বা পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছি, কোথাও দু একটি নূতন গর্ভাঙ্কও সন্নিবেশিত করিতে হইয়াছে। স্ত্রী পুরুষদিগের নাম ও কথাবার্ত্তা দেশীয় করিয়া লইয়াছি, কিন্তু প্রধান প্রধান নায়ক নায়িকাগণ ও তাহাদের চিত্ত বা চরিত্রগত ভাব, মূলে যেখানে যেরূপ আছে, সেইরূপই রাখিতে যত দূর সাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। ফলতঃ সেক্সপিয়রের নাটকের গল্পের ও তাহার প্রধান প্রধান নায়ক নায়িকাদিগের চরিত্রের সারাংশ লইয়া, তাহা দেশীয় ছাঁচে ঢালিয়া, স্বদেশীয় পাঠকের রুচিসঙ্গত করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতে পারি না। তবে আমার ধারণা এই যে, এইরূপ কোনও প্রণালী অবলম্বন না করিলে, কোনও বিদেশীয় নাটক, বাঙ্গালা সাহিত্যে স্থান লাভ করিতে পারিবে না, এবং তাহা না হইলেও বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পূর্ণ পুষ্টিলাভ ও প্রকৃতিগত উন্নতি হইবে না। এইরূপ করিতে করিতে, ক্রমশঃ বিদেশীয় নাটক কবিতাদির অবিকল অনুবাদ বাঙ্গালা সাহিত্যে স্থান পাইবার উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু আপাততঃ কিছু কাল এই প্রণালী অনুসরণ করা অপরিহার্য্য বলিয়াই আমার ধারণা।

উপাখ্যানাংশে মূলের গল্পটি এইরূপ। ইতালী দেশের অন্তর্গত "ভেরোনা" নামক নগরে, মহা-ধনাঢ্য ও প্রতাপশালী দুই সম্ভ্রান্ত বংশ বাস করিত। এক গোষ্ঠীর নাম "ক্যাপিউলেত," আর এক গোষ্ঠীর নাম "মন্ট্যাগিউ"। ইহাদের মধ্যে পুরুষ-পরম্পরা বৈর ভাব চলিয়া আসিতেছিল। এমন কি, উভয় পরিবারের কোনও ব্যক্তি বা ভৃত্যের পরস্পরের সহিত পথে ঘাটে দেখা সাক্ষাৎ হইলেই, একটা দাঙ্গা হাঙ্গামা উপস্থিত হইত। উহাদের দৌরাত্ম্যে সহরশুদ্ধ লোক তিক্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। যে সময়ের কথা নাটকে উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সময়ে "ক্যাপিউলেত" গোষ্ঠীর কর্ত্তা, বৃদ্ধ "ক্যাপিউলেতে"র জুলিয়েট নামে এক কন্যা ও "মন্ট্যাগিউ" গোষ্ঠীর কর্ত্তা, বৃদ্ধ "মন্ট্যাগিউয়ে"র রোমিও নামে এক পুত্র ছিল। ইহা ছাড়া মন্ট্যাগিউয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র বেনভোলিও তাহার সহিত একত্রে থাকিত, এবং ক্যাপিউলেতের পত্নীর ভ্রাতুষ্পুত্র

তৈবল্‌তও ক্যাপিউলেত-পরিবারভুক্ত হইয়া থাকিত। বেন্‌ভোলিও ধীরপ্রকৃতির লোক এবং রোমিওর বড় বন্ধু। মার্কশিও নামে রাজার একজন জ্ঞাতি ও রোমিওর পরম সুহৃদ্‌ ছিল। তৈবল্‌ত অতিশয় উদ্ধতস্বভাব এবং রোমিওর মহাশত্রু। ঐ ভেরোনা নগরে সাধুদিগের একটি প্রসিদ্ধ আশ্রম ছিল। সেই আশ্রমের অধিকারী বা মোহান্তের নাম "ফ্রাইয়ার লরেন্স"। তিনি রোমিওর আশৈশব পরম হিতাকাঙ্ক্ষী ও উপদেশদাতা। ইনি একজন বহুদর্শী, বিজ্ঞ ও ভৈষজ্যাভিজ্ঞ ছিলেন। ইঁহার নানাবিধ ঔষধি সংগ্রহ করা ছিল।

দৈববশতঃ রোমিও ও জুলিয়েতের মধ্যে প্রগাঢ় প্রণয় জন্মে। তাঁহাদের পিতা-মাতা এ প্রণয় কখনও অনুমোদন করিবেন না জানিয়া, তাঁহারা গোপনে বিবাহ করা স্থির করেন, এবং ফ্রাইয়ার লরেন্সের দ্বারা বিবাহ সম্পাদন করিয়া লয়েন। ঐ সময়ে তৈবল্‌ত, কিসে রোমিওর সহিত বিবাদ বাধে, তাহারই অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছিল, এবং ঐ গোপন বিবাহের অনতিবিলম্বেই তাহার উদ্দেশ্য সাধনে বিশেষ যত্নবান্‌ হয়। প্রথমে রোমিওকে না পাওয়ায়, তাহার বন্ধু মার্কশিওর সহিত "ডুয়েল" যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে আঘাত করে, এবং তাহাতেই মার্কশিওর মৃত্যু হয়। তাহার কিছু ক্ষণ পরেই রোমিওর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, তৎক্ষণাৎ দুই জনের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইয়া রোমিওর অস্ত্রাঘাতে তৈবল্‌তের প্রাণবিয়োগ হয়। এই অপরাধে, রাজা রোমিওকে মাঞ্চুয়া নগরে নির্ব্বাসিত করিবার আদেশ প্রদান করেন, এবং রোমিওকে অগত্যা নির্ব্বাসনে যাইতে হয়। এ দিকে, জুলিয়েতের পিতামাতা জুলিয়েতের সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও, ঐ ভেরোনানিবাসী প্যারিশ নামক জনৈক আঢ্য যুবকের সহিত সম্বন্ধ স্থির কবিয়া অতি সত্বর বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করেন। জুলিয়েতের একবার বিবাহ হইয়াছে, সে আবার কিরূপে দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিবে ভাবিয়া, উন্মত্তার ন্যায় সাধু ফ্রাইয়ার লরেন্সের কাছে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে বলেন যে, তিনি যদি এ বিপদে রক্ষা না করেন, তবে সে আত্মঘাতিনী হইবে। জুলিয়েতের নিতান্ত জেদে, ফ্রাইয়ার লরেন্স এক প্রকার আরোকের শিশি দিয়া, বিবাহের পূর্ব্ব-রাত্রে ঐ আরোক পান করিতে বলিয়া দেন, এবং আরও বলিয়া দেন যে, ঐ আরোকের গুণে তাহার গাঢ় মূর্চ্ছা হইবে, দেড় দিন দুই দিন কাল ঐ মূর্চ্ছা থাকিবে, এবং মৃত্যুর সকল লক্ষণ সর্ব্বাঙ্গে প্রকাশ পাইবে। তদ্দৃষ্টে পরিজনেরা তাহাকে মৃত ভাবিয়া, তাহার গোর দিয়া যাইবে। ইতিমধ্যে ফ্রাইয়ার লরেন্স গুপ্তচর পাঠাইয়া রোমিওকে মাঞ্চুয়া হইতে আনাইয়া, তাহার সঙ্গে জুলিয়েতকে সেইখানে পাঠাইয়া দিবেন। পরে, কৌশলক্রমে তাহাদের পিতা মাতা বন্ধু বান্ধবগণকে পূর্ব্ববিবাহের কথা অবগত করাইয়া, সে বিবাহে তাহাদিগকে সম্মত করাইবেন। শেষে, রাজার আদেশ লইয়া তাহাদিগকে দেশে ফিরাইয়া আনিবেন। জুলিয়েত সেই উপদেশ অনুসারে কার্য্য করে। কিন্তু দৈব গতিকে ফ্রাইয়ার লরেন্সের পত্র রোমিওর হস্তগত না

হওয়ায়, এবং রোমিওর চাকর তাহাকে জুলিয়েতের মৃত্যুসংবাদ দেওয়ায়, তিনি মাঞ্চুয়া হইতে অতি সত্বর আসিয়া দেখেন যে, সত্যই জুলিয়েত মৃত ও কবরস্থ। দেখিবা মাত্র রোমিও তৎক্ষণাৎ বিষ ভক্ষণে প্রাণত্যাগ করেন। এ দিকে মূর্চ্ছাভঙ্গে জুলিয়েতও রোমিওকে মৃত দেখিয়া আত্মঘাতিনী হইয়া প্রাণত্যাগ করে। বৃদ্ধ ক্যাপিউলেত ও মন্তাগিউ, কন্যা ও পুত্রের ভয়ানক শোকাবহ মৃত্যু-দৃশ্যে স্তম্ভিত, পরে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া, আপনাপন কুলপরম্পরাগত বৈরনির্য্যাতন ও দ্বেষ হিংসাদি একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া, পরস্পরে সৌহার্দ্দ্যে মিলিত হইয়া জীবনের শেষ ভাগ অতিবাহিত করেন।

ইহাই এই উপাখ্যানের স্থূল কথা। বলা বাহুল্য যে, গোরস্থানের দৃশ্যটির পরিবর্ত্তে শ্মশানের দৃশ্য সন্নিবেশিত করিতে হইয়াছে। আর আর যাহা কিছু অদল-বদল করা হইয়াছে, তাহা পুস্তক পাঠেই প্রকাশ পাইবে, সবিস্তারে বলিবার প্রয়োজন নাই।

এই পুস্তক কিয়দ্দূর ছাপা হইতে না হইতে, আমি বিষম রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ি, এখনও সুস্থ হইতে পারি নাই। সুতরাং প্রুফ অনেকাংশই দেখিতে পারি নাই, তজ্জন্য অনেক স্থলেই ভুল ভ্রান্তি রহিয়া গেল। প্রুফ দেখিবার সময় যাহা পরিবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা ছিল, তাহাও করিতে পারিলাম না।

খিদিরপুর
বাং ১৮ই ফাল্গুন ১৩০১ সাল
ইং ১লা মার্চ ১৮৯৫ সাল

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণের নাম

পুরুষ

রাজা।—বরণা নগরের রাজা।

পারশ।—উচ্চ সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবক, রাজার মাসতুতো ভাই।

কপলত ও মন্তাগো।—চিরশত্রুভাবাপন্ন দুই সম্ভ্রান্ত পরিবারের কর্ত্তাদ্বয়।

কপলত-বয়স্য।

মন্তাগো-বয়স্য।

রোমিও।—মন্তাগোর পুত্র।

মরকেশ।—রোমিওর বন্ধু এবং রাজার জ্ঞাতি।

বেনুবল।—রোমিওর বন্ধু এবং মন্তাগোর ভ্রাতুষ্পুত্র।

তৈবল।—কপলত-পত্নীর ভ্রাতুষ্পুত্র।

মধুরানন্দ।—মঠের অধিকারী গোঁসাই বা মোহান্ত।

গুহাবাসী।—মঠের জনৈক বাবাজী।

বল্লভ।—রোমিওর ভৃত্য।

শম্ভো ও গিরে।—কপলতের দুই জন পাইক।

ভূতোর বাপ।—ধাত্রী-অনুচর।

অভিরাম ও রাঘব।—মন্তাগোর দুই ভৃত্য।

হরকরা।

বেদিনী, বাদ্যকর ও বাউলের দল।

পারশের দুই জন ভৃত্য।

বরণাবাসিগণ। অন্যান্য ব্যক্তি ও দাসদাসীগণ। নগররক্ষক। ঐক্যতানবাদক।

দৃশ্যস্থান।—বরণা ও মাঞ্চুয়া নগর।

স্ত্রী

মন্তাগো-পত্নী।

কপলত-পত্নী।

কপলতের মাতা।

সোহাগ, সুতার, সুভাষ প্রভৃতি কপলতের স্বসম্পর্কীয় স্ত্রীলোকগণ।

জুলিয়েত।—কপলতের কন্যা।

জুলিয়েতের ধাত্রী।

সূচনা

সুচারু সুন্দর, বরণা নগর, এ দৃশ্য ঘটনা যেখানে হয়;
বহু ধন মান, সম্ভ্রান্ত সমান, দুই ঘর ধনী ছিল সেথায়।
দ্বেষ হিংসা তরে, ছিল পরস্পরে, বহুদিন হ'তে মনোবিরাগ।
সময়ে সময়ে, অসূয়া উদয়ে, করেছে রঞ্জিত রুধির রাগ।
অদৃষ্টের বশে, দুই ঘরে শেষে, জনমিল দুই প্রণয়ী প্রাণী।
সহিয়া কত না, প্রণয়যাতনা, ম'রে ঘুচাইল কুলের গ্লানি।
পিতৃহৃদিতল— নিহিত অনল, কভু না কিছুতে নিবিত যাহা,
অপত্য-হনন—যজ্ঞ-সমাপন, নিধনে অপত্য, নিবিল তাহা।
সেই ভয়ঙ্কর, ঈর্ষা-প্রাণিহর, সেই নিদারুণ প্রণয়-কথা,
দণ্ড দুই ধরি, এই মঞ্চোপরি, দেখাইব আজি, ঘটিল যথা।
যদি দয়া করি, কর দরশন, করহ শ্রবণ আদরে তাহা;
যতনে শোধন, করিব পশ্চাৎ, আজি মনোমত না হবে যাহা।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(বরণা নগর—সাধারণের গমনাগমনের স্থান)

ঢাল তলওয়ার প্রভৃতিতে সজ্জিত
শম্ভো ও গিরের প্রবেশ।

শ। দেখ্ গিরে! ফের্ বল্‌চি, এবার আর সইব না—রাগের জ্বালা বড় জ্বালা!

গি। হুঁ—ঠিক্ যেন ঢাকাই জালা।

শ। না হে না, আমি তা বল্‌চি না; বল্‌চি কি যে, এবার রেগেচি কি—আর হেতের্ চেলেচি।

গি। চাল্‌বে?—না নিজে চল্‌বে?

শ। দেখিস্ দেখিস্—তেতেচি কি, মেরে বসেচি।

গি। বসেচো বটে,—বস্‌তেই ত দেখি, তাত্‌তে ত বড় দেখি নে।

শ। মন্তাগোর গুষ্টীর একটা বেরাল দেখ্‌লেও আমার গাটা রগ্ রগ্ ক'রে ওঠে, থির হয়ে আর দাঁড়াতে পারি নি।

গি। তবে কি দৌড় দিস্ না কি?—থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাই ত মরদের কাজ।—বড় বড় জাঁদ্‌রেল্ টাঁদ্‌বেল্‌দের কাজই ত থির হয়ে সক্কলের পেছনে নাকে দূরপিন্ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা।—তারা কি হেতের্ ছোঁয়?

শ। য্‌যা শালা,—তুই কোন কাজেরই নোস্, কেবল ভয়েই মরিস্।

গি। বলি, ঝকুড়া ত আমাদের মনিবে মনিবে,—তা আমাদের কি এতো মাথাব্যথা? আমরা চাকর বই ত নই।

শ। ও কি রে—ও কি কথা? দেখিস্ এবার, আমি কেমন ধড়িবাজ্—মেয়ে মদ্দ ছেলে, এবার আর কারো মাথা থাক্‌বে না।—হেতের্ খোল্, ঐ দেখ্ মন্তাগোর দলের দু'জন লোক আস্‌চে।

গি। আমার হেতের্ তো খোলাই আছে, তা আগুবাড়িয়ে যা না—ঝকুড়া বাধা গে না—আমি তোর দোসর হব এখন।

শ। ও গিরে,—পালাচ্চিস্ না কি—ফিরে দাঁড়ালি যে ?

গি। ভয় কি ? কোনো ভয় নেই বাবা,—আমার জন্যে তোকে ভাব্‌তে হবে নে।

শ। ভাব্‌না তো তোরই জন্যে রে।

গি। আমি বলি কি, ওরাই আগে স্থরু করুক্ ; এখনকার দিনে আইন আদালত বাঁচিয়ে চলা ভালো।

শ। কাছে এলেই কিন্তু আমি ভেংচোব,—শালারা যা কত্তে হয় করুক্।

গি। ও বেটারা আবার কর্‌বে কি ?—হেকৃমৎ তো ভারি। কাছে এলেই আমি বুড়ো আঙ্গুলটি দেখাব।—সে অমান্নি যদি সয়, তো বেটারা বড় বেহায়া।

অভিরাম ও রাঘবের প্রবেশ।

অভি। তুই কি আমাদিকে বুড়ো আঙ্গুল দেখাচ্চিস্ ?

শ। হাঁ, তা দেখাচ্চিই ত।

অভি। জবাব দে না—আমাদিকে ?

গি। (চুপে চুপে শম্ভোর কাণে) হাঁ ব'ল্লে আইন আদালত বাঁচ্‌বে ত ?

শম্ভো। (গিরের প্রতি অনুচ্চস্বরে)—উঁ হুঁ।—(প্রকাশ্যে) তোদের দেখাচ্চি কে ব'ল্লে ?—দেখাচ্চিই ত বটে। কি একটা ঝকৃড়া বাধাবি না কি ?

অভি। ঝকৃড়া কেন বাধাবো ?—আমি তেমন ঝকৃড়াটে নই।

শ। শোন্ বলি,—চাস্ তো আমি তোর সঙ্গে এক হাত আছি। তুইও যত বড় মনিবের চাকর, আমিও তাই—তা জানিস্ ?

অভি। তার চেয়ে ত বড় নয়।

শ। কি বল্লি ?

গি। (চুপে চুপে শম্ভোর কাণে)—বল্ না, তার চেইতেও বড়।—ঐ দেখ্ আমাদের মনিব গুষ্টীর একজন সদ্দার আস্‌চে।

শ। বড় না তো কি ? তোদের মনিবের চেয়ে আমাদের মনিব ব—হু—ৎ বড়।

অভি। ঝুট্ বাৎ।

শ। কি বল্লি? খোল্ হেতের—মরদ্ হোস্ ত এখনি খোল্। গিরে, দেখিস্—খুব হুঁসিয়ার।

গি। শম্ভো, তোর সেই ওস্তাদি চাল্‌টে ছাড়িস্ নে।

(দুই জনের হেতের চালান)

বেন্বলের প্রবেশ।

বেন্ব। থাম্ পাজিরা—থাম্ বল্‌চি।

(নিজের তলোয়ার দিয়া দুই জনের হাত থেকে তলোয়ার ছটকাইয়া দেওয়া)

তৈবলের প্রবেশ।

তৈ। বেশ্—বেশ্; এই যে চাষাভূষোদের সঙ্গে তলোয়ার খেলা হচ্চে? বেশ্—বেশ্ বেন্বল্, সাহস থাকে ত আমার দিকে ফের্।—দেখ্, তোর যম এসেছে।

বেন্ব। আমি এদের থামাচ্চি—শান্তি রক্ষা কচ্চি। অস্ত্র খাপে তোলো, আর না হয় ত আমার সঙ্গে যোগ দিয়ে এদের থামাও।

তৈ। শান্তিরক্ষা?—কচুরক্ষা। হাতে ল্যাঙ্গা তলোয়ার, আবার শান্তিরক্ষা! তোর্ ও কথায় থু!—তোর্ মুখে থু! তোর্ মন্তাগোর গুষ্টীর মুখে থু!—সামাল্—

(দুই জনের অস্ত্র চালনা।)

(ক্রমে উভয় গোষ্ঠীর আরো অনেকানেক ব্যক্তিকে দাঙ্গায় যোগ দিতে দেখিয়া, কুড়ুল, কোদাল, লাঠি, সড়্কি লইয়া নগরবাসিগণ সেইখানে উপস্থিত)

নগরবাসিগণ। মার্ বেটাদের—মার্ মার্!—ভাই সব এগো—মোন্তাগো আর কপলতের দুই দল্‌কেই ঠেঙ্গা—মার্—মার্—হাড় পিষে দে।

বৃদ্ধ কপলত ও তাঁর বয়স্যের প্রবেশ।

কপ। কিসের গোল হ্যা?—কে আছিস্ রে, দে তো—আমার তলোয়ারখানা দে তো।

ক-বয়স্য। ওহে—যষ্টি—যষ্টি—খঞ্জের যষ্টি!—তলোয়ার কেন?

কপ। কে আছিস্—তলোয়ার—তলোয়ার আন্—কেউ শুন্‌চিস্ নে, ঐ যে দেখ্‌চি, প্রাচীন মন্তাগো আমাকে দেখিয়ে তলোয়ার ঘুরুচ্চে।

মন্তাগো ও তাঁর বয়স্তের প্রবেশ।

মন্তাগো। হা দুরাত্মা কপলত!—(বয়স্তের প্রতি) আমাকে ছাড়্ বল্‌ছি—দে ছেড়ে।

ক-বয়স্য। তুমি আর শত্রুর কাছে এক পা এগুতে পাবে না।

অনুচরগণ সঙ্গে স্বয়ং রাজার প্রবেশ।

রাজা। এ বিদ্রোহী প্রজাবৃন্দ শান্তিক্ষয়কারী,
প্রতিবেশী-রক্তে অসি রঞ্জিত এদের—
শুনিবে না—কভু কি ইহারা রাজাদেশ?
হাঁা রে, ও পশুস্বভাব নর-অবয়ব,
হৃদয়-উৎসের রক্তে প্রবাহ ছুটায়ে
নিবাইতে ক্রোধবহ্নি সদা তৃপ্ত যারা,—
শোন্ বলি—এ আজ্ঞা লঙ্ঘিলে রক্ষা নাই।
আজ হ'তে তোদের—ও রুধির-রঞ্জিত—
অস্ত্র যত, হস্ত হ'তে ফেল্ নিক্ষেপিয়া
দূরে ধরাতলবক্ষে।—শোন্ বলি আর
এ আজ্ঞা লঙ্ঘনে দণ্ড যে বা। তিন বার
এইরূপে মুখের কথায়—অশরীরী
ভাষার সংযোগে—তোমাদের দু'জনার
দলভুক্ত জনগণ হয়ে উত্তেজিত
হরিলা এ নগরের শান্তিময় সুখ;—
রাজপথ জনাকীর্ণ প্রাচীন স্থবিরে,
পরিহরি বয়োচিত বেশ পরিচ্ছদ,
সাজি নিজ জীর্ণ প্রহরণে—জীর্ণ যথা
নিজ দেহ—আসি দেখা দিলা যুদ্ধবেশে।
রাজবর্ত্মে সেরূপে আবার অগ্রসর
হও যদি পুনঃ কেহ কলহ বিবাদে
ভাঙ্গিতে শান্তির সুখ,—নিশ্চিত তা হ'লে
হবে প্রাণদণ্ড তার। এবার নির্ভয়ে
করো সবে নিজ নিজ আলয়ে প্রস্থান।

কপলত, এস তুমি আমার সহিত ;
তুমি ও মন্তাগো আজি অপরাহ্ণে আসি
হৈও উপস্থিত—শ্রীমণ্ডপে—ধর্ম্মাসনে
আমাদের অধিষ্ঠান যেথা,—সেইখানে
শুনাইব আরো কিছু আদেশ আমার।
অন্য সবে যাও নিজ নিজ নিকেতন,
প্রাণদণ্ড দণ্ডে যদি ভয় থাকে মনে।

(মন্তাগো, তস্য বয়স্য এবং বেন্বল ভিন্ন আর সকলে নিষ্ক্রান্ত)

মন্তাগো। বেন্বল, জানো যদি বলো, পুনরায়
কে জাগায়ে দিল এই দ্বন্দ্ব পুরাতন ?
ছিলে কি নিকটে এর সূচনা যখন ?

বেন্ব। হে আর্য্য ! দুই পক্ষের দুষ্ট ভৃত্যগণ,
আসিবার আগে মম, কলহেতে মাতি
অস্ত্র চালাইতেছিল ; দেখিয়া যেমনি
খুলি নিজ তরবারি দ্বন্দ্ব নিবারিতে
অগ্রসর হই আমি, সহসা তখনি
মহাক্রোধী তৈবল আসিয়া দেখা দিল।
ক্ষণমাত্রে তরবারি নিষ্কাসি তাহার,
দুর্ব্বাক্য ভৎসনে মোর ধিক্কারি শ্রবণ,
স্বন্ স্বন্ শব্দে বায়ু বিদীর্ণ করিয়া,
অস্ত্র ঘুরাইয়া ঘন মস্তক উপরে
যুদ্ধে সম্ভাষণ কৈলা মোরে। অচিরাৎ
অগত্যা আমিও অস্ত্র চালাই তখন,
পার্শ্ব-নিম্ন-পুরঃ-গুপ্ত প্রহার কতই—
খেলাই দু'জনে ক্ষণ-মুহূর্ত্ত ভিতরে,
ঘাত প্রতিঘাতে শব্দ—অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা ;
কত লোক ক্রমশঃ দু'দলে দিল যোগ ;
হেন কালে স্বয়ং ভূপতি আসি সেথা
নিবারিয়া দিল দ্বন্দ্বী দু'ভাগে ভাঙ্গিয়া।

ম-বয়স্য। রোমিও কোথায় ?—তারে ত দেখি নে হেথা,
ভালই করেছে সে এ দ্বন্দ্বে নাহি থাকি।

বেন্বু। হে আর্য্য, জগৎসেব্য সবিতা যখন,
অতীব প্রত্যূষে আজ, পূর্ব্বাশার কোলে,
সুবর্ণের বাতায়ন খুলি আপনার
আড়ে নিরখিতেছিলা জগতের পানে,
দণ্ড দুই তারো আগে, মনের অসুখে,
উঠে গিয়াছিনু আজ ভ্রমিতে বাহিরে,
নগরের উপপ্রান্তে পশ্চিম প্রসরে,
যেথা উড়ুম্বর বৃক্ষরাজি মনোলোভা
বিরাজিত কুঞ্জরূপে। ভ্রমিতে ভ্রমিতে
হেরি অকস্মাৎ সেথা একা রোমিওরে।
দেখে তার নিকটে চলিনু। অমনি সে,—
সতর্ক আছিল যেন, অতি দ্রুতগতি
লুকাইল গুল্ম-অন্তরালে। হেরি তাহা,
অনুসার আর তার না করি তখন।
নিজ মনোভাবে বুঝি চিত্তগতি তার,
নিভৃতে ব্যাপৃত ছিল প্রাণের চিন্তায়।
চলিলাম অন্য দিকে, তিনিও তখন
স্বইচ্ছায় গেলা চলি অন্য কোনো পথে।

মন্তাগো। আরো অন্য বহুদিন এরূপে প্রভাতে
অনেকে দেখেছে তারে ভ্রমিতে সেথায়,
মিশাইয়া নেত্রাসার প্রভাত-নীহারে,
সুদীর্ঘ নিশ্বাসধূমে করি গাঢ়তর
প্রভাতী নীরদমালা ; কিন্তু সূর্য্য যেই—
জগৎ-প্রফুল্লকর কর প্রসারিয়া
উষার পালঙ্ক হ'তে সরাইয়া দেন
চারুশয্যা প্রাবরণ তাঁর, তখনি সে
গৃহমুখ হয় পুনঃ ত্যজিয়া আলোক ;

ধীরগতি প্রবেশে মন্দিরে আপনার ;
রুদ্ধদ্বার থাকে সারা দিন ; বাতায়ন-
দ্বার রুদ্ধ, গবাক্ষ সকলি রুদ্ধপথ,
রজনীর তমসায় আঁধারি দিবস।
ইথে বুঝি হৃদি তার আচ্ছন্ন তিমিরে
দুশ্চিন্তা হুতাশে কোনো ; হিত উপদেশে
এখন না পারি যদি নিবারিতে তায়,
বিষময় ফল হবে শেষে।

বেন্নু। হেতু এর
জানেন কি কিছু ?

মন্তাগো। জানি নাই, জানিতেও
পারি নাই কেন সে এমন।

বেন্নু। আপনি কি
করেছেন চেষ্টা জানিবার ?

মন্তাগো। নিজে আমি
করেছি কতই চেষ্টা, করেছে সুহৃদে
কত যত্ন অনুযোগ, কিন্তু সে আপনি
মন্ত্রদাতা আপনার, হৃদয়ের কথা
খোলে না কাহারো কাছে, গোপনে আপন
মনে রাখে লুকাইয়া, থাকে মৌনভাবে।
যথা কীটদষ্ট হ'লে কুসুমকলিকা
ফোটে না—খোলে না পাতা, না ছাড়ে সৌরভ
সমীরণ কোলে আর, না উৎসর্গে
আর তার সৌন্দর্য্যমাধুরী সূর্য্য-করে।
পারো যদি জানিবারে কেন সে এমন,
কি দুঃখে হৃদয় তার এত জরজর,
যত্নে তবে দেখি প্রতিকার।

বেন্নু। অই যে সে।
অলক্ষ্যে কিঞ্চিৎ এবে দাঁড়ান্ সকলে।

নিশ্চয় জানিব আজ কেন মনোভার,
নহিলে সে নহে মোর—আমি নহি তার।

মন্তাগো। পারো তো বড়ই ভাল।—এসো হে এখন,
হেথা আর থাকা নয়, চল, স'রে যাই।

(নিষ্ক্রান্ত)

রোমিওর প্রবেশ।

বেন্বু। প্রাতঃনমস্কার।

রো। সে কি, এখনও সকাল?

বেন্বু। এই তো ন'টা।

রো। হবে। দিন, দুঃখীর ত যায় না।—
কে গেলো হে, অত তাড়াতাড়ি, বাবা বুঝি?

বেন্বু। হ্যাঁ রোমিও. কিসে দুঃখ এতোই তোমার,
দিন যে আর যায় না?

রো। তা না পেয়ে, যায়
দিন শীঘ্র যেতো।

বেন্বু। পিরীতের এক্কা নাকি?

রো। ঠিক্‌রে গেছে ভাই!

বেন্বু। ফের কেন আন না টেনে;

রো। সে যে রাজী নয়!

বেন্বু। সে কি, তাও কখনো হয়?
দেখতে কোমল প্রণয়, অ্যাতো ভেতর কড়া তায়!
তবে কি কাঠের পুঁতুল?

রো। আর ভাই, সে ঠাকুরটি
একে কাণা, তায় অনঙ্গ, তাতে বক্রগতি,
তবু ইচ্ছা যে পথে তাতেই নিয়ে যায়।
মধ্যাহ্ন কোথায় হবে?—এ কি কাণ্ড হেথা!
কিসের এ রক্তপাত? কি বিগ্রহ হেন?
না না, আর হবে না বলিতে তায়—জানি
সে সকলি। হায়, এ কি প্রেমের উদ্যান?
হিংসার মশান এ যে প্রেতের শ্মশান!

অহো! প্রেম হিংসাময়, তুইই কি আরাধ্য?
কলহী প্রণয়, ওরে, প্রণয়ী কলহ
তুইই হৃদয়ের ধন? তুই যে অসাধ্য?
অয়ি শূন্য চিত্তবেগ আকাশ-উদ্ভূত
অয়ি, চিত্ত লঘুত্ব সুগুরুভারযুত!
অয়ি, মনোমরীচিকা সত্যের স্বরূপ!
তন্নাম তন্নাম মাত্র—প্রাণের বিদ্রূপ!
অগঠিত আবর্জ্জনা সুমূর্ত্তি দর্শন!
সীসার লঘু কার্পাস, ধূমের জ্বলন!
শীতাগ্নি, সুস্বাস্থ্য রুগ্ন, নিদ্রাজাগরণ!
নহে তাহা দৃশ্য যাহা—অঘট-ঘটন!
এই প্রেমে মজে আমি প্রেমিক হয়েছি?
না চাহি সে ছদ্ম ছল কহিনু সঠিক।—
হাস্‌চ না যে বড়?

বেনু। হাস্‌ব কি হে, কান্না পাচ্চে।

রো। কান্না কেন?

বেনু। দেখে তোর প্রাণের যাতনা!

রো। বেনুবল, প্রণয়ের দোষই এই জেনো,
নিজ প্রাণে যতক্ষণ লুকাইয়ে রয়,
ততক্ষণ ভারগ্রস্ত নিজেরই হৃদয়;
সে দুঃখের ভাগী যদি অন্য কেহ হয়
চাপের উপরে চাপে—সে খেদ ছড়ায়!
আমার ব্যথায় তুমি ব্যথিত যে হ'লে,
শতগুণ দুঃখ মম বাড়াইয়া দিলে।
প্রণয়-ধুঁয়ার সম শোকের নিশ্বাসে
আরো গাঢ়তর হয়,—ঘুচাও সে শ্বাসে—
তখন প্রণয় ধ'রে উজ্জ্বল বরণ
প্রণয়ী-নয়নে জ্বলে দীপ্ত হুতাশন।
কিম্বা যদি অবরোধে উচ্ছ্বাসিত হয়,
প্রেমীর নয়ননীরে পারাবার বয়!

ধীরের ক্ষিপ্ততা প্রেম, বিষ—কণ্ঠরোধী,
অথবা জীবনপ্রদ মধুর ঔষধি!
প্রণয় ইহারি নাম—আসি হে এখন।

বেন্থ। ধীরে হে, আমিও সঙ্গে করিব গমন,
রোমিও, যে ফেলে যাও, কি দোষ এমন?

রো। রোমিও কে? কোথায় সে?—আমি তো সে নই!
দেখো গে কোথা সে এবে করে হই হই।

বেন্থ। বল ভাই, এ খেদ কেন? কারে ভালবাসো?

রো। কারে ভালবাসি? তবে বলি রসো রসো।
বল্‌তে তো পারি না, ভাই, কান্না পায় খালি,—
হা হুতোশ্ শুন্‌তে চাও—বলো, তাই বলি।

বেন্থ। হা হুতোশ্ কেন ভাই, বলো না সে কে?

রো। উইল্ কত্তে বলা যেমন মুমূর্ষে সহসা—
যেমন কঠোর তার কাণে সেই ভাষা—
আমাকেও তেমনি হে, সে নাম জিজ্ঞাসা।
শুন্‌বে তবে,—সে একটি কামিনী।

বেন্থ। আগেই
এঁচেছি তা তো—বলেছি—প্রেম যখনি।

রো। বেন্থবল, সাবাস্ তোকে, বলিহারি যাই।
তীরন্দার বটে তুই! জিজ্ঞাসি এখন
বুঝ্‌তে কি পেরেছ—সে সুন্দরী কেমন?

বেন্থ। সে আর কঠিন কি হে?—আমার রোমিও
সুন্দর যেমন, সেও সুন্দরী তেমন।
এ কি আর বুঝ্‌তে বাকি, প'ড়েই ত আছে।

রো। এ তাগ্ লাগে না ভাই, তীর হ'ঠে গেছে।
অন্যের সমান তারে ভেবো না কখনো।
মন্মথ-বাণের লক্ষ্য নহে সে রমণী,
হার মানে তার কাছে কন্দর্প আপনি।
গার্গীরসমান বুদ্ধি, শকুন্তলা সমা,

মধুরভাষিণী বামা, সাধ্বী শুদ্ধমতি,
সতীত্ব-কবচে ঢাকা সে চারু মূরতি !
অনঙ্গের ফুলশরে অক্ষত সে দেহ,
শ্রবণে না দেয় স্থান প্রেম-নাম সেহ,
প্রণয়-কটাক্ষে প্রতিকটাক্ষ না হানে,
মুনিমনোলোভা স্বর্ণ ঠেলে লোষ্ট্র জ্ঞানে !
রূপে ধনী বড় ধনী—দরিদ্র বিচারি,
মরিলে সে ধনে কেহ নহে অধিকারী।

বেনু। তবে কি চিরকৌমার্য্য প্রতিজ্ঞা তাহার ?

রো। সে পণ করেছে সত্য, কিন্তু ফল তার—
বৃথায় হইবে নষ্ট এ সৌন্দর্য্য তার।
সৌন্দর্য্য-ধনের যদি না থাকে দায়াদ্
কৃপণের দীনতা সে সঞ্চারে বিষাদ।
যেমন সুন্দরী ধনী তেমনি প্রবীণা—
বুঝিতে পারিবে পরে বৃথা এ কল্পনা!
বুঝিবে তখন—মোরে এ নৈরাশ্যে ফেলে
সুখী সে হবে না কভু প্রেমে পায়ে ঠেলে !
কি দারুণ পণ ! প্রাণে দিবে না সে স্থান
প্রণয়ের মোহসুখ !—ভাই, মৃত্যুবাণ
সেই পণ হৃদয়ে আমার ! শুন্‌লে তো হে
আমার সে প্রণয় আখ্যান ?

বেনু। ভোলো তারে,
কথা রাখো মোর।

রো। ভাই, ভুলিব কেমনে,
পন্থা দেখাইয়া দাও—স্মৃতি প্রক্ষালনে
শক্তি নাই !

বেনু। হেরো আরো সুরূপা ললনা,
রূপে তার তুলনা করিয়া তুলা ধরি।

রো। সে তুলনা হ'লে পরে সেই জয়ী হবে।
যতই খুঁজিব, হায় ! যতই দেখিব,

নিরুপমা ব'লে মনে তারেই মানিব!
কি সুখী রমণীমুখ অবগুণ্ঠ যত,
পরশি চারু ললাট সুখ ভুঞ্জে কত!
বরণে দেখিতে কালো অবগুণ্ঠচয়,
লুকাইয়া রাখে কিন্তু চন্দ্রের ছটায়।
প্রকাশ্যে যে দেখে তার দৃষ্টি হয় হারা,
ভুলিতে কি পারে সে—যে হয় দৃষ্টিহারা?
পরমা রূপসী নারী হেরিলে নয়ন,
খোঁজে কি সে তা হ'তে রূপসী কোন্ জন?
সৌন্দর্য্য দর্শনে, হায়! এই যদি ফল,
থাকুক্ গুণ্ঠনে ঢাকা সে চারু কমল!
এখন বিদায় হই;—তুমি পারিবে না
শিখাইতে ভুলিবারে হৃদয়যাতনা।

বেনু। প্রণয় পাঠের গুরু আমি তব হব,
সে শিক্ষা শিখাবো—নয় চিরঋণী রব।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(বরণা নগর)

কপলত-বয়স্য ও পারশের প্রবেশ।

পারশ। মহাশয়, কি আদেশ করিলেন তিনি—
আর্য্য কপলত মহোদয়—আমার সে
প্রার্থনায়? তিনি কি সম্মত কন্যাদানে?
সে প্রসঙ্গে কোনো কথাই হয়েছিল কি?

ক-বয়স্য। অনেক অনেক বার, পারশ, সে কথা
হয়েছিল তাঁর সঙ্গে, শেষ উক্তি তাঁর
বলি শুনো অবিকল তাঁহারই কথায়—
"বালিকা এখনও কন্যা, জানে না সে কিছু

রীতি নীতি সংসারের ; হয় নি বয়স
আজো পূর্ণ চতুর্দ্দশ ; যাউক আসুক
ফের্ শরতের কাল আরো দুই বার
দেখায়ে গৌরব তার পল্লবকুসুমে,
তখন বিবাহযোগ্যা হবে কন্যা মম—
সম্পূর্ণ যৌবন লভি,—তখন সে কথা।"

পারশ। তার চেয়ে ছোট ছোট কত যে বালিকা
হইতেছে ঘরে ঘরে পুত্রপ্রসবিনী!

ক-বয়স্য। সে তর্ক করিতে কি হে ছেড়েছিনু আমি ;
তাহার উত্তর তাঁর—"সে সব বালিকা
তেমতি শুকায়ে গেছে—যথা শুষ্কলতা।
একমাত্র আছে সেই, গেছে আর সব
আশার আশ্রয় মম, সেই কন্যাধন
আছে মাত্র ধরাতলে! পারশেরে ব'লো,
প্রেমভিক্ষা করে তার কাছে, পারে যদি
সম্মতি লভিতে তার, আমিও সম্মত ;
আমার সম্মতি তার রুচিরই কিঙ্কর।
সে যদি সম্মত হয়, জেনো সে সম্মতি
আমার স্বীকার-বাক্য স্থির সুনিশ্চয়।"

পারশ। যথা আজ্ঞা তাঁর।

ক-বয়স্য। আর এক অনুরোধ
আছে হে তাঁহার শোনো—আজ নিশাকালে
হবে নিকেতনে তাঁর, চিরপ্রথা মত
বসন্ত-উৎসব-ক্রীড়া ; বহু জন তায়,
প্রিয়তম তাঁহার বান্ধব বন্ধু যত,
হবে নিমন্ত্রিত সবে ;—তাঁর অনুরোধ
একান্ত আগ্রহ সহ বলেন আমায়—
তোমাকে নিশিতে আজ আসিতে হইবে।
আনন্দবাজার তাঁর তবে পূর্ণ হবে।
এসো ভাই, ইহাতে আমারও অনুরোধ,

ঠেলো না এ নিমন্ত্রণ রেখো মোর কথা।
সে সুহর্ম্ম্যে আজ নিশি দেখো কত নব
নক্ষত্র উদয় হবে নিশি-তমঃহর,
ক্ষিতি স্পর্শ করি চারু চরণপল্লবে,
পালাবে তখন তমোরাশি, যথা খঞ্জ
হেমন্ত পালায় দূরে বসন্তে নিরখি।
তখন, যেমন সুখী যৌবন-প্রমোদে
যুবকযুবতীগণ, আজ নিশি সেথা
তেমতি আনন্দ তুমি ভুঞ্জিবে অবাধে
উৎফুল্লকামিনীকুল-ফুলদল মাঝে।
দেখো সবে,—শুনো সবে—এক এক করি,
সকল হইতে যেবা গুণে গরীয়সী
হৃদয়-আকাশে তুলে লৈও সেই শশী।
অনেকে অনেক রূপ গুণ নেহারিবে,
হৃদয়ে ধরিতে শুধু একটিই পাবে।
এসো ভাই একান্তই অনুরোধ মম।

(পারশ্ ও কপলত-বয়স্ত নিষ্ক্রান্ত)

একখানা কাগজ হাতে একজন হরকরার প্রবেশ।

হর। না, দিব্বি, যার যার নাম লেখা, তাকে খুঁজে বের্ করো।—সকলের কাজেরই একটা ধরাবাঁধা আছে,—মুচির কাজ গজকাটী নিয়ে, দর্জির কাজ কাঠের ছাঁচে, জেলের কাজ তুলিতে—আর পটোর কাজ ফ্যাটা জালে;—কিন্তু আমার কাজ, তাদের খুঁজে বের করা, যাদের নাম এইতে লেখা।—তা আক্‌কাটা আকুঁরে বেটা কি যে আঁচ্‌ড়েচে, মাথামুণ্ড কিছুই তার ঠিক কর্ত্তে পাচ্চি নে। দেখি, একজন লিখিয়েপড়িয়েকে জিগ্‌গুস্‌তে হলো।

(এদিক্ ওদিক্ পরিক্রমণ)

রোমিও ও বেন্‌বলের প্রবেশ।

বেন্। ক্ষেপলে না কি?

রোমি। ক্ষেপি নি, কিন্তু হেরাহেরি।—পাগ্‌লাগারদে পূরে সপাসপ্

বেত লাগালে যে জ্বালা, সে এর কাছে কোথা লাগে? এই বেলা সরি।—বেন্নুবল, নমস্কার।

হর। বাবুজি, তুমি লেখাটেকা পড়্‌তে পারো?

রো। হাঁ, আমার দুঃখের দশা বিবেচনা ক'রে কপালকুষ্টী কতক্ মতক্ বুঝ্‌তে পারি!

হর। হ'তে পারে সেটা মুখস্থ আছে। বলি লেখা পড়া শিখেছ?—হাতের লেখা পড়্‌তে পারো?

রো। হ্যাঁ, খুব পারি—যদি সে ভাষাটা আর তার অক্ষর ক'টা জানা থাকে।

হর। সুখে থাকো বাবু,—বেঁচে বত্তে থাক—ঠিক কথাই বলেচ।

রো। না রে না—দাঁড়া, দে কাগজখানা—(কাগজ লইয়া পাঠ) মহামহিম মাথায়-পালক স্যর্ মহারাজ মুলুক্‌ফক্কা, জবরদস্ত সব্‌লোট বাহাদুর, মহামান্য গোলাম-গাধ্ধা, রাজাবাহাদুর চাঁদা-দেহেন্দা, রায়-বাহাদুর জয়জয়কার, রায়বাহাদুর চালাক্‌চোস্ত, মীর্‌মুর্দ্দা হুজুরঠাণ্ডা, খাঁ বাহাদুর খপরদেহেন্দা, অনারেবেল্ হাজির্‌বন্দা, মহামহোপাধ্যায় চাটুচঞ্চু, যথাযোগ্য কপালমন্দ ও মহিমাবর মধুরানন্দ গোস্বামী, মান্যবর বৈদ্যরাজ, কল্যাণীয় পারশ, চিরজীবী তৈবল, আরো—আরো। (কাগজ ফিরাইয়া দিয়া) এ তো অনেকগুলি ভদ্র ভদ্র লোকের নাম দেখ্‌চি।—কার বাড়ী নিমন্ত্রণ হে?

হর। আমাদের বাড়ী।

রো। তোমাদের ত বটে, তবু কে সে?

হর। আমার মনিব মোশয়।

রো। তাই তো, আগেই সেটা জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল।

হর। তা নাই ক'ল্লে জিজ্ঞাসা, আমিই বল্‌চি। আমার মনিব মহা ধনাড্ড্য কপলত মহাশয়।—তুমি মন্তাগোদলের কেউ যদি না হও ত যেইও, লুচি মোণ্ডা একপেট খেয়ে যেতে পার্‌বে—ঢালাও জিনিস—দেদার দে—দেদার দে—খেয়ে ফুরোয় কে? বাবুজী, এখন আসি, সুখে থাকো।

(হরকরা নিষ্ক্রান্ত)

বেন্নু। রোমিও, আজ যেও হে, ভারি পব্ব সেথা।
বসন্ত-উৎসব পর্ব্ব বহুদিন হ'তে

হয় কপলিতগৃহে মহা আড়ম্বরে—
আনন্দবাজার আজ বসিবে সেখানে।
আসিবে কতই সেথা সুরূপা সুন্দরী,
বরণার সুবিখ্যাত মহিলামণ্ডলী
বিরাজিবে সেথা আজ বেশভূষা পরি।
অরঞ্জিত চক্ষে চেয়ে দেখো সে সবারে
দেখাব যাদের আমি—দেখে মোহ যাবে।
তার পর মনে মনে করিও বিচার,
তাদের তুলনা ধরি, প্রেয়সী তোমার
কোথা দূরে পড়ে রবে বুঝিবে তখন।
রাজহংসী সম তব চিত্তসরোবরে
খেলায় যে—ক্ষণিকে সে দেখাবে বায়সী!

রোমিও। সত্যের আকর মম এই নেত্রতারা,
হেন মিথ্যা তাহে যদি কভু ব্যক্ত হয়,
তবে অশ্রুধারা—এত দিন বহে যাহা
ধারার আকারে, অগ্নিরূপে যেন শেষে
প্রবেশে হৃদয়ে মম চিত্ত মনঃ দহি।
অশ্রুস্রোতে এত কাল ডোবে নাই যাহা,
সে তারা অনলতাপে দগ্ধ যেন হয়।
প্রিয়া হ'তে নারীকুলে গরীয়সী কেহ
থাকে যদি, এ ব্রহ্মাণ্ডে সৃজিতের মাঝে,
কিম্বা সর্ব্বদর্শী সূর্য্য না দেখেছে যাহা—
তা হ'লে এ নেত্রতারা যেন খসে যায়।

বেন্থু। মিছা ও বড়াই!—কাছে ছিল না ত কেহ
পরমা সুন্দরী, তাই মনে করো তারে
তাহারি তুলনা নিজে সেই; কিন্তু আজি
নিশাকালে দেখাবো তোমায় যে ক'জন,
তাঁদের তুলনা ক'রে তুলা যদি ধরো,
নিরুপমা মনে ক'রে ভাবিছ যাহায়,
তখন ভাবিবে কেন ভাল বলি তায়!

রো। চলো, সঙ্গে যাব তব—মিছা এ বড়াই—
আমার প্রিয়ার সমা নারী আর নাই ;
যে রূপ দেখিয়া সদা পোড়ে এ নয়ন
সেই রূপই দেখে ফিরে যুড়াবে এখন।

(উভয়ে নিক্রান্ত)

তৃতীয় দৃশ্য

কপলতের বাটীর একখণ্ড।

কপলত-জননী ও ধাত্রীর প্রবেশ।

ক-জননী। নাত্নী কোথা র‍্যা ?—ডেকে দে।

ধাই। আমার মাথার দিব্বি, কর্ত্তামা, এমন মেয়ে আর হবে না। কেমন ঠাণ্ডা—কেমন ধীর—যেন পোষা পাখীটি। চোদ্দ বচ্ছর বয়েস হ'তে গেলো, এখনো যেন আমার হুকুমে চলে।—তাই ত, কোথা গেলো ?—আহা, ঠাকুর দেবতারা বাঁচিয়ে রেখো।—ও মা জুলিয়ে, কোথা গেলি গা ?

জুলিয়েতের প্রবেশ।

জু। কেও ডাকে ?

ধা। তোমার ঠাকুর-মা ডাক্‌চেন।

জু। কেনো ঠান্‌দিদি, এই যে আমি এখানে।—কি বল্‌চো ?

ক-জননী। বল্‌চি কি,—ধাই, একবার তুই সর্ তো, আমরা আড়ালে গোটা দুই কথা কই।—না ধাই, আয় ফিরে আয়। এ কথা তোরো শোনা দরকার।—জানিস্ তো, নাত্নীর আমার বয়েস হয়েচে।

ধাই। ওর বয়েস আমি আর জানি নে ? আমি চুল চিরে হিসেব ক'রে দিন ক্ষ্যাণ পল পর্য্যন্ত বলে দিতে পারি।—ওর নাড়ী নক্ষত্তোর, কি না জানি।

ক-জননী। চোদ্দ পের্‌ইয়েচে কি ?

ধাই। ও মা!* সে কি গো—কোথা যাবো গো—চোদ্দ পের্‌ইয়েচে কি ?—সে আবার কি কথা—আমার আরো চোদ্দটা দাঁত কেন পড়ে যাক্

না—(স্বগত।—চাট্টে বই আর নেই কিন্তু)—আহা, জুলির আবার বয়েস—শিবচতুর্দ্দশী কবে ?

ক-জননী। এই পোনের দিনের ওপর আর ক'দিন নাকি বাকি আছে।

ধাই। ষাট্—ষাট্—বেঁচে থাক্, সেই শিবচতুর্দ্দশীর দিন ওর চোদ্দ পূর্‌বে।—আহা, আমার সুসোর বেঁচে থাকলে সেও ওর বয়স পেতো!—পোড়ামুখো যম কি তা রেখেচে? আমার সুসোর আর ও একদিনের ছোট বড়ো গো।—সে দিন কি ভোল্‌বার গা! ওগো, এই শিবচতুর্দ্দশীর দিনে ওর চোদ্দ বচর পূর্‌বে। আহা, ভূঁইকম্প গেছে আজ বারো বছোর হলো, জুলিয়েত ত তখন সবে এই মাই ছেড়েচে,—সে কি ভোল্‌বার দিন গা—কত্তা মা, আমার বেশ মনে হচ্চে, আমি মেইয়ের বোঁটায় নিমের পেল্লেপ্ দিয়ে পুকুরপাড়ে বসে রোদ পুউচ্চি—কত্তা তখন বিদেশে হাওয়া খাচ্চেন—আমার কি তেম্‌নি ভোলা মন? তা—তা কি বল্‌চিনু—হ্যাঁ, বটে বটে, পুকুরপাড়ে বসে রোদ পোয়াচ্ছিনু, এমন সময় জুলি যেই কাচে এসে মাইটা ধ'রে মুখে পুরেচে, অমনি থু থু করে দু'হাত দিয়ে মাইটা ঠেলে ফেলে দে মুখটা এম্‌নি বিকটসিকট কত্তে লাগ্‌লো যে, দেখে আমি হেসেই খুন। এমন সময় হঠাৎ কাছের সেই পায়রার টোংটা দুদ্দাড়্ দুদ্দাড়্ করে নড়ে উঠ্‌লো—তার নীচেই বসে আমি—আর সব্বাই পালাও পালাও কত্তে কত্তে কে কোথায় ছুট্‌লো, তার ঠিকানা নাই।—সে হলো আজ বারো বচ্ছর। জুলি তখন এক্‌লাই ছুটোছুটি কত্তে পাত্তো। না না, বালাই—পড়ো পড়ো হয়ে দু পা চার পা হাঁট্‌তে পাত্তো। আহা, বাছা তার আগের দিন এমনি মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে গিছ্‌লো যে, কপালটা একেবারে থেঁতোমেতো হয়ে গিছ্‌লো। আহা, ষাট্ ষাট্—বাছা আমার কত কান্নাই কাঁদ্‌লে গো; কিন্তু তখনি আমার বুড়ো কত্তাটি—লোকটা বড় রসিক ছিলো গো—বুকে না তুলে নিয়ে কত আদরই কল্লে। কত রসিকতাই কত্তে লাগ্‌লো—আর মাঝে মাঝে "বিবিজান, আমাকে মনে ধরে কি" বলে জিগ্‌গুস্‌তে লাগ্‌লো।—কি অভাগ্যি মা, মেয়েটা তাতে বল্লে কি না—"হুঁ"।

ক-জননী। ও ধাই, একটু থাম্ না—ঢের বকেচিস মা।

ধাই। গিন্নি মা, থাম্‌চি—থাম্‌চি, হাসি রাখ্‌তে পাচ্চি নে যে! ওগো,

সে কথাটা যেই মনে পড়ে, অম্‌নি যেন হাসিতে পেট্‌টা ফুলে ওঠে। হ্যাঁ গা, কি নজ্জার কথা—মেয়েটা আদো আদো ক'রে কেবল উঁ আঁ কত্তে পাত্তো—তা সেই বুলিতেই বল্লে কি না—"উঁ"। ও মা, কোথা যাবো।

ক-জননী। একটিবার থাম্, ধাই,—একটিবার থাম্।

ধাই। এই নেও—আমি থাম্‌লুম!—এখন ঠাকুর দেবতার আশীর্ব্বাদে বেঁচে বত্তে থাক্। কিন্তু বাবু, অনেক ছেলে মানুষ করেছি, এমনটি আর চখে পড়ে নি—এমন ফুট্‌ফুটে চাঁদের কণাটি আর কখনো দেখ্‌তে আসে নি। —ষাট্ ষাট্—মা ষষ্ঠী বাঁচিয়ে রাখো! এখন ওর বেটা বেটী দেখে মত্তে পাল্লেই আমার সকল সাধ মেটে।

ক-জননী। ও ধাই, আমি সেই কথাই বল্‌তে এসেছি। জুলি!—এখন তোর মনের ভাব্‌টা ভেঙ্গে বল্ দেখি।

জু। ঠান্‌দিদি, এ তো ভারি সম্মানের কথা! কিন্তু এ কথা একদিনও ত আমি স্বপ্নেও ভাবি নি।

ধাই। ও মা, বলে কি!—সম্মানের কথা কি গো? ও জুলিয়ে, তুই ত আমার দুধ খেয়েই মানুষ হয়েছিস্—তুই এ বুড়ুমি শিখ্‌লি কোথা?

ক-জননী। তা, যাই হোক্ দিদি, এখন তো সে কথাই ভাব্‌তে হবে। এই বরণা শহরে কত বড় বড় ঘরে তোমার চেয়েও কত ছোটো ছোটো মেয়েদের কবে বে হয়ে গেছে—এখন তারা সব খোকার মা, আর দিদি, তুমি এখনও আইবুড়ো!—তা সে সব যাক্, এখন সাধাসিধে একটা কথার জবাব দেও দেখি,—এক কথাতেই বলি—পারশ তোমাকে বিবাহ কত্তে চায়, তুমি তাতে কি বলো—তাঁকে মনে ধরে কি?—পারশ ছেলে অতি ভাল, সর্ব্বগুণের আধার বল্লেই হয়।

ধাই। পারশ!—পারশ বে কত্তে চায়? এ যে বড় ভাগ্‌গির কথা! সমস্ত পির্‌থিবীটা খুঁজ্‌লেও তার যে যোড়া মেলা ভার। ও মেয়ে, তোর বড় ভাগ্‌গি—বড় ভাগ্‌গি গো! হ্যা ছ্যাখ্, দেখ্‌তে যেন ঠিক একটি মোমের পুঁতুল—মোমের পুঁতুল গো।

ক-জননী। বরণার বসন্তে ফোটে না হেন ফুল!

ধাই। তা ফুল্‌ই ভাল!—আহা, যেন একটি ফোটা ফুল।

ক-জননী। কি বলো, তারে কি তোর মন নিতে চায়!

দেখিস্, কি সুপুরুষ, আজ নিশাকালে।

প্রফুল্ল যৌবন দেহে ঢল ঢল ঢলে;
সে দেহ—তুলিতে যেন আঁকিয়া তুলেছে।
নাক মুখ চোক ভুরু পটে যেন লেখা,
প্রতি অবয়বে তার লাবণ্যের রেখা।
বদন রেখায় ভাব যা না ফোটে ভাল,
নয়নছটায় তায় করেছে উজল।
সুন্দর পুস্তকখানি সোনার মলাটে
বাঁধালে, অধিক আরো শোভা তায় ঘটে;
সেইরূপ তারে যদি তুমি পতি করো,
শোভাতে শোভা মিশিলে শোভা হবে আরো।
তাহার গুণের ছটা তোমাতে ভাতিবে,
তোমার যে শোভা, তাহা তোমারই থাকিবে;
তাই বলি পারশেরে করো আপনার।
চুপ ক'রে যে,—বল না কি—পারবে দিতে হার?

জু। পারি কি না দেখি আগে,—দেখে, ভালবাসা
হয় যদি হলো তবে। কিন্তু তাও বলি—
স্ব-ইচ্ছায় সে দিকে না কটাক্ষেও হেলি।

চাকরাণী। ও গিন্নি মা ঠাক্‌রুণ—একবার হেথা এসো, নিমন্ত্রণে মেয়েরা সবাই এসে গেছে; আসন পাতা, পাত পাতা, সকলি হয়েছে; মা ঠাক্‌রুণ তোমার তরে ছট্‌ফট্‌ কত্তেছে। আর ভাঁড়ারী মিন্‌সে ধাইকে গালমন্দ পেড়ে বাড়ী ফাটিয়ে দিচ্চে। ওগো,—বড্ড তাড়াতাড়ি—দাঁড়াতে পাচ্চি নে আর—এসো শীগ্‌গির করে।

ক-জননী। যা—বল্‌গে যা, আমরা এলুম ব'লে।

(চাকরাণী নিষ্ক্রান্ত।)

ও নাত্‌নি—সেই জরি আঁটা কাঁচুলিটা পরে নে না।

ধাই। যা মা, যা, প'রে আয়।—আহা, সুখের নিশি সুখেই পোহায় যেন।

(সকলে নিষ্ক্রান্ত।)

চতুর্থ দৃশ্য

বরণা নগরের রাজপথ।

নাচ্‌তে নাচ্‌তে ও গাইতে গাইতে একদল বাউল ও সেই সঙ্গে রোমিও, মরকেশ ও বেন্নুবলের প্রবেশ।

রোমিও। ভাই, একটা মশাল দেও, তাই নিয়ে যাই,
মনটা বড় বিগ্‌ড়ে আছে ; নাচ্‌গাওনায় নাই।

মরকেশ। তাই তো বটে, সেঙ্গাৎ আমার ! সেটি হবে নাই,
ঘুঙ্ঘুর নূপুর পায়ে দিয়ে নাচন গাওন চাই ;—
এই দাড়ি গোঁপ মুকোস্ পরো—একতারা বাজাও

রো। না ভাই, সত্য বল্‌চি—বুকে পাথর যেন চাপা,
হাত পা যেন বাঁধা সব—এক পাও সচ্চে না।

মর। প্রেমমন্ত্রে সিদ্ধ তুমি কামের কর সাধনা,
মন্ত্র পড়ে ডানা নেড়ে উড়ে কেন যাও না ?

রো। প্রেমে অঙ্গ জরজর থরথর কাঁপে—
ডানায় ভর দিতে গেলে পড়ে যাবো পাঁকে।
কাণে কাণে ডুবে আছি, আরো দিলে চাপ,
তল্‌ইয়ে যাবো রসাতলে বন্দ হবে হাঁপ্।

মর। প্রেম কি এতো ভারি নাকি ? আমার ছিল জানা,
খুব হাল্‌কা পাত্‌লা প্রেম যেন পরাগ পানা।

রো। প্রেম কি কোমল ভাই ? ঠেকে শিখে জানি
যেমন কঠিন প্রেম নীরস তেমনি।
উৎকট প্রেমের রোগ ভুগেছে যে জন
সেই জানে প্রণয়ের কণ্টক কেমন।

মর। প্রেম যদি কড়া হয়—তুমিও কড়া হও,
কণ্টক ফুটায় প্রেম—তুমিও ফুটাও,
তা হলেই প্রেম জেনো হবে পরাজয়।—
দেও তো মুকোস্ একটা মুকটা ঢেকে নি।

(মুকোস্ পরণ)

আর কারে বা ভয়—মুখে মুক দিছি ঢাকা,
লজ্জা সরম্ ভরম্ যত এতেই পলাতকা।
যে যতো পারিস্ এখন তাকা আঁকা বাঁকা।

বেন্ব। এই যে ফটক্—ওহে শীগ্‌গির ঢুকে পড়ো,
ভিতরে ঢুকিয়ে পরে সবে হৈও জড়।

রো। ওহে, আমায় ছেড়ে দেও, কেনো গোবধ করো!
না হয়—এ বেশ ছেড়ে ভদ্রলোকের মত
যাচ্চি চলো একলা আমি—কিন্তু বাউলে সাজে
এমন করে পার্‌ব নাকো ভিতরে সেঁধুতে।
(বল্‌তে বল্‌তে ভিড়ের ঠেলায় ফটক পার)
ঈস্! এ যে ভারী ভিড়—এই বেলা যাই সরে।

মর। মাঝদরিয়া—বেগোন পাড়ি—বাতাস জোরে চলে,
মাঝির পোলা হাল্ ছেড়ে দে আল্লা আল্লা বলে।
প্রেম করেছো, ডুবজল দেখে এখন কেন ভয়?
পাতাল কত দূরে দেখো—বলো প্রেমের জয়।—
আ মলো যা, কি কচ্চে সব—জুড়ে দেয় না কেন?

রো। ভাই, মন কিছুতেই সর্‌চে না আমার।

মর। কেন, শুনি বলো, দেখি কারণটা কি তার?

রো। রেতে একটা স্বপন দেখে মনটা আছে ভার।

মর। স্বপন তো আমিও দেখেছি।

রো। কি স্বপন তোমার?

মর। স্বপন আবার কি? স্বপন তো ঝুটোই সব।

রো। না হে না, মিছে নয়, যদি নিশি ভোরে
স্বপ্ন দেখো নাক ডাকিয়ে আধা ঘুমের ঘোরে।

মর। কাল রাত্রে তবে তোমায় "খুদেগিন্নি" ধরে।

রো। যাও যাও, আর কাজ নি অতো রঙ্গ করে।

মর। না রোমিও, সত্যি বল্‌চি—আমার শোনা আছে
বড় বড় দাড়িওয়ালা মোল্লা কাজির কাছে।
বালখিল্য পরি একজাত থাকে মধ্যাকাশে;
রাত্রি দিন খেলা করে বাতাসে বাতাসে।

সন্ধ্যাকালে—ভোর-রেতে শিশির-ভেজা মাঠে—
কচি কচি ঘাসের উপর ডোরা ডোরা কেটে—
হাতে হাতে ধরাধরি দলে দলে মিশে
ঘুরে ঘুরে নৃত্য করা বড়ই ভাল বাসে।
আঙ্গুলের পর্ব্ব মত ক্ষুদে ক্ষুদে তারা,
কৌতুক করিতে ধরে কতই চেহারা।
কখনও বা কুঁড়ি ফুলের পোকাটি যেমন
ছল ক'রে দেখা দেয় তাহারি মতন,
কিম্বা ভুঁড়ে জমীদারের আংটি শোভাকর
চুলের মতন ক্ষুদে যেমন নামের অক্ষর,
তেম্‌নিধারা হয় কখনো!—কিম্বা এখনকার
বঙ্গবিবির সীঁথির যথা টিপের বাহার।
তাদের রাণী "খুদেগিন্নি" চড়ে দিব্য যান,
মশকের চৌঘুড়িতে চলে সে বিমান,
চাঁদের কিরণে তাদের হুস্কার বেষ্টন,
রথের কাটামো তাঁর আঁস্‌ফলের খোসা,
মাকড়্‌সার ঠ্যাঙ্গে চাকার পুঁটেগুলি খাসা,
গঙ্গাফড়িঙ্গের ডানা রথের ছাপ্পোর,
মাকড়্‌সাজালের সুতো ঘোড়া যোতা ডোর,
উইচিংড়ীর সুঁয়ো তার ঘোড়ার চাবুক ;—
কেমন বিমানখানি ভাবো হে ভাবুক!
"খুদেগিন্নি" হাসি খুসি বড় ভালবাসে,
রাত্রিকালে ঘুমন্ত লোকের কাছে আসে,
রথে চড়ে ঘুরে বেড়ায় নাকের ডগায়
নিদ্রিত অমনি কত স্বপ্ন দেখে তায়।
কখনো বা কুতূহলে ঘোর নিশি হ'লে
প্রেমপাগ্‌লা পুরুষ মেয়ে ভুলায় কত ছলে!
মগজে সুস্‌সুড়ি দিয়ে অঙ্গুলি বুলায়
অমি ছাদের প্রেমের স্বপ্নে তুফান্‌ বয়ে যায়!

ঘুমন্ত যুবতী কাছে কখনো বা গিয়ে
সকলে চুম্‌কুড়ি দেয় অধর ছুঁয়ায়ে,
সোহাগে তাদের মুখে আর কি ধরে হাসি,
সারা রাতই চুম্‌কুড়ির স্বপ্ন রাশি রাশি!
খোসামুদে বাবুদের হাঁটুতে কখন
উঠিয়ে সুস্‌সুড়ি দিয়ে দেখায় স্বপন,
তখনি দাঁড়ায়ে উঠে নমাজপড়া পারা
সেলাম্ কুর্ণীস্ কস্ত যুড়ে দেয় তারা।
কখনো আবার উকিল কৌন্‌সুলির হাতে,
ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে কুতু দেয় তাতে,
অম্নি তাদের পড়ে যায় তোড়া গোণার ধুম,
দাঁতকপাটি খানিক পরে যেম্‌নি ভাঙে ঘুম!
কখনও বা উমেদারের নাকের ডগায়
উঠে গিয়ে ধীরে ধীরে থাপ্পড় কসায়,
ঘুমের ঘোরে অম্নি তাদের স্বপ্নে লাগে গাঁদি—
জাইগীর খেলাৎ পদ সনদ উপাধি।
আবার কখনো গিয়ে অতি সাবধানে
গুরু পুরুৎ পূজরির টিকি ধরে টানে,
অম্নি তারা ধড়ফড়িয়ে কাছা দিয়ে উঠে
কেউ বা পুথি করে হাতে, কেউ বা বসে পাঠে,
কেউ বা ক'সে ঘণ্টা নাড়ে, নৈবিদ্দি সাজায়,
কেউ ফলারে বসে যায়, কেউ বসে পূজায়।
কখনও বা চুপি চুপি সেপাই সান্ত্রী কাছে
ঘাড়ে উঠে কুতু দিয়ে কাণের কাছে হাঁচে।
অম্নি তারা স্বপ্নে ছ্যাখে ফউজ্ নস্কর
দম্‌কুচ্ ছাউনি হল্লা ঘোড়ার দড়্‌বড়্
কাণে শোনে জয়ঢাক বাজে, বন্দুকে কাওয়াজ,
কেল্লাফতে গুড়ুম্ গুড়ুম্ কামানে আওয়াজ,
তাড়াতাড়ি উঠে বসে ঘাড়ে বুলোয় হাত
ছ্যাখে মুণ্ড আছে কি না হয়েছে নিপাত;

"সীতারাম" ক'রে করে আবার চিৎপাৎ।—
হবে বুঝি সেই পরিটা তোমায় ধরেছিল।

রো। আর্ কাজ্ নি চুপ কর্ ভাই, ঢের জ্যাটামি হলো,

মর। কেনো ভাই স্বপ্নেরই ত টীকে কচ্চি আমি।—
শোনো বলি স্বপ্নগুলো অসার চিন্তা খালি,
অলস চিত্তের শুধু ধূলি আবর্জ্জনা,
বাতাস হতেও শূন্য—চঞ্চল—অস্থির,
এই যা বহিছে দেখ উত্তর কেন্দ্রেতে
হিমানী মাখিয়া অঙ্গে, তখনি আবার
ক্রোধে অন্ধ, গোটাকত ফুৎকার ছাড়িয়া
আসি উপস্থিত হয় কুমেরু যেখানে
মাখিয়া শিশিরবিন্দু বহিতে হিল্লোলে।

বেন্ন। তাই ত হে—যে বাতাস, আমরাই বা উড়ি!—
ও দিকে যে আহারাদি শেষ হয়ে গেলো;
শেষটা কি শুধু পেটেই যাবে?

রো। সে কি হে,
এরি মধ্যে কি?—না, ভাই, মন সচ্চে না'ক।
মনে হচ্চে কি একটা দুর্ঘটনা যেন
ঘট্‌বেই ঘট্‌বেই আজ। তিথি লগ্ন কাল
দেখে মনে হয় মম, এ বসন্তোৎসব
হবে সাঙ্গ জীবনের সঙ্গেতে আমার।
এ হৃদয়তলে খেলে যে আয়ুতরঙ্গ
ফুরাবে অকালে তাহা—অপমৃত্যু শেষে
ঘৃণাকর। কিন্তু যিনি আমার এ দেহ-
তরণীর কর্ণধার, তিনিই আপনি
চালাবেন সুবাতাসে সে তরণী সদা।

মর। চলো হে মদ্দেরা—মন্দিরেয় লাগাও ঘা,—
বাজাও একতারা।

(মুখে তদনুকরণ এবং ঘুঙ্গুর নূপুর পায়ে দিয়ে সকলের নৃত্য ও গান)

(পরে সকলেই নিষ্ক্রান্ত।)

পঞ্চম দৃশ্য

কপলতের অন্দরমহল

কপলতপত্নী ও দাসীর প্রবেশ।

ক-পত্নী। ও বামা, খাওয়া দাওয়া ত শেষ হলো, এখন যেখানে বসে মেয়েরা গানবাজনা শুন্‌বে, সে জায়গাটা সাজানো কোজানো হ'তে কত দেরি, একবার দেখে আয় না।

দাসী। বিছানা টিছানা পেতে, মখমলের জাজিম্ বিছিয়ে, সব গোচ-গাচ্ ক'রে এই আমি আস্‌চি। কোনো কিছুতে কেউ যে খুঁত ধর্‌বে, তার যো-টি নেই। কারো ছেলেপিলে কাঁদ্‌লে মায় তাদের শোবার জায়গা পজ্জন্ত কোরে এসেছি।

ক-পত্নী। আর, ফুলের মালা ঝারাটারাগুলো ঝোলানো হয়েছে তো?

দাসী। ওগো, সব ঠিক্‌ঠাক্ হয়েছে,—সেখানে গেলে ফুলের বাসে গা-টা যেন এলিয়ে পড়ে।

ক-পত্নী। আতর্‌দান্, গোলাপপাস্, সেণ্টবোতল ও পাফুমের আস্‌বাবগুলো কেতামত সব রাখা হয়েছে তো?

দাসী। মা ঠাক্‌রুণ, কিছু ভাব্‌তে হবে না—যার যা দরকার, কোনো জিনিস্‌টিই ফাঁক্ পড়েনি।

ক-পত্নী। পান জল খাবার আস্‌বাব, রূপোর বাটাবাটী গেলাস্ সর্‌পোস্, ডিপে ডাবরগুলো ভুলিস্ নে তো। সহরের বড় বড় ঘরের মেয়েরা আস্‌তে কেউ আর বাকি নেই,—দেখিস্, কেউ যেন নিন্দেবান্দা করে না।

দাসী। মা ঠাক্‌রুণ, কিছু ভেবো না; বামী কখনো হিঁজিপিঁজি লোকের বাড়ীতে চাক্‌রাণীগিরি করে নি,—আর এই বাড়ীতেই আমি যে বুড়্‌ইয়ে গেনু—আমাকে কি আর ও সব শিকুতে হবে, না বল্‌তে হবে? —ওগো, আমি খোড়্‌কেগাছটি পজ্জন্ত ভুলি নি; যেখানকার যিটি, সব ঠিক্‌ঠাক্ আছে, দু পা কাকেও নড়্‌তে হবে না।

ক-পত্নী। কোনো কিছুতে যদি এক চুলের তফাৎ হয়, তো টের্ পাবি।—ও সুবাস্, সুতার্, সুভাষ—তোরা সব কোথা গো, গান বাজনা

কি শুন্‌বি নে,—আর ওখানে কেন?—যাও না মা, সবাইকে সঙ্গে করে নিয়ে তোমাদের জায়গায় যাও না।—বাহিরের চকের পূবের বারাণ্ডায় মেয়েদের বৈঠক হয়েছে।

নেপথ্যে। যাই—গো—যাই।

স্থবাস, স্থতার, স্থভাষ প্রভৃতি পুরস্ত্রী ও দাসীগণের প্রবেশ।

স্থতার। মা, এই চল্লুম।—আয় লো আয় সব আয়।

(অভ্যাগত মহিলাগণের প্রতি)

এসো বোন এসো, এসো মা এসো, এসো এসো ন-পাড়ার বৌ এসো;—রাঙ্গা খুড়ী কোথায় গো—এসো না; এই যে এ দিকে পথ।

(ক্রমে সকলে নিষ্ক্রান্ত।)

কপলত-জননীর প্রবেশ।

ক-পত্নী। মা, তুমি জুলিকে নিয়ে মেয়ে-বৈঠকে যাও, আমার হাতে এখনো ঢের্ কাজ, আমি যেতে পাচ্চি নে—তুমি গিয়ে সব দেখাশোনা আদর অপেক্ষা করো—যে যেমন, দেখো, মা, কারো যেন যত্নের ক্রুটি হয় না।

(নিষ্ক্রান্ত।)

একটি পর্দ্দা পতন ও সেই সঙ্গে অন্য একটি উত্তোলন।

স্ত্রীলোকদের বৈঠক। তড়িদ্দামিনী, নিশিযামিনী, স্থতার, সোহাগ, স্থভাষ প্রভৃতি।

তড়িদ্দামিনী। ও সোহাগ্, বলি, বড় বাহার যে—বাসন্তী রঙ্গের ওড়্না বড় উড়িয়েছ!

সো। বটে বটে, আমার ত আর অমন নিটোল্ চোস্ত ফিট্‌কট (Fitcut) জ্যাকেট্ নেই, আর তার বয়েসই বা কই? আমাদের এখন ওড়্না চাদর ঢাকাঢুকিই ভালো।

কাঞ্চনমালা। আর অমন পকেট্‌ঘড়ি, ঘড়ির চেনের বাহারই বা কার?—সোহাগ্, সে কথাটাও বলিস্।

তড়িদ্দামিনী। সত্যিই তো, তোরা এ ফ্যাসন্ পাবি কোথা, এ হালি আম্‌দানি, হঠাৎ বাবু হুতুম্‌হাঁদা বাবুদের ফ্যাসন্।

কাঞ্চন। তবেঁ আর সাম্‌লা গাম্‌লাটা বাকি থাকে কেনো? সেইটে হলেই তো ঠিক উকীল এটর্ণীদের সাজ্ হয়।—আর দশ টাকা কামাতেও

পারো, মিন্‌সেগুলোকে অতো নাকানি চুবুনি খেতে হয় না, ঘরে বসেই ছুটি ছুটি খেতে পায়।

সোহাগ। আর তার সঙ্গে চোগা চস্‌মা—তা হলেই চূড়ন্ত হয়,—মজ্‌লিস দর্‌বার্‌ পর্য্যন্ত ফেরা ঘোরা চলে—

তড়িদ্দামিনী। তা মিছে কি? তা হ'লে তো আর তোদের মতন দু'বুড়ি চার বুড়ি গয়নাগাঁটি পরে বসে থাক্‌তে হয় না। দু'পা চল্‌বার যো নেই, পা ফেল্লিই ঝমর্‌ ঝমর্‌ ঝম্‌—পাড়া শুদ্ধ চম্‌কে ওঠে।

কাঞ্চন। তা গয়না যদি না পর্‌বে—জ্যাকেট্‌ সেমিজ্‌ গায়ে দেবে, ঘড়ির চেন্‌ পকেটে ঝোলাবে, তবে এখানে কেন? ঐ মিন্সেদের মজ্‌লিসে মিশলেই তো হয়।—নিশি, তুই কি বলিস্‌; তুই যে একটি কথাও কচ্চিস্‌ নে।

নিশিযামিনী। আমি আর কি কথা কবো? আমার জ্যাকেট্‌ শেমিজও নাই, আর গয়নাগাঁটিও নাই।

সোহাগ। ক্যান্‌ লো—তোর ভাতারকে বল্‌তে পারিস্‌ নে; সে মিন্‌সেরই বা কি আক্কেল, এ কালে কতো রকম রকম হয়েছে, তার দশখানা তোকে দিতে পারে না।

নিশি। দিদি, তোমার ঐ ছ্যাখন্‌বাহার হারছড়াতে কত পড়েছে?

সোহাগ। কি এমন পড়েছে, হাজার দেড়েক কি দু হাজারই হবে।

নিশি। (দীর্ঘ নিশ্বাস)—তা বোন্‌, আমার তিনি কোথা পাবেন?

সুভাষ। ঐ জুলি আস্‌চে।

(সকলের সেই দিকে দৃষ্টি)

কপলত-জননী ও জুলিয়েতের প্রবেশ।

তড়িদ্দামিনী। ও ঠান্‌দিদি, তুমি যে এখানে রাত জাগ্‌তে এয়েছ? ছুটো গান্‌ শিখ্‌বে না কি?

ক-জননী। আর বোন্‌, গান শেখবার কি আর দিন আছে।—না ভাই, আমি জুলির পাহারা, ওর মা আস্‌তে পাল্লে না, তাই আমি এসেছি।

তড়ি। জুলি কি কচি খুকি, যে কেউ ওর কোমর্‌পাটা কেটে নেবে, না ওর কোনো বাইটাই হয়েছে, ছট্‌কে পালাবে? তা ঠান্‌দিদি, তাই যদি হয়, তুমি কি ওকে আট্‌কাতে পার্‌বে?

ক-জননী। আট্‌কাবো আর কি? আজকাল যে দিন পড়েচে।—কে লো—তড়িদ্দামিনী না কি?—না ভাই, বেশ সাজ্‌ হয়েছে।—এখন ঘোড়ায় ওঠো।

তড়ি। ঠান্‌দিদি, তা ভেবেচো কি ঘোড়ায় উঠবো না।

ক-জননী। উঠ্‌বে বই কি দিদি, ঘোড়ায় কি, বেদেদের দড়ায় উঠবে, বাঁশবাজি কর্‌বে, ডিগ্‌বাজি খাবে, আরো কত কি কর্‌বে।

সকলে। ঠান্‌দিদি বেশ বলেচে—বেশ বলেচে।

নিশি। (জনান্তিকে) দেখ্‌লি ভাই, সেকেলে লোক।

ক-জননী। ও মা, বলে কি!—ঘোড়ায় চড়্‌বে? যে দেশের ব্যাটাছেলেরাই ঘোড়ায় চড়তে গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়, সে দেশের মেয়েরা ঘোড়ায় চড়্‌বে? ধন্যি দেশের মেয়ে। তা আমাদের আর দেখতে হবে না।

তড়ি। ঠান্‌দিদি গো, যাই ভাবো না, মন্‌কে সেটা ঠার্‌,
দেখবে মেয়ে চড়্‌বে ঘোড়ায়—কদ্দিন সে আর।

(যবনিকা পতন, অন্য দিকে যবনিকা উত্থিত।)

নিমন্ত্রিত, অভ্যাগত ব্যক্তিদিগের প্রবেশ।

কপলত। আসতে আজ্ঞা হয়—আসুন আসুন; এই যে এ দিকে স্থান আছে। আসুন সকলে, ভাল হয়ে বসুন।—উঃ, কি গ্রীষ্মই আজ।—ওরে ব্যাটারা, তোরা কি কচ্চিস্‌, এদিক্‌কার এই দেয়ালগিরিগুলো জ্বেলে দে না।—টানো—জোরে টানো, ব্যাটারা দড়িতে হাত দিয়েচে কি অম্‌নি মরেচে। টান্‌ জোরে টান্‌।

ঐক্যতানবাদক ও বাউলের দলের প্রবেশ।

সরো—সরো, পথ ছাড়ো—এঁদের আস্‌তে দেও;—আসর যোড়া ক'রো না।—(স্বগত)—হায়, এককালে আমিও বাউল সেজে কত নেচেছি, এখন আর সে দিন কোথা!—গেছে—গেছে—সব ফুরিয়েচে। (প্রকাশ্যে)—এসো এসো, দাদা এসো। (জনৈক আগন্তুকের প্রতি)—ক্যামন্‌ দাদা, মনে পড়ে কি? এককালে কত আমোদই করা গ্যাছে। সেই শেষ বারের কথাটা মনে আছে কি? বলো দেখি—সে কদ্দিন হলো?

আগন্তুক। হরি হরি, সে আজ কি—৩০ বছরের কম তো নয়।

কপ। আরে বলো কি,—না না—অতো হবে না। সে তো সেই কমলকিশোরের বের্ বছর, হদ্দ পঁচিশ হবে।

আগন্তুক। পঁচিশ কি হে—বেশী—বেশী। এই তার ছেলেরই যে পঁচিশ পেরিয়ে গেছে, তিরিশের কম নয়!

কপ। কি বল্‌চো হে?—এই দু বছর বই ত নয় তার ছেলের ওছিয়তি আমাদের হাত থেকে গেছে।

(ঐক্যতান বাদন ও বাউলের নৃত্যগীত)

পরে সকলে নিষ্ক্রান্ত।

(বৈঠকখানার পার্শ্বের কামরা।)

রোমিও ও একজন পরিচারকের প্রবেশ।

রো। ওহে, এ বাড়ীটি কত দিনের—ভারী ত জম্‌কালো বাড়ী

পরিচারক। তা আমি বল্‌তে পার্‌বো না, মোশয়।

রো। (স্বগত)—আহা কি সুন্দর!—কিবা গঠনপ্রণালী;
উন্নত প্রশস্ত কিবা গৃহ-পরিমাণ!
স্তম্ভগুলি সারি সারি উঠেছে কেমন!
সরল শালের প্রায়; চিত্রিত বিচিত্র
কারুকার্য্যে স্কন্ধদেশ কিবা মনোহর!
প্রাচীর-শরীরে আঁকা মাণিক-হীরকে
লতা পাতা ফল পুষ্প সুরুচি সুখদ।
বাহিরে অন্তর হ'তে কি শোভা দেখিতে—
শূন্যে যেন চিত্রপট ভাসিছে কিরণে!
বিভাবরীকালে চন্দ্রকিরণে যখন
ভাসে অট্টালিকা-দেহ, মনে হয় যেন
কোনো যক্ষালয় কিম্বা পরি-নিকেতন!

তৈবলের প্রবেশ।

তৈবল। এ কি! এ কার গলা? কণ্ঠস্বর শুনে
মনে যেন হয় কোনো মন্তাগো-সন্তান।
কে আছিস্ রে, তরবারি এনে দে তো মোর।
এতো স্পর্দ্ধা এতো তেজ এতই সাহস
ছদ্ম বেশে এ পুরীতে করেছে প্রবেশ,
আমাদের রীতিনীতি পদ্ধতি ঠেলিয়া!
বাক্‌ছল বিদ্রূপ কৌতুক পরিহাস
বাসনা মানসে ধরি।—মন্তাগোর বংশ
যদি কেউ হোস্ তুই, তোর রক্ত দেখিবই আজ,
নিন্দা নাহি তায়,—নাহি পাতকের লেশ।
কে আছিস্ রে—তোর মৃত্যু মোর হস্তে লেখা।

(ভৃত্য কর্তৃক তরবারি আনয়ন ও হস্তে প্রদান।)

কপলতের প্রবেশ।

কপ। কি হে, এত রাগ কেন?

তৈ। দেখুন, মহাশয়,
কি আস্পদ্দা! ব্যাটা এক জঘন্য অন্ত্যজ
মন্তাগোবংশজ হেয়,—ব্যাটা কি না হেথা
চিরশক্রপুরে দম্ভে করেছে প্রবেশ
বিদ্রূপিতে আজিকার নিশির উৎসব।

ক। এ যুবা রোমিও না?

তৈ। এ সেই ছুঁচোই ত।

ক। ওহে, ও তৈবল, ক্ষান্ত হও—যাক্ যেতে দেও।
ওর চালচলন তো দেখচি মন্দ নয়।
সত্য কথা বল্‌তেই কি—বরণা ভিতরে,
গুণের বাখান ওর শুনি সর্ব্ব ঠাঁই!
এ হেন যুবায় (পাইলেও বরণার
সমুহ বৈভব অর্থ) নারিব হিংসিতে।
সাবধান, কেহ এর অনিষ্ট ক'রো না।

আনন্দ-উৎসব-দিনে পালন উচিত
সাধু আচরণ সদা।

তৈ। এরি যোগ্য বটে
সে ভদ্রতা!—আমার হবে না সহ্য তাহা।

ক। তুই ত ভারী বে-আদব্।

তৈ। যাই বলুন, আমি
কখনও তা পারব না—কখনই না।

ক। তৈবল, আবার—ফের? চুপ কল্লি!—দ্যাখ্
আমি বল্‌চি আমার হুকুম মান্‌তেই সে হবে।
এ বাড়ী আমার জানিস্—আমি কর্ত্তা এর।
বরদাস্ত কর্ত্তেই হবে;—কি? তুই তা পার্‌বি না?
তবে কি হাতাহাতি কর্‌বি নাকি?—হতভাগা!
বরদাস্ত হবে না!—বটেই তো! রক্তারক্তি হোক্,
তা হ'লে আর পায় কে তোকে?—

তৈবল। খুড়ো! হলে কি গো?
এ ভারী লজ্জার কথা।

কপলত। ফের্ বেল্লিক্—ফের্!
তুই ত বড় বেহায়া?—অ্যাঁ, তুই হলি কি রে?
এ নয় সুধারা তোর—অবাধ্য দুর্ম্মতি,
পাবি ফল হাতে হাতে জানিস্ নিশ্চয়!
আমার কথায় চোপ্‌রা—সম্মুখে দাঁড়ায়ে?
কালধর্ম্ম বটে তা এ,—তোর দোষই কি!
ভাল চাস্ তো এখনো যা—চুপ্ করে থাক্।

(নিষ্ক্রান্ত।)

তৈবল। খরতর বহে মম ক্রোধের সরিৎ,
ইচ্ছা বিপরীত তায়—ধৈর্য্য অবরোধ!
দুই দিকে দুই স্রোতে শরীর কাঁপায়,
এ স্থান ছাড়াই ভাল;—কিন্তু বিষময়
হবে এই অনাহূত শত্রুর উদয়! (নিষ্ক্রান্ত।)

(যবনিকা পতন—অন্য দিকে যবনিকা উত্তোলিত)

নৃত্যগীতের স্থান।

পরিচারকদ্বয়ের প্রবেশ।

১ম পরিচারক। ওরে, সে মুদোপেটা শালা কোথা গেল র‍্যা? সবই কি একলা আমাকে কত্তে হবে না কি?—হ্যাঁ। সে আবার একটা কাজে হাত দেবে। শালা,—ফফর্ দালালিতে খুব।

২য় পরি। ও কি হে, ভদ্দর কথা কও,—ভদ্দরনোকের চাকোর, নোকে শুন্‌লে বলবে কি?

১ম পরি। ঐ ম্যাজ কেদেরাগুলো ওখান থেকে সরা তো ভাই, বাওলেরা নাচ্‌বে, একটু জায়গা ফাঁক রাখা চাই।—দ্যাখ্, তোর জন্যে আমি দুখানা পাতের দুটো মাছের মুড়ো সরিয়ে রেখেছি। আর মাঝখান থেকে অম্‌নি আর একটা কাজ সেরে আসিস্। দরওয়ানজীকে বলিস্ যে সুকি আর বিদু এলে যেন পথ ছেড়ে দেয়।—ও রামা, ও জগা, ও মান্‌কে, কোথা গেলি রে—সব, একবার হেথা আয় না।

২য় পরি। ওহে, তোমাকে কে একজন খুজ্‌চ্চে—ঐ ওদিক্কার বারাণ্ডায়। লোকটা ভদ্দর নোক গোচ,—অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

১ম পরি। এখন কোন্ দিক্ রাখি বল্।—হেথা একবার—সেথা একবার করে করে দম বেরুলো যে।—ভ্যালা মন্দ সব এই ত হয়েছে, এইবার পায়ের ওপর পা দিয়ে ব'সে গুড়ুক ফোঁকো আর কি।

কপলতের প্রবেশ।

কপ। (অনুচরদিগের প্রতি)—ভ্যালা মোর ভাই সব—হাত চালিয়ে নে।

(নিষ্ক্রান্ত।)

(ঐক্যতান বাদন ও বাউলের দলের সকলকার স্ব স্ব স্থান গ্রহণ।)

(প্রথম ঐক্যতান বাদন,—তার পর বাউলদের নাচ গান; পরে সকলে নিষ্ক্রান্ত।)

সপ্তম দৃশ্য

(বাহির ও অন্দর বাটীর সংযোজক বারাণ্ডা—লণ্ঠনে ক্ষীণ আলোক)

রো। আহা! কিবা দেখিলাম, রূপ ত সে নয়!
রূপে যেন সে মণ্ডল আলো করে আছে!

নিশির শ্রবণে যথা কিরণের দুল্
কিম্বা শ্যামাঙ্গীর কর্ণে স্বর্ণের কুণ্ডল
শোভাকর—তেমতি সে রমণীও
রমণীমণ্ডলে শোভা করে। আহা সেই
ধরণী-দুর্লভ রূপ নরভোগ্য নয়!
তুষারধবল দেহ কপোতী যেমন
দেখা দিলে কাকীদলে, তেমতি সে নারী
শোভা ধরে সঙ্গিনী কামিনীদল মাঝে!
থাকি এইখানে আমি আরো ক্ষণকাল
চেয়ে আশাপথ পানে—দৈবে সে যদ্যপি
আসে এই পথ দিয়া, লভিব সাক্ষাৎ।
হবে কি সৌভাগ্য হেন,—দেখি কিবা ঘটে।
প্রেম যে এমন, আগে জানি নি ত তাহা?
হৃদয়! কখনো আগে চিনেছ কি প্রেম?
হে নেত্র, করিয়া সত্য বল সত্য করি
সৌন্দর্য্য কখনো পূর্ব্বে দেখেছিলে কভু।

(কিঞ্চিৎ পরিক্রমণ ও অগ্রসর হওন)

জুলিয়েতের প্রবেশ।

রোমিও কর্ত্তৃক তাঁহার হস্তধারণ।

রো। ধনি,

রূপের মন্দির এই ইহারে ছুঁইতে নেই
ছুঁয়ে যদি অকস্মাৎ হয়ে থাকি পাপী।
ক্ষম অধমের দোষ যে ইচ্ছা প্রকাশো রোষ
অধরে দণ্ডিয়া চিত্তে কর অনুতাপী॥

জু। ক'রে পাতকের ভাণ করে করো অপমান,
করে অর্ঘ্য পুষ্পাঞ্জলি ধরে।
করে ধুয়ে পুঁছে নিয়ে করে গঙ্গোদক দিয়ে
দেবের মন্দির শুচি করে॥

রো। করস্পর্শে শুচি করে ভাল শিখিলাম, পরে
বলো তবে কি দোষ অধরে?

জু। নর নারী ওষ্ঠাধরে দোষ গুণ দুই-ই ধরে
নির্দ্দোষ অধর—ওষ্ঠ স্তুতি যবে করে।

রো। দেবীরূপা তুমি ধনী তুমি রমণীর মণি
হেরো এ অধর মম তব স্তুতি করে!

জু। এ তো মোর কথা নয়, এ স্তবে কলুষ হয়;
পথ ছাড়ো—সরো সরো—সরো যাই সরে।

রো। থাকো ধনী ক্ষণ আর দেখিয়ে ও রূপ সার
হৃদয় ভরিয়া লই পূরিয়া অন্তরে।

জু। কি জানি কি হবে দোষ না করো না করো রোষ
এখনি আসিবে কেহ পালাবো কি ক'রে!—
পথ ছাড়ো—সরো সরো—সরো যাই সরে।

রো। একান্তই রূপনদী অন্তরে সরিবে যদি
ছোঁয়াইয়া যাও তবে অধরে অধরে।

(অধরস্পর্শ)

জু। ধর্ম্ম সাক্ষী—হ'লে নাথ।

রো। সত্য সত্য তাই,
যত দিন নহে মম এ দেহ নিপাত।

ধাইয়ের প্রবেশ।

ধাই। জুলিয়ে, তোমার মা ডাক্‌চে।

রো। কে ডাক্‌চে?

ধাই। ওঁর মা;—এ বাড়ীর গিন্নি।—কেও পারশ?—ভাল ভাল। অহে, এখনো একটা জলপাত্র যোটাতে পাল্লে না।—দ্যাখো, একে যদি হাত কত্তে পারো। আমি কে তা জানো?—আমি এই জুলিয়ের ধাই—ওকে মানুষ করেছি। এতক্ষণ মজ্‌লিসে ওরই কথা বলাবলি হচ্ছিল। একটা কথা কানে কানে বলি (কানের কাছে)—এর মাবাপের ঢের টাকাকড়ি—এও যার—সেও তার।

রো। ইনি কপ্‌লতকন্যা!—(স্বগত) দিতে হলো শেষ
শত্রুহস্তে জীবনের হিসেব নিকেশ।

বেন্বলের প্রবেশ।

বেন্ব। এই যে—সরে পড়ো, সময় হয়েছে।

রো। আমিও জেনেছি মনে সময় হয়েছে,
আমারও হৃদয়ে তাই এ বেগ ছুটেছে।

(জুলিয়েত এবং ধাত্রী ছাড়া আর সকলে নিষ্ক্রান্ত)

জু। ধাই মা, এ দিকে এসো,—কে উনি গা ?

ধা। উনি ত পারশ—রাজার মাস্‌তুতো ভাই।

জু। ও কেন পারশ হবে—কি বল্‌চো ধাই তুমি ? এ আলোতে ভালো বুঝি চিন্‌তে পারো নাই।

ধা। ও মা কি বলে গা, পারশকে কি চিনি না, চোখের মাতা খেয়েছি কি, বলিস্‌ কি জুলিয়ে ?

জুলিও। না, ধাই মা,—বালাই বালাই!—আমি কি তা বল্‌চি, তবে কি না, এ আলোটা তত ভাল নয়—

ধাই। ওগো, বেশ ক'রে দেখেছি আমি—বেশ ক'রে।

জু। বেশ তো, ধাই, একটিবার জিগ্‌গুসে আয় না।

ধাই। বাপ্‌ রে বাপ্‌—কি মেয়ে গা ? সন্দ আর এঁর যায় না। (যেতে যেতে স্বগত)

না হয় একটু ঝাপ্‌সা দেখি—জলই না হয় সরে,
এ বয়েসে কার চখই বা হীরে ঝক্‌ ঝক্‌ করে ?
ওঁদের যেমন—

(নিষ্ক্রান্ত)

জু। কি সংবাদ্‌ই আনে ধাই!—স্থির হ না মন।

ধাত্রীর পুনঃ প্রবেশ।

ধা। না, বাছা, তোর কথাই ঠিক্‌—পারশ ইনি নন্‌,
রোমিও ইহার নাম মন্তাগো-নন্দন—
চির শত্রু তোমাদের!

জু। এ কি হলো, হায়!
প্রথম আমার এই প্রণয় সঞ্চার,
সে প্রেম সঁপিনু কি না শত্রুরে আমার'।

চিনিবার আগে আঁখি হরিল অন্তর,
আগে গলে প'রে ফাঁসি পরে চিনি তায়
এ কি বিপরীত প্রেম অদৃষ্টের ফেরে।
হিংসার ভাজন যেবা প্রেমে ভক্তি তারে।

ধা। এ আবার কি— এ আবার কি?

জু। না ধাই, ও কিছু না।—
পথে যেতে কারো কাছে শোলোক শিখিছি,
পড়ে পড়ে তাই সেটা মুখস্ত কত্তিচি।

নেপথ্যে।—ও জুলিয়ে, জুলিয়ে গো।

ধাই। যায় গো যায়।—
(জুলিয়েতের প্রতি) আয় গো মা, আয়, যাই।

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(কপলতের উদ্যান—প্রাচীরের ধারে এক সুঁড়ি পথ।)

রোমিওর প্রবেশ।

রো। ফেরো দেহ, পারিবে না ছেড়ে যেতে প্রাণ—
এইখানে, খোঁজ সেই হৃদয়-পুত্তলি।

(প্রাচীর লঙ্ঘন)

বেন্বল এবং মরকেশের প্রবেশ।

বেন্ব। ও রোমিও!—কোথা হে? কোন্ দিকে পালালো?

মর। সে বড় সেয়ানা ছেলে—ঘরে গেছে চলে।

বেন্ব। আমি কিন্তু দেখেছি, সে এই দিকে ছুটেছে। পাঁচীল টপকে গেলো না কি—বাগানে বা তবে? মরকেশ, ডাক্ না, ভাই।

মরকেশ। রও তবে, অম্নি হবে না,
মন্তর পড়ে ডাকি।—ও রোমিও হতভাগা

ও খেপা উন্মাদ, ওরে বায়ুপিত্তিকফ,
কোথা মত্তে গেলি—আর একবার দেখা দে।
নয় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানান দে।
একবারটি না হয় বল্—উঃ উঃ প্রাণ যায়,
না হয় বল্—হা পিরীতি সুধার বোতল্।
না হয় সেই কাণা-চকো ঠাকুরটির কুচ্ছ ছুটো গা;
যিনি খুঁজে খুঁজে আর কাকেও না পেয়ে
জেলের মেয়েটাকে নেলান্ পরাশর ঋষিটা।
কই হে কিছু হচ্চে না যে, নড়েও না ত কেউ?
তবে সেটা ম'লো না কি ক'রে—"খেউ খেউ"?
এবার্ রসো আর একটা মন্ত্র তবে ঝাড়ি,
ফিরবে এতে গিয়েও যদি থাকে যমের বাড়ী।
হ্যা ছ্যাক্ তোকে তার দিব্বি—সেই যার মাথায় চূড়ো
সেই উচ্‌কপালী, ভাঁটাচোখী, গায়ে শাদা গুঁড়ো
সেই বেগ্‌নিরঙ্গা ঠোঁটের দিব্বি—একবার দেখা দে,
না দিস্ তো তোর্ সেটাকে যম্‌কে ডেকে দে।

বেন্থু। অতো কড়া নয় হে—শুন্‌তে পায় ত ভারী চট্‌বে।

মর। এতে সে চট্‌বে না হে—চট্‌তো তবে খাঁটি
যদি কেউ গণ্ডী কেটে হাত কত্তো তায়!
মন্দও তো এমন কিছু বলিনে তাকে, তার
ভালই তো বল্‌চি আরো—ওহে, রোমো সমজদার?

বেন্থু। ছ্যাখো—নিশ্চয়ই সে আছে এই বাগানে লুকিয়ে
তা দিব্বি মিলে গেছে,—কাণা যেমন কাম,
তেমনিই ভিদ্‌ভিদে রাত্—স্যাঁৎসেঁতে বাগান।

মর। কাম যদি কাণা তার মিছে ধনুক টানা,
তার্ তাগ্ তো ঠিক হয় না—
ও রোমিও, আজ্ রাতটে বিদেয় তবে হই,
মেঠো মড়া হয়ে কেনো হেথা পড়ে রই,
ঘরে গে গরম্ হইগে;—বেন্থু, তোরও ত্যারা সই,
না থাক্‌বি হেথা?—

বেন্ব। চলো যাই,—আমিই কেন রই ;—
সে তো দেখা দেবে না—মিছে তার সাধনা।
(নিষ্ক্রান্ত)

দ্বিতীয় দৃশ্য

কপলতের উদ্যান

রোমিওর প্রবেশ।

রো। অঙ্গে যার অস্ত্রাঘাত হয়নি কখন,
হাসে সেই, ক্ষত চিহ্ন করি দরশন।

বাগানবাটীর উপরের তলের এক বাতায়নপথে জুলিয়েতের প্রবেশ।

কিসের ও আলো—অই বাতায়ন পথে!
অহো! পূর্ব্বাসার অই, জুলিয়ে তাহায়
জ্বলে দিক্ আলো করি—রূপের মিহির।
ওঠো অংশুমালী মম, নাশো নিশানাথে,
এখনি সে পাণ্ডুবর্ণ করেছে ধারণ
রূপের হিংসায় তব—ক্লিষ্ট শোভাহীন।
ও শশী কি লাবণ্যের উপমা তোমার,
শরতের জ্যোৎস্নাছটা নখে ঝরে যার!
আমার হৃদয়রাজ্যে তুমিই ঈশ্বরী।
হায়, প্রিয়ে জানিতে তা যদি!—কি বল্‌চে না?
কই কিছুই ত না!—নাই হোক্ যেন,
চখে চখে কখনো তো কথা কওয়া যায়,
আমিও উত্তর দিব নেত্রের ভাষায়।
বড় দুঃসাহসী আমি, আমায় সম্ভাষি
বলে না তো কোনো কথা নয়ন তাহার!
আহা, কিবা চক্ষু দুটি, মরি কি উজ্জ্বল!
আকাশের তারা যেন যাবে অন্য স্থানে
তাই ও দুটিরে ডাকে—হেথা এসে বসো,
ধরো জ্যোতিঃ কিছুক্ষণ আমাদের হ'য়ে

যে অবধি না ফিরি আমরা। কিন্তু তারা
নেমে এসে বসে যদি অই গণ্ড পাশে,
দেখায়—যেমতি দীপ দিবার আলোকে।
এ নক্ষত্র দুটি যদি অন্তরীক্ষে উঠি
জ্যোতিঃ প্রকাশিয়া বসে আকাশের মাঝে,
এ হেন উজ্জ্বল আলো ধরে নভোদেশ
সমূহ জগতময় বিহঙ্গ সকল
কাকলি করিয়া উঠে—দিন হলো ভেবে।
অহো! হেলিয়াছে কিবা করতলে রাখি
সুন্দর কপোলখানি, হেরে ইচ্ছা হয়
অঞ্চল হইয়া থাকি করে জড়াইয়া
সুগণ্ড পরশে হই সুখী।

জুলি। হা, কপাল!

রো। অই যে কি বল্‌চে না?
হে অমরি, বলো ফিরে, শুনি অই বাণী,
যুড়াক্ শ্রবণ সুধা-বর্ষণে আবার।
অলকাবাসিনী তুমি; উর্দ্ধেও তেমনি
বিরাজিছ এবে মম শিরসি উপরে।
এ রজনী শোভাময়ী হয়েছে তেমতি
শোভা ধরে যথা যবে কোনো ব্যোমচারী,
চলে শূন্যে ঘনপৃষ্ঠে পদ বিক্ষেপিয়া,
দ্বিধা করি বায়ু-স্তর, মর্ত্তবাসিগণ
বিস্ময়ে প্লাবিত চিত্ত চাহে শূন্যপথে।

জু। হা, রোমিও। রোমিও তোমার নাম কেন?
বলো হে, ও নাম নয় তব,—নহ তুমি
বিপক্ষতনয়।—তাও যদি নাহি বলো,
বলো হে আমার তুমি—আর কারো নও।
তা হলে এখনি আমি করি প্রত্যাখ্যান
পিতা, পিতৃকুল আর আমারো এ নাম।

রো। (স্বগত) আরো কি শুন্‌বো, না, এখনই কথা কবো?

জু। নাম(ই) তোমার শুধু বিরোধী আমার ;
তুমি যা তুমিই আছ—তুমি কিছু আর
মন্তাগোকুলের কিম্বা অন্য কারো নও।
হলো বা রোমিও নাম ক্ষতি কিবা তায় ?
নাম কিছু হাত নয়, নয় নেত্র মুখ,
মানুষ মানুষ যাতে কিছু তার নয় ;
যে নাম সে নামে কেন ডাকো না গোলাপে
গোলাপের মিষ্ট গন্ধ গোলাপেই থাকে!
তেমতি রোমিও যা, তা থাকিবে রোমিও
যে নামেই ডাকো তারে ; তাঁহার গরিমা
ধারে না সে কোনো ধার নামের তাঁহার।—
হা, রোমিও! ও নামটি শুধু পরিহর
তার বিনিময়ে মোরে আপনার কর!

রো। তাই সই, অই বাক্য শিরোধার্য্য মম,
এখন হইতে আমি রোমিও সে নই,
প্রিয় ব'লে ডাকো শুধু—সেই নামই রাখো।

জু। কে হে তুমি, রজনীর তিমিরে লুকায়ে,
আমার প্রাণের কথা করিছ শ্রবণ ?

রো। নাম ধ'রে পরিচয় দিতে ত পারি না।
যে নাম আমার, ধনি, শত্রু সে তোমার,
তখন ছিঁড়ব তায়, কভু যদি লিখি।

জু। সত্য বলো কোন্ পথে এসেছ এখানে ?
এসেছ বা কি মানসে ? উদ্যান-প্রাচীর
অতি উচ্চ, তুচ্ছ নহে, কিরূপে লঙ্ঘিলে ?
এ স্থান সঙ্কটপূর্ণ একান্ত তোমার,
হেথা কেন এলে ? জ্ঞাতি মম কেহ
দেখে যদি, সর্ব্বনাশ হইবে এখনি।

রো। প্রণয়-পাখার ভরে লঙ্ঘেছি প্রাচীর,
পাষাণ-প্রাচীরে প্রেম রোধিতে কি পারে ?
অসাধ্য প্রেমের নাই, সংকল্প সাধনে

বিপদে না করে ভয়, না ডরে শমনে,—
তোমার স্বজনে বাধা কি দিবে আমায়।

জু। কেনো হেথা এলে, হায়, তারা যদি কেহ
দেখে তবে এখনি যে পরাণে বধিবে।

রো। তার চেয়ে শত গুণ বিপদ, সুন্দরি,
অপাঙ্গলহরে তব; বিংশতি কৃপাণ
তাহাদের করে নহে তত বিঘ্নকর,
যে অনিষ্ট ধনি, তব কটাক্ষের বিষে।
এক বিন্দু সুধা, হায়, ক্ষরে যদি তায়,
তাহাদের সে শত্রুতা মনেও না গণি।

জু। হে ভগবান, যেন এখানে উঁহাকে
কেহই না দেখে তারা—না আসে নিকটে।

রো। রজনীর অন্ধকার ঢেকেছে আমায়
সে সবার দৃষ্টি হতে। কিন্তু তাহাদের
হাতেও মরণ ভাল, তবু ইচ্ছা নয়
বিহনে প্রণয় তব পরাণে বাঁচিতে।

জু। এখানে আসিতে পথ কে দেখায়ে দিল?

রো। প্রণয়ই মন্ত্রণা দিয়ে এনেছে হেথায়।
নহি আমি সুনাবিক, কিন্তু সুলোচনে,
থাকো যদি পৃথিবীর শেষের সীমায়
সেখানেও যেতে পারি এ রত্ন লভিতে।

জু। যামিনীর অন্ধকারে ঢেকেছে বদন,
না পাও দেখিতে তাই—লজ্জার লাঞ্ছন
পড়েছে কতই কর্ণ কপোল গ্রীবায়,
অনলের দাহে যেন গণ্ড পুড়ে যায়!
পোড়ামুখে কত না বলেছি কত কথা—
দিবসে জিহ্বার অগ্রে আনিলে সে সব
রদনে রসনা কাটি বলিতাম—না না।
ক্ষম অপরাধ মম, অবলা হৃদয়
বলহীন! আর না—পারি না আর এই

মিথ্যা ভণ্ড আচরণ! অলীক ভদ্রতা
হও দূর!—বলো হে আমায় ভালবাস?
ভুলা(ই)ও না—ছলিও না—মিথ্যা বঞ্চনায়।
শুনেছ যখন মম প্রাণের কথন
কি হবে তখন আর করিলে গোপন?
সত্য যদি ভালবাসো, বলো সত্য করি,—
আমরণ তবে আমি হলাম তোমারি।

রো। এই ইন্দু—যার কর বিন্দু বিন্দু পড়ি
পল্লবনিচয়-প্রান্তে, রজতের টিপ
পরাইছে সাধ ক'রে, ওঁরি নাম ধরি
শপথ করিয়া বলি—

জু। না না, তা ক'রো না,
ও শশী বিভিন্নরূপ ধরে মাসে মাসে,
কলানিধি নাম তাই ওঁর—

রো। কি শপথ বলো তবে, করি তা এখন।

জু। কিছুই না।
কিম্বা যদি কর দিব্য—কর আপনার,
আমার আরাধ্য দেব তুমিই সাকার;
তোমাতেই পূর্ণরূপে প্রত্যয় আমার।

রো। যদি মম হৃদয়ের পরাণপুত্তলি—

জু। থাক্ থাক্,
মনে দ্বিধা অকস্মাৎ হতেছে আমার।
রজনীর এ ব্যাপারে সুখ নাহি পাই!
আচম্বিতে অকস্মাৎ মুহূর্ত্ত-ভিতরে
ঘটিতেছে এ ঘটনা, ভাবী না ভাবিয়া,
দামিনীলহরী যথা চমকে আকাশে
আলো দেখিবার আগে ফুরাইয়া যায়!
তাই মনে ভয় হয়, কি জানি কি ঘটে!
সুধাময়, আমায় বিদায় দাও এবে;—
আগামী গ্রীষ্মেতে এই প্রণয়-কলিকা

প্রস্ফুট কুসুম হবে, তখন দুজনে
আবার হইবে দেখা—বিদায় এখন।

রো। ধনি, হেন তৃষাতুরে ছাড়িয়ে কি যাবে?

জু। বলো, তৃষা মিটে কিসে—কিরূপে—কি হ'লে?

রো। প্রেমবিনিময়ে প্রেম-ডোরেতে বাঁধিলে।

জু। না বলিতে বেঁধেছি তো আগে ইচ্ছা ক'রে
তবু সাধ ফিরে নিয়ে বাঁধিতে আবার।

রো। ফিরে নেবে? কেন প্রিয়ে দিয়ে ফিরে চাও?

জু। অকপটে ফিরে তাহা অর্পিতে তোমায়—
যত দেই, ইচ্ছা হয় আরো করি দান।
সাধ করে—দিয়ে যেন ফুরাতে না পারি।
অগাধ বারিধি সম দানশক্তি প্রেমে
দুই-ই অশেষ দানে—দুই-ই না ফুরায়!—
কে ডাক্‌চে যেন?—প্রিয়তম, আসি তবে এবে।

(নেপথ্যে ধাত্রী কর্ত্তৃক উচ্চে সম্বোধন)

ধাই কোথা গো—ও জুলিয়ে?

জু। এই যাই ধাই। (রোমিওর প্রতি) একটু দাঁড়াও।

(নেপথ্যে পুনরায়)

ধাই। ও মেয়ে, কোথা গো তুই?

জু। যাই, ধাই, যাই!—
দাঁড়াও নিমেষ আর—এই এনু বলে।

(জুলিয়েত নিষ্ক্রান্ত।)

রো। কি সুখ-যামিনী, আহা, কি সুধা মধুর!
কিন্তু নিশাকাল তাই এ আশঙ্কা হয়—
স্বপ্ন ত নহেক ইহা? অ্যাতো সুখোদয়
সত্য সত্য ঘটেছে কি—না প্রপঞ্চময়!

গবাক্ষে জুলিয়েতের পুনঃ প্রবেশ।

জু। তিনটি কথা প্রিয়তম—তবে হই বিদায়—
সাধু অভিলাষ যদি হয় এ তোমার,

সাধু যদি হয় তব প্রণয়ের গতি,
বিবাহে বাসনা থাকে আর,—কাল প্রাতে
পাঠাবো জনেক লোক বলিও তাহায়
কোন্ স্থানে কোন্ দিনে বিবাহ কামনা
সিদ্ধ হবে ; তখনি চরণতলে, নাথ,
সর্ব্বস্ব আমার দিয়ে হইব সঙ্গিনী
যেথা যাবে ধরামাঝে সেইখানে আমি।

নেপথ্যে ও মেয়ে, কোথা গো তুই—

জু। যাই, গো, যাই।—
ক্ষণকাল আর থাকো—এই এসু বলে।

(ধীরে ধীরে পরিক্রমণ।)

রো। পাঠার্থী ছাড়িতে পুঁথি তৎপর যেমন
প্রণয়ী প্রণয়ী-পাশে আসিতে তেমন,
অনিচ্ছা তেমতি ফের ছাড়িবার বেলা
পোড়ো যথা পাঠশালে যায় ছেড়ে খেলা।

(জুলিয়েত নিষ্ক্রান্ত।)

গবাক্ষে জুলিয়েতের পুনঃ প্রবেশ।

জু। শোনো—শোনো—প্রিয়তম—রোমিও—রোমিও!
হায়! বাজ-ক্রীড়কের স্বরের তীব্রতা
থাকিত আমার স্বরে যদি, সেই স্বরে
ফিরাতাম পক্ষীরাজে মম। কিন্তু নারী,
চিরপরাধীনা ভগ্নস্বর!—তা না হ'লে,
রোমিও—রোমিও—বলে উচ্চে উচ্চারিয়া
ফাটাতাম গিরি-গুহা, যেখানে নিবসে
প্রতিধ্বনি, ভগ্নস্বর করিতাম তায়—
ডাকি উচ্চৈঃস্বরে।

রো। আহা! প্রাণেশ্বরী মম
ডাকিছে আমার নাম ধরি! আহা কিবা
শ্রুতিমোহকরধ্বনি প্রণয়িনী-

কণ্ঠস্বর যামিনী সংযোগে ,মনোহর
যেন গীত শ্রোতার শ্রবণে।

জু। রোমিও!

রো। এই যে প্রিয়ে।

জু। কটায় পাঠাবো লোক ?

রো। ন'টায় পাঠায়ো—দেখো যেন ভুলিও না

জু। পাঠাবোই—পাঠাবো।—কেনো ডাকলুম—কই ?
মনে ত পড়ে না কিছু!

রো। প্রিয়ে! যতক্ষণে
পড়ে মনে, আমি হেথা আছি ততক্ষণ।

জু। তা হ'লে ত কিছুতেই মনে তা হবে না ;
তোমাকে পেলেই কাছে, সব যাই ভুলে।

রো। ভালই ত, ভোলো যত তত আরো কাছে
থাকিতে পাইব আমি।

জু। এ কি! ভোর নাকি ?—
যাও যাও—থেকো না আর।—হায়, বলি বটে,
কিন্তু এ তেমনি বলা যথাধৃষ্ট কোনো
শিশু, বলে পাখিটিরে, পায়ে বাঁধি সূতা,
"পাখি তুমি উড়ে যাও,"—কিন্তু সেটি যেই
চায় যেতে সূতার বাহিরে, অমনি সে
সূতা ধরি টেনে তায় পুনঃ আনে কাছে,
লাফায়ে লাফায়ে পাখী ঘুরিয়া বেড়ায়।—
এমনি হিংসাই তার প্রেমে।

রো। আমারও
সাধ, প্রিয়ে, তেমনি পাখিটি হই তব।

জু। সে সাধ আমারও প্রিয়তম ; কিন্তু পাছে
অতি যত্নে বিপদ ঘটাই—পাই ভয়!
প্রিয়তম, বিদায় এখন, পুনর্ব্বার,
আবার বিদায়!—তবে, নাথ, আসি এবে।
অসুখে যামিনী যাবে প্রভাত অবধি।. (নিক্রান্ত।)

রো। নিদ্রা যাও প্রাণেশ্বরী, সুষুপ্তির কোলে,
দুর্ভাবনা হৃদয়ের দূর হোক্ সব।
হায় যদি আমারও সুনিদ্রা হ'তো আজ!—
যাই মঠে,—জানাইগে গুরুকে আমার।

(নিষ্ক্রান্ত।)

তৃতীয় দৃশ্য

গোঁসাই মধুরানন্দের আশ্রম।

সাজি হস্তে গোঁসায়ের প্রবেশ।

গোঁ। প্রভাত হাসিছে পূবে, পলাইছে নিশি
বিরক্ত-বদন ঢাকি; ঘনদলে মিশি
ঝরিছে সূর্য্যের রশ্মি শত রজ্জুবৎ!
চলে ধীরে ভাস্করের অগ্নিবর্ণ রথ;
পথ ছাড়ি তার—দূরে করিছে গমন
অন্ধকার, গায়ে মাখি অরুণকিরণ,
টলিতে টলিতে যথা মাতোয়াবাগণ।
এখনি প্রচণ্ড নেত্র প্রকাশি মিহির
দিবারে করিবে সুখী শুষিয়ে শিশির;
তার আগে তুলে তুলে মহৌষধিগুলি
সাজি পূর্ণ ক'রে রাখি। ধরণী মণ্ডলী
ধরে যে কতই হেন ভেষজ সুন্দর
জীব-জগতের হিত—কি অহিত-কর!
ধরণী-উদ্ভূত যত তরুলতাগণ,
ধরণীর নানা রস করিয়া হরণ,
ধরে নিজ দেহে তারা, সেই রস পরে
বহু অল্প পরিমাণ কত গুণ ধরে,
উৎকৃষ্ট গুণবিশিষ্ট, অধিকই তাহার।
একবারে গুণহীন কেহ নহে তার।

আহা, শক্তিময় হেন কতই ধরায়
লতা গুল্ম প্রস্তর গণনে নাহি যায়।
গুণহীন হেন কিছু নাহি ভূমণ্ডলে
কোনো উপকারে নাহি আসে কোনো কালে,
এমন উত্তমও কিছু নাহি বসুধায়
অপব্যবহারে মন্দ যাহে না ঘটায়।
অযথা সংযোগে পুণ্য পাপে পরিণত,
কার্য্যের গতিকে পাপ কভু পুণ্য মত।
এই যে দুর্ব্বল লতা, বল্কলে ইহার
বিষও আছে গুণও আছে রোগনাশকর,
এইখানে ঘ্রাণ এর করিলে গ্রহণ
শরীর প্রফুল্ল হয়—হেথা আস্বাদন
করো যদি ; ইন্দ্রিয়াদি বিলুপ্ত তখন।
মনুষ্যশরীরই হোক্—অথবা ওষধি
দুই শক্তি ধরে তায়—এ ওর বিরোধী।
শুভাশুভ দুই শক্তি জগতী-মণ্ডলে,
দুই দ্বন্দ্বকারী নৃপ, যথা যুদ্ধস্থলে।
যেখানে অশুভ ভাগ অধিক প্রমাণ
মৃত্যুকীট ততো শীঘ্র নাশে তার প্রাণ।

রোমিওর প্রবেশ।

রো। ঠাকুর, প্রাতঃপ্রণাম।

গোঁ। জয়োস্তু—কল্যাণ।
কে হে প্রাতে এ সুমিষ্ট ভাষায় আমায়
করে হেন সম্ভাষণ! হবে বুঝি তবে
কোনো যুবা-পুরুষ বা দুশ্চিন্তা-প্রভাবে
কাটায়েছে নিশাকাল কষ্টের নিদ্রায়!
চিন্তাজরা, বৃদ্ধের নিকটে নাহি যায়
সুনিদ্রা—চিন্তায় হেরে অন্তরে পলায় ;
অক্ষত পরাণ পেলে তরুণ যুবায়
কোলে ক'রে সোনার পালঙ্কে রাখে তায়।

তাই ভাবি দগ্ধচিত্ত যুবা কেহ এই
ত্যজিয়াছে শয্যা ভোর ফুটিয়াছে যেই ;
তা যদি না হয় তবে রোমিও নিশ্চয়
জেগে কাটায়েছে নিশি না ছোঁয় শয্যায়।

রো। শেষ অনুমানই সত্য, সত্যও ইহাই—
গত নিশি জাগরণে আরো তৃপ্তি পাই।

গোঁ। নারায়ণ !—নারায়ণ ঘুচান তোমার
রজনীর সে পাতক—ছিলে কার কাছে ?
পাপীয়সী রঙ্গিণীর ?—

রো। রঙ্গিণী ?—না গোঁসাই,
সে নাম ভুলেচি আমি, দুঃখ খালি তায়।

গোঁ। উত্তম করেছ বাপু—তবে ছিলে কোথা ?

রো। জিজ্ঞাসিতে হবে নাক' বলচি সব কথা।—
বিপক্ষভবনে কাল প্রমোদভোজন,
গিয়াছিনু সেইখানে, সেথা কোনো জন
আঘাত করেছে মোরে, আমিও তাহারে
করিয়াছি প্রতিঘাত, কিন্তু সদুপায়—
ঠাকুর তোমার হাতে, নিস্তারো আমায়।
ঘৃণা হিংসা নাহি চিত্তে ক্ষমিয়াছি তায়।
শত্রুর ভালোর তরে করি এ গোঁয়ারি
করি অনুনয়, প্রভু, ভালো করো তারি।

গোঁ। সাদাসিদে বলো, বাপু! শুনে তার পরে
ঔষধি বিচার হবে।

রো। শোনো বলি তবে
ভেঙ্গে চুরে সব কথা।—জুলিয়েত নামে
আছে কপলত-বালা, তাহাতে আমার
প্রেমের সঞ্চার গাঢ়, সেও মম প্রতি
তেমতি প্রণয়ে মুগ্ধ, প্রস্তুত আমরা
পরস্পরে বিবাহ করিতে শাস্ত্রমত।
আপনি প্রস্তুত হয়ে করুন সমাধা

সেই কাজ—মন্ত্র কটা পড়াইয়া দিয়ে।
কখন্ কোথায় হবে করুন আদেশ।
হেন ভাবে সাধিতে হইবে, যেন কেহ
ঘুণাক্ষরে জানিতে না পারে সে বারতা।
কেমনে কিরূপে কোথা প্রেমপরিচয়
পরস্পরে আমাদের—কিরূপে কোথায়
হয় সত্য বিনিময়—পরে নিবেদিব
শ্রীচরণে সমুদায়; কেবল এখন
সম্মত হউন দোঁহে বান্ধিতে বিবাহে।

গোঁ। এ কি—এ কি—ও রোমিও—এ কি বিপর্য্যয়!
তবে কি সে মনোরমা আর তব নয়
এত দিন যার প্রেমে ছিলে ক্ষিপ্ত প্রায়!
যুবকের ভালবাসা নয়নের দেখা,
নহে তাহা হৃদয়ের মর্ম্মতলে লেখা!
হরি হরি! কত মণ লবণাক্ত জল,
ভাসায়ে দিয়াছে যায় ঐ গণ্ডতল,—
এখনো লবণাস্বাদ নাহি ঘুচে যায়—
এতো বরুণের বারি বৃথা গেল, হায়!
বায়ুতে ছড়ায়েছিলে—"হা—হুতোস্" যত
তপন পারে নি আজো করিতে নির্গত!
সে নিশ্বাসধূমে পড়ে আকাশে যে কালি,
আজো মুছাইতে নারে দেব অংশুমালী!
কাণে আজো "ঝাঁ ঝাঁ" করে "ঝিঁ ঝিঁ" কান্না ঘটা
আজো গণ্ডতলে ল্যাপা—গোটাকত ফোঁটা!
সেই যদি তুমি হও—এ দুঃখ বিলাপ
"প্রাণের রঙ্গিণী" তরে করেছিলে বাপ!
তবে কি সে তুমি নও—বলো হে নিশ্চয়—
এরি মধ্যে শুকালো সে গভীর প্রণয়!
পুরুষ এতই যদি হীনবল সবে,
খসিলে নারীর পদ অ্যাতো কেনো তবে!

রো। সেই প্রণয়ের তরে কত তিরস্কার
করেছো তো আগে তুমি কত শত বার!

গোঁ। প্রণয়ের তরে নয়—কামে দিয়ে ঝাঁপ
হাবুডাবু খেতেছিলে তাই রে সে বাপ্।

রো। তখন বলিতে প্রেম উদ্‌যাপন করো

গোঁ। বলি নাই—এক ছেড়ে আরে গিয়ে ধরো।

রো। ভৎর্সনা ক'রো না আর, এ প্রেম যাহারে—
প্রেম বিনিময়ে প্রেম সে দেছে আমারে।
তার ত ছিল না তাহা—

গোঁ। সেই বুঝেছিল ঠিক্
মুখস্থ তোমার প্রেম বানানে বেঠিক্।—
যাই হোক্ সঙ্গে এসো, না করো ভাবনা,
প্রণয় পথের পথী—যুবক দ্বিমনা।
হইব সহায় তব, ইহার উদ্দেশ—
কুল-পরম্পরা-গত চির হিংসাদ্বেষ
ইথে নিবারিত হয়ে হয় যদি শেষ।

রো। একটু তৎপর হও—গোঁসাই ঠাকুর,—
আমার বড় ত্বরা।—

গোঁ। কিঞ্চিৎ সবুর।
ধীরে—ভেবে যাওয়া ভাল, ত্রস্ত ভাল নয়,—
উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গেলে হোঁচট্ খেতে হয়।

(নিষ্ক্রান্ত।)

চতুর্থ দৃশ্য

রাজপথ।

বেন্থবল এবং মরকেশের প্রবেশ।

মর। রোমিওটা কোথা গ্যালো হ্যা? রাত্রে কাল্ বাড়ী মাড়ায় নি।

বেন্থ। সে যে ভিটে ছাড়া—সে কথা আমি তার বাড়ীর একজন চাকরের কাছে শুনেছি।

মর। সেই কাষ্ঠপ্রাণ—পেঁশুটে নচ্ছান্নী দেখ্‌চি তাকে পাগল্ করবে।

বেন্নু। কপলতের ভাইপো তৈবল, রোমিওদের বাড়ীতে একখানা চিঠি পাঠিয়েছে।

মর। আমি নিশ্চয় বল্‌চি—"ডুয়েল" লড়্‌তে।

বেন্নু। রোমিও সে চিঠির জবাব দেবে কি?

মর। যে কেনো হোক্—আঁকর্ পড়্‌তে জান্‌লেই তেমন চিঠির জবাব দেয়।

বেন্নু। আমি তা বল্‌চি না,—লড়্‌বে কি?—চিঠিতে যে জন্যে তলব, তার জবাব দেবে কি?

মর। হায়, রোমিও, তুই মরেই আচিস্,—একটা ফ্যাঁস্‌ফেঁসে কটা ছুঁড়ীর কালো কালো ডব্‌ডবে চোখ দুটোই তোর বুকে ছোরা বসিয়েছে—তার দুটো পিরীতের গান শুনেই কাণে তীর বিঁধে গ্যাছে—তোর সেই বুকের কল্‌জেটা পর্য্যন্ত সেই পাঁশপোড়া ছোঁড়ার একটা ভোঁতা বাণেই দু'খানা হয়ে গেছে—তা, তুই আবার তৈবলের সঙ্গে "ডুয়েল্" লড়্‌বি কি?

বেন্নু। কেনো—তৈবল কি?

মর। তৈবল একজন তলোয়ারবাজ্—"ডুয়েলের" ওস্তাদ্। তুই যেমন একটা টপ্পা গাস্, সেও তেমনি তলোয়ার খেলে। কত দূরে—কখন্ কি ভঙ্গিতে দাঁড়াতে হবে, কখন্ আপনাকে বাঁচাতে হবে, কখন্ শত্রুকে তাগ্‌তে হবে—সব যেন তার নখদর্পণ।—"বাঁচো,—এই এক্—এই দুই—এই তিন"—আর্ অম্‌নি তার আধ্‌খানা হেতের বুকের ভেতর ভ্যাঁস্ করে সেঁধোনো। রমো আবার তৈবলের সঙ্গে "ডুয়েল" খেল্‌বে! খেলিয়ে বটে তৈবল! "ডুয়েল" বিদ্যায় সিদ্ধ—কতো ঝোটোনটুন্‌টুনেদের সাটিন্ কিন্‌খাবের যে ছাদ্দ করেচে, তার আর ঠিকানা নাই। সাবাস্ শিক্ষা! সাবাস্!

রোমিওর প্রবেশ।

বেন্নু। ঐ যে—রোমো—আস্‌চে।

মর। দ্যাখো না—যেন শুকিয়ে একটা শুট্‌কি মাছের মত হয়ে গেছে।—কোথা সে মাংসপেশী—সে হাতের গুল্,—যেন শুকিয়ে আম্‌সি হয়ে গেছে। ভায়ার এখন বুঝি বিদ্যেপতির ভাব—বিরহগাথা

আওড়াচ্চেন। ভাব্‌চেন বুঝি বিদ্যেপতির সেই লছমিরাণী ওঁর সেই প্রেয়সী—ছুট্—তার কাট্‌কুড়োনিরও যোগ্য নয়। যদিও ওঁর চেয়ে তাঁর নাগরের প্রেমের ভাঁজটা ঢের চ্যাটালো, তাই তার নামে "প্রেমের শ্লোক বেঁধে গেছে।" কিন্তু ভায়া আমার ভাবেন যে, ওঁর রসবতী যেন পদ্মিনী—না—লক্ষহীরে—না বিদ্যে—না নুরজেহান!—হায়, এঁদের কাছে সে এঁটো-কুড়ুনীরও যোগ্য নয়।—ওহে, মাষ্টার রোমিও, যে হন্টিংবুট্ পিদেঁচো, গুডমর্নিং—না নমস্কার কর্‌বো। কাল রাত্রে আমাদের আচ্ছা নাকাল্ করেছিলে।

রো। নমস্কার নমস্কার,—দুজনকেই আমার সাদর নমস্কার। কি, নাকাল আবার কি? কেন, কি করেছিলুম?

মর। সেই যে আগ্‌লি কেটে—দে চম্পট্।—কথাটা কি মশয়ের ভাল বোধগম্য হচ্চে না?

রো। ভাই, আর লজ্জা দিস্ নি—মাপ্ কর্। একটা ভারী জরুরী কাজ ছিল। তা সে কাজের খাতিরে ভদ্রতার যদি একটু কিছু নড়্‌চড়্ হয়ে থাকে, ত ভাই মাপ্ কর্!

মর। হাঁ—আর খাতিরে হাঁটু দুটো ধনুকের মত করে দাঁড়ানও চলে,—ক্যামন?

রো। হাঁ, শিষ্টাচারের খাতিরে বটে।

মব। ঠিক্ এঁচেচো—আমি শিষ্টাচারের আঁটির শাস্।

রো। না, লাটের বাড়ীর ফরাস্।

মর। না না, আমি শিষ্টাচারের শাঁস্।

রো। না হয় বকুলফুলের বাস্।

মর। ভাল, না হয় বাস্।

রো। তবেই তুমি "ফুল" হলে।

মর। বা, রোমিও,—সাবাস্। তা আমি যদি ফুল হই, তুমি তো ফুলের বড় দাদা অর্থাৎ ধেড়ে বোকা।

রো। কই, আমার তো এখনও দাড়ি ওঠে নি, গলা বসে নি, কাণ ঝোলে নি,—আর পাঁটীও যোটে নি; তবে আমি কিসে হলুম বোকা,—বরং খোকা বল্লেও চলে।

মর। ও বেন্নুবল, তুমি একটু মধ্যস্থি করো না হে—এর রসিকতার চোটে ত আর টেঁক্‌তে পাচ্চি নে।

রো। লাগাও চাবুক্—রসিকতাকে ছুটিয়ে দেও, নইলে এখনি বল্‌বো "বাজিমাৎ।"

মর। আমি না হয় হারই মানলুম; তবু বল দেখি এ কেমন! আর সেই—"আহাহা উহুহু—ওহোহো"—সেই বা ক্যামোন্? এ ক্যামন্ হাসিখুসি, লোকের সঙ্গে মেশাঘোশা,—এই তো মনুষ্যত্ব!

বেন্নু। অহে, থামো থামো।

রো। তাই তো, যোগাড় মন্দ নয়।

ধাত্রী এবং ধাত্রী-সহচরের প্রবেশ।

মর। এ কি রে বাবা,—এ যে একখানা ভড়্।

বেন্নু। একখানা নয়—মায় ল্যাংবোট্—মাদিমদ্দা।

ধাই। ও ভূতোর বাপ্,—গতরখেকো।

ভূঃ বাপ। র না গো—যাচ্চি যাচ্চি।

ধাই। আমার পাখাখানা!

মর। ক্যান্ রে—পাল্ তুলবি না কি?

ধাত্রী।—(ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কর্‌বার চেষ্টা।—না পারায় হাঁপাতে হাঁপাতে আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম পোঁচা।)

মর। ও রং কি আর মুচ্‌লে যাবে?—ও যে ধান্‌সিজোনো হাঁড়ির তলা!

ধাই। (হাত তুলে—মুখে মুখে)—বাবুজী, পেন্নাম।

মর। পেন্নাম কি?—দণ্ডবৎ—না হয়—লগুড়্বৎ বলো।

ধাই। তবে কি "লগুড়্বৎ" বলে—তো, ভাল—"লগুড়্বৎ" বাবুজী।

মর। ওহে, দুপুর বাজে যে—ঐ যে ঐ ঘড়ির কাঁটার হুল্‌টা দুপুরের ঘরের কোলে গিয়ে ঢুকেচে।

ধাই। ড্যাগ্‌রা ঢ্যামন্ মিন্‌সে তো বড় বেহায়া!—তুমি কি ভদ্দর নোক্?

রো। আহা, ভালমান্‌ষের মেয়ের কি কষ্ট!

ধাই। .ত্যাখো দেখি ক্যামোন্ ভদ্দর্‌আনা কথা। হ্যাঁ গা, তুমি বলতে পারো গা, রোমিও বাবুর কোথা দেখা পাবো?—জোয়ান মদ্দ।

রো। কোথা দেখা পাবে বলতে পারি না। তবে এই বলতে পারি, তোমাকে তাঁকে খুঁজে বের্ কত্তে হ'লে তদ্দিনে সে আর "জোয়ান মদ্দ" থাক্‌বে না।—কিন্তু আমিও সেই গুষ্টির মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ একজন বটে।

ধাই। আহা, তোমার কথাগুলি তো বড় ভাল।

মর। ও কি আর ভাল বলেচে—ও তো মন্দই বলেচে—ভাগ্যে সেটা ধত্তে পারে নি।—ছোক্‌রা খুব স্যাস্তামি খেলেচে।

ধাই। তুমিই যদি তিনি হও, তো তোমাকে আড়ালে গোটা দুই কথা বল্‌বো।

বেন্বু। মাগী ওকে নেমন্‌তন্ন কত্তে এসেচেই এসেচে।

মর। হ্যাঁ, তাই বটে।

রো। কি হে, আবার কি তাগ্‌চো?

মর। না, এমন কিছু নয়। বলি বাড়ী যাবে? আমরা আজ তোমাদের বাড়ীতেই মধ্যাহ্ন কর্‌বো।

রো। এগোও—আমি পেচু পেচু যাচ্চি।

মর। ভুঁড়ে গিন্নি—এখন তবে আসি। (নাকি সুরে গান কত্তে কত্তে—ভুঁড়ে গিন্নি, এখোন তবে আসি ইত্যাদি।)

(মরকেশ ও বেন্বুবল, উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।)

ধাই। যাও, যমের বাড়ী যাও।—এ ড্যাগ্‌রা কে গা? মিন্‌সে তো বড় ফচ্‌কে।

রো। ওগো, উনি একজন বড় সদাগরের ছেলে।—ওঁর নিজের গলার সুর উনি নিজে শুন্‌তে এতো ভালবাসেন যে, উনি থাক্‌তে আর কাকেও কথা কইতে হয় না।

ধাই। ও লোকটা যদি আমার বিরুদ্ধে কোনো কথা বল্‌তো তো দেখতে পেতো—আমি কি নাকাল ক'রে ওকে ছেড়ে দিতুম।—পোড়ার-মুখো, নচ্ছার—আঁটকুড়ো—আমাকে একজন রাস্তার গস্তানি পেলে কি না?—আমার সঙ্গে ওর কিসের সম্পর্ক বলো তো। (ভূতোর বাপের প্রতি) আর ভূতোর বাপ, তোরই বা কি আক্কেল, মিন্‌সে আমাকে

যা ইচ্ছে তাই ব'লে গেলো, আর তুই কাপড়ে-হেগোর মতন্ চুপ্‌টি ক'রে দাঁড়িয়ে রইলি ?

ভূঃ বা। কই—তোমাকে কি ক'রে গ্যালো, তা ত আমি কিছু দেখি নি।—তা যদি দেখ্‌তুম, তবে কি আর হেতেরখানা খাপ থেকে বেরুতো না? যখন যেমন দেখ্‌বো, তখন তেমন কর্‌বো, আর্ আইন আদালতে কোনও দোষ না পোঁচয় তো কড়া মিঠে গোচ্ লাট্টৌষধি করে ছেড়ে দি।

ধাই। রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ থথ্‌থর্ ক'চ্চে—পোড়ারমুখো বিট্‌লে হাড়পেকো মিন্‌সে কোথাকার! ওগো বাবুজী, তোমাকে একটা কথা বলি,—বলেচি ত, তোমাকেই খুঁজ্‌তেই আমার মনিবকন্যা আমাকে পাঠিয়েচেন। তিনি যা বল্‌তে বলেচে, এখন সে কথা বল্‌বো না, আগে আমার খাস্ কথাটা বলে নি।—যদি তোমার ফাঁকি দেবার ইচ্ছে থাকে, তবে সেটা ভদ্দরনোকের কাজ হবে না, ঐ নোকে যেমন বলে, মেয়েটি ভদ্দরের ঘরানা—নিতান্ত কচি মেয়ে, সেই জন্যেই বলি, যদি তার সঙ্গে ছল কপট করো তো সেটা ভদ্দরনোকের হক্কে বড় নজ্জার কথা, ঐ নোকে যেমন বলে—ভদ্দরের কাজ নয়।

রো। ঝি, কোনো ভয় ক'রো না,—তোমার মনিবকন্যাকে আমার প্রিয় সাদর সম্ভাষণ জানাইও, আমি এই দিব্বি দিব্বান্তর কচ্চি—

ধাই। আহা, বড় ভালো—ছেলেটি বড় ভালো। আমি তাঁর কাছে সব বল্‌বো, আহা, দোহাই ঠাকুর দেবতার—সে শুন্‌লে বড় খুসী হবে!

রো। ঝি, তাঁকে তুমি কি বল্‌বে ?—আমার কথায় মন দিচ্চো ?

ধাই। আমি তাঁকে বল্‌বো—তুমি দিব্বি দিব্বান্তর খেয়ে বলোচো—ভদ্দর নোকের কাজই তো তাই—আমি যদ্দূর বুঝি।

রো। তাঁকে ওসব কিছু বল্‌তে হবে না—ঐ দিব্বি দিব্বান্তরের কথা-গুলো। তবে তাঁকে বলো যে, আরতি দেখ্‌বার নাম ক'রে আজ সন্ধ্যের সময় তিনি লক্ষ্মীজনার্দ্দনের মন্দিরে যেন আসেন—নিশ্চয় যেন আসেন।—দেখো, ভুলো না—এই কিঞ্চিৎ পারিশ্রমিক ধরো।

ধাই। ছি—ছি—ও কি ও—আ, ঘেন্নার কথা (দাঁতে জিভ্ কাটা)—ছি—ছি—আধ্‌কড়া কড়িও না।

রো। (হাতে মুদ্রা গুঁজিয়া দিয়া) আজ আরতির সময়—দেখো, ভুলো না।

ধাই। আর বল্‌তে হবে না।—সন্ধ্যের সময় তিনি সেখানে যাবেনই যাবেন।—এখন আসি,—বাবুজী, পেন্নাম হই।

রো। একটু রও।—দ্যাখো, আর এক ঘণ্টার মধ্যেই আমার একজন লোক যাবে, গিয়ে মঠের পেছনদিকের দেওয়ালের কানাচে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে।—তার হাত দিয়ে আমি একটা দড়ির সিঁড়ি পাঠিয়ে দেবো—সেইটে য্যানো—খুব সাবধানে রাখা হয়।—সেইটেই আজ আমার আনন্দগিরির চূড়োয় ওঠবার সিঁড়ি।—দেখো ধাই, অতি সাবধানে।—এখন এসো, কল্যাণ হোক্। তোমার আমি মেহনোৎ পুষিয়ে দেবো।—এসো, এসো।—আর তোমার মনিবকন্যাকে আমার সংবর্দ্ধনা জানাইও।

ধাই। বেঁচে থাকো—বেঁচে থাকো; ঠাকুরদেবতারা তোমার ভাল করুন। শোনো বলি।

রো। কি ঝি—কি বল্‌চো গা?

ধাই। তোমার সে লোকটার পেটে কথা থাকে তো? জান তো, কথায় বলে,—

ছু কাণে হয় শলা মন্তুন্না, চার কাণ হ'লে গোল,
তার ওপরে পাড়া পড়শে হাট বাজারে ঢোল।

রো। সে খুব মজবুৎ—

ধাই। তবে, শোন বলি;—আমার মনিবকন্যাটির মত মিষ্টি মেয়ে আর দেখতে আসে না;—মা ষষ্ঠী তাকে বাঁচিয়ে বত্তে রাখো। সে যখন এমনটি [হস্ত দ্বারা দেখানো]—আদো আদো কথা বলে, তখন তার কথাগুলি কি মিষ্টিই ছিল। দ্যাখো, এই সহরে পারশ নামে একজন মস্ত বড়ঘরের ছেলে আছে, সে এ মেয়েটিকে বে কত্তে পাল্লে বত্তে যায়, কিন্তু মেয়েটির আমার সে দুচক্ষের বিষ। তাকে সে এতো ঘেন্না করে যে, লোকে শেয়ালকুকুরকেও তেমন করে না।—কখনো যদি খেপাবার জন্যে তার হয়ে দুটো কথা বলি তো মেয়ের আমার মুখটি একবারে চুপ্‌সে যায়—আর সাদা ফ্যাক্‌ফেকে হয়ে গিয়ে আমার মুখের দিকে কেবল ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থাকে।

রো। আমার হয়ে দুটো কথা ব'লো

ধাই। তোমার কথাই ত অষ্টপোর বলি—হুঁ! তার নাম আবার মুখে আন্‌বো? ভূতোর বাপ, পাখাখানা ভুলিস্ নে।

(ধাই ও ভূতোর বাপ নিষ্ক্রান্ত।)

পঞ্চম দৃশ্য

কপলতের উদ্যান।

জুলিয়ার প্রবেশ।

জু। ন'টা বাজে ঘড়িতে তখন গেছে ধাই,
এখনো ফেরে না কেন?—গ্যালো দিব্বি করি
অর্দ্ধ ঘণ্টা না ফুরাতে ফিরিবে আবার।
খুঁজে বুঝি পায় নাই, না, বুঝি তা নয়।
বটে বটে, খোঁড়া যে সে, তাহাতে প্রাচীনা,
এ কি তার কাজ! হবে মনোরথগতি
প্রেমদূতী যারা, জিনি ক্ষিপ্র রবিকর
শতগুণ আরো দ্রুতগতি যার সদা,
যখন সে রবিকরে ছায়াদলে ঠেলি
ফেলায় অচলপৃষ্ঠে।—মনোভব নাম
তাই ধরে ফুলধনু! এবে সূর্য্যরথ
অতি উচ্চ ধরাধর শিখর উপরে,
মধ্যাহ্ন এখন দিনমানে হয় গত
প্রহর অধিকও কাল—তবু না ফিরিল!
হায়! সে তাপিত যদি প্রণয়ের তাপে,
কিম্বা নবযৌবনের উত্তপ্ত রুধির
দেহেতে বহিত তার, তা হ'লে হইত
ঘাত প্রতিঘাত প্রাপ্ত বর্ত্তুলের গতি;
মধুর সংবাদ লয়ে ছুটিত ফিরিত
যথা ঘাত প্রতিঘাতে ক্রীড়ার বর্ত্তুলি।
অনেক প্রাচীনে, কিন্তু করে হেন ভান
যেন জড়বৎ তনু অলস শিথিল

গুরুভার পাণ্ডুবর্ণ সীসক সমান।
জীয়ন্তে মৃতের প্রায় !—হা জগদীশ !—

ধাত্রী এবং ভুতোর বাপের প্রবেশ।

ঐ আসে ধাই-মা !—ওগো, কি খপর গা ?
বল্ শীঘ্র বল্ ধাই—দেখা হয়েছিল ?
ওকে সরিয়ে দে।

ধাই। যা, তুই ফটোকে।

(ভুতোর বাপ নিষ্ক্রান্ত।)

জু। ধাই-মা, লক্ষ্মী মা—বল্ শীঘ্র বল্।
হা হরি ! অমনতর মুখটো ভার কেনো ?
হোক্ মন্দ খপর—তুই হেসে হেসে বল্ ;
আর যদি ভাল হয়—হয় সুখপর
কেনো বল্, ঝাপসা মুখে সব তিক্ত করো ?

ধাই। একটু দেরি করো না গো,—উঃ, বাপ রে বাপ !
হাড়গুলো সব ভেঙ্গে যাচ্চে—কি চলাই চলেছি।
উঃ—গেনু গেনু !

জু। অতি আহ্লাদের সহ দিতেছি তোমাকে
আমার দেহের অস্থিগুলি,—শুধু—খালি
সে খপর বল্ !—তোর অস্থি দে আমায়।

ধাই। আরে বাপ রে, কি ধিঙ্গি মেয়ে ?—পারিস নে কি একটু আর সবুর কত্তে ?—হাঁপিয়ে মচ্চি আমি !

জু। হাঁপিয়ে মচ্চো কই ? ঐ যে অত কথা
বল্লে এতক্ষণ—কই, হাঁপাও নি ত তায়।
বিলম্বের বাহানায় যাচ্চে যে সময়
আসল বেওরাটা আগে কবে বলা হ'তো !—
ভাল কি মন্দ, নিদেন কথা একটা বল্।
তাতেই সন্তুষ্ট হব, পশ্চাৎ না হয়
ব্যাখান শুনিব তার—এখন আমায়
খাল্লি বল্ মন্দ কিম্বা ভাল সে খপর।

ধাই। তবে বলি—তোমার পছন্দ ভাল নয়,—
পুরুষ পছন্দ কত্তে কবে জানো তুমি ?
রোমিও—ওঃ—কি(ই) বা সে রূপ ! কি(ই) বা চেহারা
মুখটি সবার চেয়ে ভাল বটে মানি ;
পা দুখানি তেম্‌নি আবার মস্ত সবার চেয়ে !
হাত দুটো পা'র্‌চেটো কারো কাছে লাগে না !
শিষ্টাচার—তাও ত সেরা সবার চেয়ে নয়।
কোন্‌খানটা প্রশংসার যোগ্য আছে তার !—
তবে ধীর নম্র একটি গো-বেচারা বটে।
আমার যদি কথা শোনো, ও সব ছেড়ে দিয়ে
ধর্ম্মকর্ম্মে মতি দেও ;—পেটে কিছু দিয়েছ ?

জু। না, খাই নি।
তা এ সব ত জানা কথা—নূতন আর কি ?
বিয়ের কথা কি বল্লেন—সেইটে বল্‌ দেখি।

ধাই। বাবা রে বাবা ! মাথা কি ব্যথাই ক'চ্চে !
দুখান হয়ে পড়্‌চে যেন—টিপ্‌টিপুনিই কি ?
বাপ্‌ রে বাপ্‌—গেনু বাবা—উ হুহুহু উ !
মা, তোর প্রাণে কি দয়া মায়া কিছু নেই,
এতোটা দৌড় ধাপে পাঠালি আমায় ?
হায় ! ছুটে ছুটে প্রাণটা হারানু !

জু। ধাই-মা,
তোর দুঃখু দেখে বড় দুঃখু হ'চ্চে, বাছা ;—
লক্ষ্মী মা, যাদু মা, বাছা, শীগ্‌গির করে বল্‌,
বল্‌, মা, তিনি কি বল্লেন ?

ধাই। ভদ্দরে যা বলে,
তোমার প্রিয় তাই বল্লেন—খল ক্রূর নয়।
মিষ্টভাষী শিষ্টাচারী দেখতেও সুরূপ,
আর ধর্ম্মনিষ্ঠা(ও) আছে তার—ঠিক্‌ বল্‌চি ;
তোর মা কোথা গা ?

জু। মা, আর কোথা ধাই ?
মা ঘরেই আছেন।—ধাই, ও কি উত্তর হলো ?
"তোমার প্রিয় বল্লেন ভদ্দরে যা বলে,
তোর মা কোথা গা ?"—

ধাই। আ আমার কপাল !—আমি সব বুঝি গো, সব।
আমার ভাঙ্গা হাড়ের প্রলেপ বুঝি এই ?—
এখন থেকে নিজের খপর নিজে গিয়ে এনো।

জু। এ কি গণ্ডগোল ! বল্, ধাই মা, কি বল্লেন ?

ধাই। আজ আরতি দেখতে যেতে হুকুম পেয়েছ ?

জু। পেয়েছি।

ধাই। তবে শীগ্‌গির মঠে যা, কেউ একজন সেথা
পত্নীবরণ করবে বলে আছে পতির কেতা।—
ঐ যে ঐ এখন দেখি রক্ত ছুটে গাল
দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাঙ্গিয়ে তুলে ক'ল্লে লালে লাল !
যাও শীগ্‌গির মঠে যাও।—অন্য দিকে আমি
যাই খুঁজিগে মই একটা, উঠবে তোমার স্বামী,
পাখীর ছ্যানা পড়্‌বে রেতে অন্ধকার হলে ;
কেউ মর্‌বে মজুর খেটে—কেউ বা চতুর্দ্দোলে।—
যা, শীগ্‌গির মঠে যা।—

জু। যাই শীগ্‌গির উঠিগে যাই—ভাগ্য-চূড়ায় মোর !—
ধাই মা, তোর ব্যথা সারবে এখন বে-ওজোর।

ধাই। কাজেই তাই—ফের খাটুনি হ'লেই পরে ভোর।

ষষ্ঠ দৃশ্য

মঠ—মধুরানন্দের কুটীর।

গোঁসাই ও রোমিওর প্রবেশ।

গোঁ। কৃষ্ণের কৃপায় যেন এ মঙ্গল কাজে
হয় শুভোদয় পরে, না হয় পশ্চাৎ
দুঃখ অনুতাপ কিছু।

রো। কৃপা কর, হরি !
কিন্তু প্রভু, সহিব সকল দুঃখ, পরে,
মুহূর্ত্তেক তরে যদি তাহারে এখন
দেখিয়া হইতে পারি সুখী, তুলনায়
এ সুখের অতি তুচ্ছ দুঃখ সে সকল।
এখন আপনি শুধু মন্ত্র-উচ্চারণে
নিবদ্ধ করুন পাণিদ্বয়; শমনেও
না ডরি তা হ'লে—সেই প্রণয়ী-খাদক যমে
পাই যদি প্রিয়ারে বলিতে আপনার !

গোঁ। এই সব প্রখর আনন্দ ক্ষয় হয়,
বন্দুকে বারুদ যথা বহ্নি-পরশনে !
অতি মিষ্ট মধুও সুতৃপ্তিকর নয়
উৎকট মিষ্টতে রুচি ক্ষুধা করে নাশ।
প্রণয়ে ধৈরয চাই, প্রণয় তবে সে
হয় স্থায়ী, কালব্যাপী—প্রণয় তাহাই।

জুলিয়েতের প্রবেশ।

ঐ আসে বরাননা! আহা লঘুপদ
চলিছে কি লঘুগতি! ও পদ-চালনে,
ক্ষয়িবে না পাষাণের অক্ষয় শরীর।
প্রেমিকে চলিতে পারে ঊর্ণনাভ-জালে
অথবা তাহার মত সুক্ষ্মজাল যত
গ্রীষ্ম সমীরণে শূন্যে উড়ে উড়ে যায়
না হয়ে ধরায় চ্যুত; অবস্তু তেমতি
বৃথা—প্রেমের উল্লাস।

জু। প্রভু! প্রণিপাত

গোঁ। জয়োস্তু—মঙ্গল!

রো। প্রেয়সি, আমার চিত্তে আনন্দলহরী
বহিছে খেলায়ে ঢেউ, তোমার(ও) হৃদয়ে

তেমতি উচ্ছ্বাস যদি বহে এ মিলনে,
এসো তবে দুইজনে বসি এইখানে;
করো ব্যক্ত সে আনন্দ সঙ্গীতলাঞ্ছন-
বাক্যে তব, সুমধুর শ্বাসে পূর্ণ করি
সমীরণ।—শুনি আমি প্রাণের আহ্লাদে।

জু। সারবস্তু পূর্ণ যার কল্পনা-ভাণ্ডার
সে কভু করে না দম্ভ বৃথা আভরণে;
নিজ ধন গণিতে সমর্থ হয় যারা
কাঙ্গাল তাহারা সুনিশ্চিত। প্রেমধন
মম প্রাণে এতই প্রচুর, শক্তি নাই
সংখ্যা করি অর্দ্ধভাগ তার।

গোঁ। এসো সঙ্গে,
যত শীঘ্র পারি কার্য্য করি সমাধান।
তোমরা দুজনে একা থেকো না এখন,
নহে তা উচিত এবে—নহ যতক্ষণ
একাঙ্গ, মিলিত হয়ে শাস্ত্রের বিধানে।

(নিষ্ক্রান্ত।)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সাধারণের গমনাগমনের স্থান।

মরকেশ ও বেন্বলের প্রবেশ।

বেন্। মরকেশ, আমি তোমার হাতে ধর্চ্চি, চলো আমরা এখান থেকে যাই। আজ্‌কের দিনটা বড় গরম, আর কপলতের দলের লোকেরাও বার্ হয়েছে; দেখা হলেই এখনি একটা দাঙ্গা ফেসাদ্ হবে। এ গরম দিনে সবারই রক্ত সহজে আরো গরম হয়ে উঠেছে।

মর। তুমি দেখ্‌চ তাদেরই একজন, যারা শুঁড়ির দোকানে সেঁধিয়েই তলওয়ারখানা কোমর থেকে খুলে মেজের ওপর রেখে বলে, আজ যেন

তোকে আর ছুঁতে না হয়, আর দু গেলাস টান্‌তে না টান্‌তেই হঠাৎ একজনকে মেরে বসে।

বেন্নু। আমি কি তেম্‌নি ছোট লোক ?

মর। যাও যাও, তুমি দেখ্‌চি তালপাতার আগুন, রাগ্‌লে আর হুঁস্ থাকে না। তাতেও যেমন, আর তাত্‌লেও তেম্‌নি।

বেন্নু। তাত্‌লেও তেম্‌নি কি ?

মর। তোমার মত আর একটি থাক্‌লে শীঘ্রই দুটোর একটাকেও থাক্‌তে হতো না,—দুজনেই মত্তে।—তুমি কি কম ঝক্‌ড়াটে ? তোমার দাড়ির চেয়ে আর কারো দাড়িতে যদি একগাছি চুল কম কি বেশী থাকে—তুমি তার সঙ্গে ঝক্‌ড়া কর্‌বে—সুপুরী কাট্‌তে কেউ আঙ্গুল কেটে ফেল্লে, তুমি তার সঙ্গে ঝক্‌ড়া কর্‌বে—কেন না তোমার চখের তারা কটা। কেউ রাস্তায় কেশেচে তো তার সঙ্গে ঝক্‌ড়া—কেন না তোমার কুকুরটা রোদ পোয়াচ্ছিল তার ঘুম ভেঙ্গে গেচে। গ্যালো বছর মহরমের আগে একজন দর্জ্জি একটা নূতন কোর্‌তা গায়ে দিয়েছিল, তাইতে তার সঙ্গে ঝক্‌ড়া কল্লে। আর, কার সঙ্গে না করেচো। আর একজনের সঙ্গে, সে এক জোড়া জরি-বসানো জুতো পরেছিল ব'লে। ঝক্‌ড়া খুঁজে বের কত্তে তোমার মত আর একটি নেই। উনি আবার আমাকে উপদেশ দিচ্চেন কি না—ওহে ঝক্‌ড়া বিবাদ ক'রো না।

বেন্নু। আমি তোমার মতন ঝক্‌ড়াটে হলে আমার "লাইফ ইন্‌সিওরেন্স"খানা কেউ এককড়া কানাকড়ি দিয়েও কিন্‌ত না।

মর। দুট্, ওঁর আবার জীবনস্বত্বের ইন্‌সিওরেন্স !—তার কি আবার কিছু মূল্য আছে ?—কি নির্ব্বোধ !

বেন্নু। ঐ দ্যাখো কপলতের দলের লোক আস্‌চে।

মর। কচু আস্‌চে,—আমি কি ওদের গ্রাহ্য করি ?

তৈবল প্রভৃতির প্রবেশ।

তৈ। (নিজ অনুচরের প্রতি) তুই আমার পেছু পেছু আয়, আমি গিয়ে ওদের সঙ্গে কথা কচ্চি।—(মরকেশের প্রতি) বলি ওহে শোনো, তোমাদের একজনের সঙ্গে একটা কথা আছে—একবার এদিকে আস্‌বে ?

মর। একটা কথা খালি?—তার সঙ্গে আর কিছু না?—একটা কথা আর এক হাত তলোয়ার হোক্ না।

তৈ। আমি তৈয়েরি। একবার ঘাঁটিয়ে দ্যাখো না।—কে ও, মরকেশ? তুমিই একজন রোমিওর সেথো না?

মর। সেথো—সেথো আবার কি? আমি কি তবে তীর্থের পাণ্ডা না কি?—যাত্রী ধরে বেড়াই?—এই আমার পাণ্ডাগিরির ছড়ি দ্যাখো,—গায়ে একবার ছোঁয়ালেই সেই বৈতরণীর পারে গে দাখিল হবে।—অ্যাঁ, সেথো—আমি সেথো?

বেন্থ। দেখো, এখানটায় সকলে যাওয়া আসা কচ্চে, একটু আড়ালে যাই চলো, আর না হয় তো তোমাদের দুজনের কারো ওপর কারো আন্দাস্ থাকে তো ঠাণ্ডা হয়ে বলা কওয়া করো।—সকলেই আমাদের দিকে তাকাচ্চে।

মর। তাকাবার জন্যেই তো চোখ।—তাকাচ্চে? তাকাক না কেন। আমি কিন্তু এখান থেকে নড়্‌চি না;—কারো খাতিরে না।

রোমিওর প্রবেশ।

তৈ। ভাল, একটু স্থির হও, আমার যে জনকে দরকার, আমি তাকে পেয়েচি।

মর। উনি কি তোমার জোন্—কৃষেণ?—লাঙ্গল ঘাড়ে তোমার আগে আগে যান?—তা ডাক্‌বার মত ক'রে ডাকো না,—এখনি মাঠে গিয়ে খাড়া হবে এখন,—সে হিসেবে উনি এক জন বটেন।

তৈ। রোমিও শোন্, তোকে আমি এতই নীচ মনে করি, এতই ঘৃণার চক্ষে দেখি, তা আর কি বল্‌বো। তুই পাজী—ছুঁচো—ছুঁচোর পাজী—বদ্ধ হারামজাদা।

রো। তৈবল, আমার প্রতি এ ভাষা তোমার
সাজে না তোমার মুখে!—বরং আমি আরো
ভালবাসা সৌজন্যের পাত্র সে তোমার;
হেতু তার জান না এখন। তাই বলি
ক্রোধ সম্বরণ কর এবে। আমি তোমা

ক্ষমিলাম, তোমার এ অসদ্‌সম্ভাষ ;—
পাজী ছুঁচো নই আমি—জানিবে পশ্চাৎ।

তৈ। অরে ছোঁড়া, মিছে কেনো এ সব ওজর ;
পারিবি না এড়াতে আমায় বাক্‌ছলে।
ফের বল্‌চি—ফের পাজী—খোল্‌ হেতিয়ার।

রো। শোনো বলি, তৈবল, এখনো কথা রাখো।
কখনো অহিত কোনো করি নে তোমার।
যত দিন হেতু তার না পারো জানিতে
ক্ষান্ত হও তত দিন। নিশ্চয় জানিও,
কপলত-বংশধর, ও নাম তোমার
আদরের যতনের সামগ্রী আমার
স্বয়ং আমার নাম যথা।

মর। কি হীনতা!
কলঙ্কের কথা, ধিক্‌—কি ঘৃণার কথা!
আত্মগ্লানিকর ধৈর্য্য এ কি ভয়ঙ্কর!—
অরে ও মূষিকহন্তা, তৈবল—এ দিকে ফের্‌।

তৈ। আমার সঙ্গে তুই কি চাস্‌?

মর। আর কিছু না,
খালি তোর তলোয়ারখানার কান মুচ্‌ড়ে দে
খাপ থেকে বার কর একবার—নে জল্‌দি নে।
দেরি হ'লে আমার খানা লাফিয়ে ঘাড়ে প'ড়ে
তোর দুটো কানই কেটে দেবে—বুঝ্‌লি ত?

তৈ। আয় তবে—আয়।

(অসি নিষ্কাশন।)

রো। ভাই মরকেশ, তলোয়ার তোলো খাপে।

মর। আয় তবে—দেখি তুই ক্যামন্‌ লড়াক্‌।

(উভয়ের অস্ত্র চালনা।)

রো। বেন্‌বল, কচ্চো কি হাঁ করে?—শীঘ্র খুলে
তলোয়ার, দুজনেরই হেতের ছট্‌কে দে।—
ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও ত্বরা

তৈবল মরকেশ—রাজপথে অস্ত্র খোলা
রাজার নিষেধ।—ক্ষান্ত হও হে তৈবল,
ক্ষান্ত হও মরকেশ।

(তৈবল, রোমিওর বাহুর নীচে দিয়া মরকেশকে আঘাত করিয়া সঙ্গিগণ সহিত প্রস্থান করিল।)

মর। ওঃ—চোট্ লেগেছে!
ওদের দুটো গুষ্টিই অধঃপাতে যাক্।—
বোধ হচ্চে চোট্‌টা বুঝি সাংঘাতিকই হবে;
বিনি চোটে সে গ্যালো হ্যা?

বেন্থ। অ্যাঁ—চোট্ লেগেচে?

মর। সামান্য—সামান্য চোট্, ত্যামন কিছু নয়,
আঁচোড় লাগা খালি,—উঃ—এ যে বিলক্ষণ!
চাকরটা গ্যালো কোথা?—শীগ্রি ডাক্তার ডাক্।

রো। ভয় কি;—চোট্ ত বড় বেশী নয়।

(চাকর নিষ্ক্রান্ত।)

মর। তা কি আর?
ইঁদেরার মতোও না—চ্যাটালো গভীর,
সিংদরোজার মতো—আড়ে দীঘেও চৌড়া নয়;
কিন্তু, এতেই বাবা, বস্! হ্যা দ্যাখ্ তোদের
দুটো গুষ্টিই জাহান্নমে যাক্—ছি-ছি-ছি-ছি:
মান্‌ষের মত মানুষ একটা মাটি করে গ্যালো
একটা কি না জেঁকো ছোঁড়া আঁক্-কাটা-খেলুড়ে,—
ব্যাটা আর্জ্জি ধরে তলোয়ার খেলে শুভঙ্করের মত।
(রোঃ প্রতি) তুই কেন আমাদের মাঝখানে সেঁধুলি?
তোর হাতের নীচে পড়েই ত চোট্‌টা খেতে হলো।

রো। ভালো ভেবেই গেছলুম।

মর। বেন্থবল, আমায় ধরে বাড়ী নিয়ে চলো।
নয় তো হেতাই মূর্চ্ছা হবে।—যা নিব্বংশ
তোরা দুটো ঘরই যা!

(বেন্থবল ও মরকেশ নিষ্ক্রান্ত।)

রো। এই ভদ্র লোক, ইনি কুটুম্ব রাজার,
আমারও প্রাণের বন্ধু হারালেন প্রাণ
আমারই সহায় হয়ে। ও দিকেও, হায়,
তৈবলের মুখে দুর্ভৎসনা,—যে তৈবল
(সম্বন্ধে শ্যালক) আপ্তসুহৃৎ আমার।
হায় প্রিয়ে, সৌন্দর্য্য-মদিরা পানে তব
হয়ে আছি বলহীন তেজোহীন আমি
জীবন্ত সাহস যার ছিল আগে হৃদে।

বেম্বলের পুনঃ প্রবেশ।

বেম্ব। হে রোমিও, হায় হায়, গতায়ু এখন
মহাপ্রাণ মরকেশ, অভ্রস্পর্শী যার
ছিল হৃদয়ের আশা, গ্যালো সে অকালে
ছাড়ি ক্ষুদ্র ধরাধাম—চির তুচ্ছতার।
রো। এ অশুভ ঘটনা হে কাল মেঘবৎ
দুলিবে গগনবক্ষে আরো বহু দিন,
দুঃখের সূচনা মাত্র এই,—নহে শেষ।
হবে অন্য দিনে পূর্ণ পূর্ণমাত্রা তার।
বেম্ব। তৈবল আক্রোশে ফের এ দিকে আসিছে।

তৈবলের পুনঃ প্রবেশ।

রো। জয়মত্ত বিজয়ী এ এখনও জীবিত!
মরকেশ গত আয়ু! ধৈর্য্য সম্বরণ
যা রে দূরে, আয় হৃদে ক্রোধাগ্নি দুর্জ্জয়—
হও পথপ্রদর্শক মম!—রে তৈবল!
যে দুর্ব্বাক্য বলিলি আমায় কিছু আগে,
প্রত্যুত্তর এবে তার শোন্—তুই পাজী
নরাধম মানবকুলের কুলাঙ্গার!
অহো! দেখ, প্রেতরূপী মস্তক উপরে

ফিরে মরকেশ অই, সঙ্গে লয়ে যেতে
তোর কি আমার আত্মা, কিম্বা দু'জনার।

তৈ। তুই-ই ছিলি সঙ্গী তার—তুই-ই সঙ্গে যা।

রো। আয় তবে,—কে যাবে, এখনি হবে ঠিক্।

(উভয়ের অস্ত্রচালনা ; তৈবল আহত এবং ভূপতিত।)

বেন্থ। পালাও রোমিও—শীঘ্র পালাও—পালাও
আসিছে নগরবাসী, ভূতলে তৈবল।
হতবুদ্ধি হয়ে হেন দাঁড়ায়ে কি হেতু,
হ'লে ধৃত, জল্লাদের হাতে যাবে প্রাণ
নৃপাদেশে!—এখনি সরিয়া যাও দূরে।

রো। অদৃষ্টের বিড়ম্বনা!

বেন্থ। হায়, এখনো দাঁড়ায়ে!

(রোমিও নিষ্ক্রান্ত।)

নগরবাসিগণের প্রবেশ।

১ম নঃ বাসী। মরকেশকে খুন করে খুনে কোন্ দিকে পালালো হ্যা?

বেন্থ। ঐ যে—হোথা পড়ে।

১ম নঃ বাসী। ওঠো হে—ওঠো,—চলো আমার সঙ্গে। দোহাই মহারাজের, তুমি খুন করেছ,—এসো সঙ্গে এসো; ওঠো শীগ্গির।

পারিষদবর্গের সহিত রাজা এবং মস্তাগো, কপলত প্রভৃতি।

রাজা। এ দাঙ্গাহাঙ্গামা পুনঃ কে করে আবার?
কোথা গেলো তারা?

বেন্থ। মহারাজ, আজ্ঞা হয়, আমি বলি সব।—
ঐ যে পড়ে ওখানে, আঘাতিত উনি
তরুণবয়স্ক যুবা রোমিওর হাতে;
কিন্তু অগ্রে তার, ওঁর হাতে গত-জীব
মহাতেজী মরকেশ নৃপতি-আত্মীয়!

কপ। কি—তৈবল! আমার সেই শ্যালক-আত্মজ?
আমার জায়ার ভ্রাতৃসুত?—মহারাজ,

প্রিয় কুটুম্বুরে মোর করেছে হনন
মন্তাগো-পুত্রের রক্ত করান দর্শন।

রাজা। বেন্বল, খুলিয়া বল ত কা হ'তে সুচনা।

বেন্ব। রোমিও সুমিষ্ট বাক্যে বুঝায়ে বিস্তর
করেছিল বহু চেষ্টা দ্বন্দ্ব নিবারিতে;
বলেছিল রাজনের বিদ্বেষ কতই
এ সব অসূয়া প্রতি, আগ্রহ করিয়া।
আরো বলেছিল, স্থিরনেত্রে মৃদুভাষে
কৃতাঞ্জলিপুটে কতই অনিচ্ছা তার
দ্বন্দ্বে প্রবেশিতে।
কিছুতেই তৈবলের অদম্য আক্রোশ
নিবারিত নহে তবু,—তুচ্ছ করি সব,
স্থিরদৃষ্টে মরকেশ-বক্ষ লক্ষ্য করি
খেলিতে লাগিল নিজ সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ।
অতি ক্রোধে মরকেশও উত্তেজিত এবে,
সাহসী পুরুষচিত্ত প্রকৃতি-সুলভ
তেজে, মৃত্যু তুচ্ছ করি, বাঁচায়ে কৌশলে
আপনারে এক হস্তে, অন্য হস্তে ধরি
চালাইয়া নিজ অসি অতি তীব্র বেগে,
আক্রমিলা তৈবলেরে। রোমিও তখন—
'থামো ভাই—থামো থামো' ব'লে উচ্চৈঃস্বরে
আপনি ছুটিয়া গিয়া দু'জনার মাঝে
অসিঘাতে দু'জনার অসি নোয়াইল।
তখন তৈবল বাহুতলে রোমিওর
অস্ত্র হেলাইয়া ঘাতি বিপক্ষের কুক্ষি
ছুটে পালাইয়া গেলা।—অকস্মাৎ পুনঃ
অবিলম্বে আইলা ফিরে রোমিওর কাছে।
রোমিও তখন প্রতিহিংসা-উত্তেজিত,
বিলম্ব না করি আর, ক্ষণপ্রভাবৎ
খেলিতে লাগিল অসি তৈবলের সহ—

আমি পল না পাই খুলিতে তরবারি,
নিমেষ ভিতরে হেরি তৈবল আহত ;
তখনি রোমিও ছুটে পলাইলা দূরে।
এ যদি না, মহারাজ, সত্য কথা হয়
জল্লাদে করুন আজ্ঞা, করে শিরচ্ছেদ।

কপ। মহারাজ, সত্য নহে এর কথা, শত্রু-
দলভুক্ত এই জন, পক্ষপাতী হয়ে
সর্ব্বব বলেছে মিথ্যা,— সকলি অলীক।
একা তৈবলেরে ঘেরেছিল বিশ জনে—
বিংশতি বধিবে একে বিচিত্র কি তায়।
সুবিচারপ্রার্থী আমি, আপনি ভূপতি
স্বীয় ধর্ম্মগুণে করিবেন সত্যরক্ষা ;
রোমিও করেছে খুন তৈবলে নিশ্চয়,
ইথে যেন রোমিওর প্রাণদণ্ড হয়।

রাজা। রোমিও করেছে সত্য তৈবলে হনন,
তৈবল করেছে হত্যা মরকেশে আগে,—
তার প্রাণনাশ হেতু অপরাধী কে ?

মন্তাগো। মহারাজ, অপরাধ রোমিওর নহে,
মরকেশ রোমিওর বয়স্য প্রিয় অতি,
বয়স্যে করেছে বধ প্রতিদণ্ড দেছে—
এতে অপরাধ কিবা তার ?

রাজা। সেই অপরাধ জন্য—আমার আদেশে—
হবে নির্ব্বাসন তার দেশান্তরে কোনো।
তোমাদের দুজনের এ অসূয়া দ্বেষ
সদা দ্বন্দ্ব বিসম্বাদে আমাকেও শেষ
করেছে পাতকগ্রস্ত ; অর্থদণ্ড তার
এতাধিক পরিমাণে করিব এবার,
বহিতে সে দণ্ডভার ভারগ্রস্ত হবে
অনুদিন অনুতাপ যন্ত্রণা সহিবে।
স্তব স্তুতি আপত্তি ওজর অশ্রুনীর

মানিব না কোনো কিছু কহিলাম স্থির,
নিষ্ফল সে সব চেষ্টা নাহি প্রয়োজন,
নির্ব্বাসন আজ্ঞা মম করো গে পালন।
মুহূর্ত্ত বিলম্ব যদি শুনি তাতে হয়
প্রাণদণ্ড সেই দণ্ডে জানিহ নিশ্চয়।—
শবদেহ লয়ে যাও। আইস সত্বর
অবশিষ্ট আদেশ শুনাব অতঃপর।
হত্যাকারী জন নহে ক্ষমার ভাজন,
প্রশ্রয়ে হত্যার হয় দুরাশা বর্দ্ধন।

(নিষ্ক্রান্ত।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

কপলতের উদ্যান।

জুলিয়েতের প্রবেশ।

জু। যাও—যাও—যাও শীঘ্র সূর্য্যরথবাহী
তুরঙ্গ তরস-গতি, অগ্নিময় ক্ষুর
ঘাতি ঘনদলপৃষ্ঠে—যাও অস্তাচলে ;
কি হেতু বিলম্ব করো এত ? ত্বরা করি
শ্রান্তি হরো, দিবসনাথেরে লয়ে গৃহে।
সুসারথি সূর্য্য-রথে আপনি অরুণ,
কষাঘাতে কেন না চালায় তুরঙ্গমে,
আনি দেয় তমসাবসনা তমস্বিনী!
আয় লো যামিনী সখী,—প্রিয় সহচরী,
ছড়াইয়া দে লো তোর ঘন প্রাবরণ,
দেশত্যাগী প্রবাসীরা যেন শীঘ্র তায়
হয় তন্দ্রা-অভিভূত,—প্রাণেশ আমার
প্রবেশে সহসা আসি এ ভুজ-লতায়—'
অলক্ষিত অন্যের—অন্যের অবিদিত'।

আয়, সখি, সুকৃষ্ণ বসন পরি তোর,
ঢেকে দে আমার এই কপোলযুগলে
মত্ত রুধিরের ক্রীড়া—অঞ্চলে লো তোর।
এসো, প্রিয়তম, এসো—রজনীর দিবা—
তামসী নিশিতে তুমি প্রকাশো তেমতি
দ্রোণপৃষ্ঠে হিমানী যেমতি! এসো নিশি,
প্রিয় সখি, দেখায়ে শ্যামল ভুরু-শোভা,
দে আমারে, দে স্বজনি, প্রাণেশ্বর মম!
গত-আয়ু যখন হবে লো প্রাণেশ্বর
রাখিস্ তাঁহার দেহ খণ্ড খণ্ড করি
তারকার রূপে করি দেহের ভূষণ!
তখন লো প্রিয়তম হবি এ ভূতলে,
করিবে না কেহ আর সূর্য্যের অর্চ্চনা।
এত সাধে প্রেম-অট্টালিকা করি ক্রয়
এখনও হলো না ভোগ, কি বিরক্তিকর।
এ দিবা কি ফুরাবে না!—বালকের যথা
পর্ব্বাহের পূর্ব্বনিশি ফুরায় না আর—
আছে যার পরিবার নব বাস ভূষা
(পরিধান করুক্ বা না) এ দিবসও
তেমতি আমার!—অই আস্‌চে ধাই-মা।
সম্বাদ আছেই কিছু: শুধু যদি তাঁর
নাম করে উচ্চারণ, তৃষিত শ্রবণে
সে বাণীও অতুলনা দেবের ভুবনে।

দড়ির সিঁড়ি লইয়া ধাত্রীর প্রবেশ।

জু। ধাই-মা, খপর কি গা—ও কি তোর হাতে?
আনিতে যে রজ্জু-আরোহণ আজ্ঞা দিলা,
তাই বুঝি?

ধাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই। (ভূমিতে নিক্ষেপ)

জু। ওগো, কি খপর্,—হ্যাঁ গা? অমন করে তুই বসে পড়্‌লি যে?

ধাই। হায় হায়, কি সর্ব্বনাশ!—বেঁচে নেই আর।

(মুখে কপালে চাপড়ানো)

বেঁচে নেই—বেঁচে নেই—বেঁচে নেই—আর। ও মা, আমাদের কি হ'লো মা—কি হবে মা—কোথা যাবো গা? হা কপাল্—হা অদেষ্ট—প্রাণে মারা গেল!

জু। ভগবান্, নিদারুণ হবেন কি, এত?
হায়, কি ঈশ্বর জীবের হিংসুক এমন!
কে আগে এ ভেবেছিল?—হা রোমিও হা!

ধাই। ঈশ্বর না হোন্—হ'তে পারে অন্য জন।—
হা রোমিও! রোমিও! এ কে আগে ভেবেছে

জু। রে পিশাচি, নরকযন্ত্রণা কেনে দিস্!
দয়া মায়া প্রাণে তোর কিছুই কি নাই?
রোমিও কি আত্মঘাতী হয়েছে রে তবে?
বল্ শুধু—হাঁ কি না।—হাঁ যদি বলিস্—
কঠোর পরাণে তোর দয়াবিন্দু নাই।
ও হাঁ-তে এতই বিষ—তক্ষকেরও বিষ
অতি ছার তার কাছে, আনিস্ নে মুখে—
জিহ্বা জ্বলে যাবে তোর সে বিষ-দাহনে!
হত্যা ক'রে থাকে তাঁকে কোনো আততায়ী—
তাতেও বলিস্ হাঁ কি না—
এ 'হাঁ' 'না'-তে মরা বাঁচা আমার নিশ্চিত।

ধাই। নিজের চোখে দেখেছি গো, কি চোট্ই বা সে!
আহা—সে দিকে কি চাওয়া যায়,—ওগো
এতোখানি গো!
ঠিক্ পাঁজোরের নীচে—কি গহেরা বাপ্!
বীর পুরুষের বুক—রক্ত ক্ষত-মুখে
ছোটে যেন পিচকারিতে—মাঝে মাঝে তার
গাঢ় ঘন কালিবর্ণ রক্ত পিণ্ডাকার!

সর্ব্বাঙ্গ ধূসর, আহা, পাঁশের মতন!
দেখে হায় আমারই যেন বা মূর্চ্ছা হয়!—

জু। হৃদয় বিদীর্ণ হ—বিদীর্ণ হ রে তুই!
ফেটে যা শতধা হয়ে! হতভাগ্য প্রাণ
নিঃস্ব হলি একেবারে সর্ব্বস্ব খোয়ায়ে!
রে তুচ্ছ মৃত্তিকা, তুই মাটিতে মিশে যা!
চলচ্ছক্তি এইখানে যা রে শেষ হয়ে;—
যা দেহ, হগে যা তাঁর একচিতাশায়ী!

ধাই। তেমন সহায় আর কে ছিল আমার,
অমন ভদ্দর কেউ আছে কি গো আর?
হা তৈবল—হা তৈবল! তোমার মরণ
আমাকেও দেখ্‌তে হ'লো!

জু। এ কি? ঝড় একবারে উল্‌টে গেলো যে?—
তবে কি রোমিও নয়? তৈবল গেছে মারা—
প্রিয়তম ভাই সে আমার?—না দুই-ই হত—
প্রাণতুল্য প্রিয় ভাই, পতি প্রাণাধিক!
এ জড় জগৎ তবে বৃথা কেন আর,
কেন না নিনাদে ঘোর প্রলয় বিষাণ
বিচূর্ণ করিতে বিশ্ব ভূমণ্ডল। কেবা আর
আছে তায়—নাই যদি তাঁরা—প্রাণাধিক
পতি প্রিয়, প্রাণতুল্য ভাই!

ধাই। তৈবল মরেছে—আর মেরে তৈবলেরে
রোমিও-ও দেশান্তরী।

জু। হা ঈশ্বর!
রোমিও তৈবল্‌-হত্যাকারী!

ধাই। সেই তারে মেরেছে গো!
কি দুঃখু কি—হায়!

জু। কে জানে এ কাল সর্প ছিল সে কুসুমে!—
সে বদন যার—তার হৃদি কি এমন?
কে জানে রাক্ষস-বাস সে রম্য গুহায়!

দুরাত্মা সুরূপ হেন! প্রেত দেবরূপী!
দ্রোণকাক কপোতের পক্ষ আচ্ছাদিত!
তরক্ষু দেখিতে মেষশিশু! অতি হেয়
বস্তু, তায় স্বর্গোপম শোভা! বাহ্য দৃশ্য
বিপরীত—হৃদয় পরাণ ঘৃণাকর!
দুরাত্মন্ শুদ্ধজীবী, অথবা সুভদ্র
নরাধম! হায়, বিশ্ব-প্রসূতা প্রকৃতি
গঠিলে যখন সেই স্বর্গের দেউল
মানব সৌন্দর্য্যরূপে, নরকে তখন
কি কাজে ব্যাপৃতা ছিলি তুই! নহে কেন
শঠতার বাসগৃহ হেন অট্টালিকা!

ধাই। ক'রো না কাহারো আর কথাটি প্রত্যয়,
কি পুরুষ কি মেয়ে, জেনো কেউই ভাল নয়,
অবিশ্বাসী মিথ্যুক সবাই গঙ্গাজলে
তামা তুল্‌সি হাতে ক'রে মিথ্যা কথা কয়!
সব শঠ সব মন্দ খাঁটি কেউই নয়।
এই সব ভেবে ভেবে এ দশা আমার—
সাধে বুড়িয়ে গেছি এতো—এতো কি বয়েস!
ধিক্ সে রোমোকে—তার মুখে কালি-চুন!—
ভুতোর বাপ্ আমার সে শিশিটা কোথা র‍্যা?

জু। ও কথা বলিস্ নে তোর জিহ্বা দগ্ধ হবে,
হইতে কলঙ্কভাগী জন্ম নয় তাঁর।
সে ললাট সিংহাসনে প্রকৃতি আপনি
অভিষেক করেছে স্বয়ং মর্য্যাদায়
সম্রাট্ করিয়া মহীতলে! আমি তাঁয়
ভৎসনা করিনু!

ধাই। ওগো করো কি—যে, ভাইকে তোমার
প্রাণে মেরে কল্লে খুন তারই গাচ্চো গুণ?

জু। গা'ব না পতির গুণ,—গা'ব তবে কার?
করিব কি পতিনিন্দা?—হা জীবিতেশ্বর,

কে এবে তোমার নাম উচ্চারিবে মুখে
মধুমাখা রসনায়, আমিই যখন
এতো নিন্দা করি তব, পুরেনি এখন(ও)
পূর্ণ তিন ঘণ্টা কাল, বরিনু তোমায়!
দুর্ব্বৃত্ত আমার ভাই মারিতে উদ্যত
তাই সে মারিলে তুমি তারে নিজ হাতে।
যা রে ও নির্ব্বোধ অশ্রু নেত্র হ'তে ফিরে
আদি উৎস তোদের যেখানে। এসেছিলি
ভুলে কর দিতে আনন্দেরে, সে এখন
নহে রে তোদের রাজা—তোদের ভূপতি
এবে খেদ। জীবিত আমার যিনি পতি,
তৈবল বধিত যাঁরে, নিহত তৈবল
পতিহন্তা হ'তো যেই; সুখের এ বটে!
কিন্তু হায়, শব্দ এক পশিল শ্রবণে
সেই ক্ষণে প্রাণে ব্যথা এত পাই তায়
মৃত্যুবার্ত্তা হতে(ও) অধিক। কত ইচ্ছা
করি ভুলিবারে, হায়, কিন্তু পারি কই?
মোছে না সে প্রাণ হ'তে, মোছে না রে যথা
পাপীর হৃদয় হ'তে দুষ্কৃতির স্মৃতি!
"তৈবল মরেছে আর রোমিও নির্ব্বাসে।"—
অই শব্দ, অই "নির্ব্বাসন" শব্দ, হায়,
বাজিল এতই প্রাণে—সহস্র তৈবল
মরিলেও, সে বেদনা হ'তো না মরমে।
তৈবলের মৃত্যুবার্ত্তা শুধুই প্রচুর,
অন্য বার্ত্তা সঙ্গে নাহি ছিল প্রয়োজন;
অথবা দুরন্ত দুঃখ ভালবাসে সদা
আসিতে লইয়া সঙ্গী; নতুবা কি হেতু
পিতা কিম্বা মাতা, কিম্বা পিতা মাতা দুই,
মৃত্যুর কবলগ্রস্ত কেন না শুনিনু;
সে দুঃখও হায়, ঘুচিত আক্ষেপ খেদে

না শুনিতাম যদি ঐ নিদারুণ কথা—
অই বাক্য "নির্ব্বাসন"—একাই উহাতে
পিতা মাতা—তৈবল—রোমিও জুলিয়েত—
সবারই মরণ, হায়, এক সূত্রে গাঁথা
কতই যে শোক তায়, পরিমাণ তার—
গভীরতা—বিস্তীর্ণতা—দৈর্ঘ্য—ব্যাপকতা—
উপজে না মনে মাপ সংখ্যা কি ওজনে!
ধাই, বাবা কোথা—মা কোথা?

ধাই। তৈবলের শব যেথা—
কাছে বসে আহা উহু কচ্চে গো কতই!
সেখানে যাবে কি—চলো।—

জু। চক্ষুজলে প্রক্ষালন করিছেন তাঁরা
তৈবলের ক্ষত দেহ, থামিবে যখন
অশ্রুজল তাঁহাদের, আমার তখন
প্রবাহিত হবে অশ্রুধারা, কেহ আর
ফোঁটা মাত্র ফেলিবে না রোমিওর তরে!
রজ্জুগুলি তুলে রাখো। হা মন্দ কপাল,
আমারও মতন তোরা বঞ্চিত হলি রে,
এনেছিল রাজপথ গঠিতে তো-সবে
মিলন-সুখের আশে কত! কিন্তু হায়,
অদৃষ্টে আমার বালবিধবার দশা!

ধাই। শোনো বলি, যাও এবে নিজের কুটীরে;
সান্ত্বনা করিতে তোমা—যাই আনিবারে
প্রিয় রোমিওরে তোর, জানি কোথা তিনি—
লুকায়ে আছেন সেই গোঁসাই-কুটীরে।

জু। যা, ধাই যা—আন্ গে খুঁজে, আমার মাথা খাস্
এ অঙ্গুরী দিস্ তাঁকে, বলিস্ একবার
শেষ দেখা দিয়ে যেতে।

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।)

তৃতীয় দৃশ্য

মধুরানন্দ গোঁসাইয়ের মঠ।

গোঁ। রোমিও, বাহিরে এসো। এত ভয় কেন?
তোমার গুণে কি দুঃখ মুগ্ধ হ'লো এতো?
না তুমিই দুঃখেতে এতো আসক্ত হয়েছ?

রো। গুরুদেব, কি আদেশ করিলেন ভূপ,
কি দণ্ড আমার? শীঘ্র বলুন সংবাদ।
নূতন দুর্ভাগ্য হেন কিবা আছে আর
পরিচয় তার সহ হইবে আবার!

গোঁ। সত্য বাপু, পরিচয় হয়েছে অনেক।
দুর্ভাগ্য সহিত তব; শুনো এবে বলি
করিলেন যে আদেশ নৃপ তব প্রতি।

রো। আর কি আদেশ হবে—প্রাণদণ্ড বিনা!

গোঁ। না হে না, সে দণ্ড নয়, মৃদুতর আরো
দিলা আজ্ঞা নরপতি। দণ্ড শুধু এই—
দেশান্তরে নির্ব্বাসন।

রো। নির্ব্বাসন? হায় প্রভু, করুণা করিয়া
বলুন নৃপতি-আজ্ঞা—প্রাণদণ্ড মম;
নির্ব্বাসনে ভয় যত, মরণে তা নয়,
বলো বলো কৃপা ক'রে—নহে "নির্ব্বাসন"।

গোঁ। বরণা হইতে শুধু নির্ব্বাসিত হ'লে
পৃথিবী আছে ত প'ড়ে বিপুল—বিশাল।

রো। বরণার প্রাচীরের বাহিরে, গোঁসাই,
পৃথিবী ত নাই আর; যা আছে কেবল
নরক—নরককুণ্ড—যন্ত্রণার দাহ!
এখান হইতে হওয়া নির্ব্বাসিত যাহা—
পৃথিবী হইতে হওয়া নির্ব্বাসিত তাই!
অতএব নির্ব্বাসন নাম নহে ঠিক্,
মৃত্যুই স্বরূপ নাম,—পৃথিবী সে এই।

নির্ব্বাসন নাম দিয়ে সোনার কুঠারে
হাসিতে হাসিতে যেন শিরচ্ছেদ করা।

গোঁ। মহাপাপ—মহাপাপ অকৃতজ্ঞ হওয়া;
দেশের বিধির মতে অপরাধ তব
বিচারে বধের যোগ্য; নৃপতি কৃপালু
তব পক্ষপাতী হ'য়ে, তাহে অবহেলি
নিদারুণ "মৃত্যু" পরিবর্ত্তে "নির্ব্বাসন"
বাক্য ধরিলেন মুখে;—এ নহে করুণা,
তবে করুণা কি আর?

রো। করুণা এ নহে প্রভু—পীড়ন নিষ্ঠুর—
মৃত্যুর হতেও এতে অধিক যন্ত্রণা:
স্বর্গ এই, এই স্বর্গে জুলিয়ে আমার;
কুক্কুর বিড়াল ক্ষুদ্র মূষিক প্রভৃতি
অপকৃষ্ট যত জন্তু এখানে থাকিয়া
নিরখিবে জুলিয়ার বদনমহিমা,
রোমিও একাই তাতে বঞ্চিত থাকিবে।
অতি তুচ্ছ মক্ষিকা(ও) পাইবে যে সুখ
রোমিও মনুষ্যদেহে না পাইবে তাহা।
স্বাধীন উহারা—শুধু আমি নির্ব্বাসিত।
বলিছেন আপনি প্রবাস মৃত্যু নয়;
ছিল না কি আপনার কোনো বিষৌষধি,
ছিল না কি আপনার ছুরিকা শাণিত,
কোনো কিছু উপায় যতই হেয় হোক্
অপঘাতমৃত্যু মম করিতে সাধন,
কেবল নিষ্ঠুর অই বাক্য এক মুখে
"নির্ব্বাসন"—হে গোঁসাই, অপবাক্য উহা
স্বর্গবিরহিত শুধু অসুরেরই সাজে।
গোঁসাই, বৈরাগ্যভাবে চিত্তে কি তোমার
নাহি করুণার বিন্দু, জিতেন্দ্রিয় হ'য়ে,
নির্ম্মম পাষাণ-প্রাণ পাপক্ষয়কারী,

সুহৃৎ আমার হয়ে—কোন্ প্রাণে তুমি
ছিঁড়ে কুটি কুটি কর এ দেহ আমার
"নির্ব্বাসন—নির্ব্বাসন" ব'লে বার বার।

গোঁ। ওরে ও নির্ব্বোধ, ক্ষেপা, এক্‌টা কথা শোন্—

রো। তুমি তো আবার সেই ঘুরায়ে ফিরায়ে
আনিবে সে কথা মুখে—সেই "নির্ব্বাসন"।

গোঁ। রক্ষামন্ত্রে কবচ লিখিয়া দেব তোরে
না যাবে নিকটে সেই কথা ;—দিব তোরে
তত্ত্বজ্ঞান—দুর্ভাগ্য প্রাণীর সুধামৃত—
যাবি ভুলে নির্ব্বাসন-যাতনা তাহাতে।

রো। ফের্ "নির্ব্বাসন"—দূর হোক্ তত্ত্বজ্ঞান।
একটি জুলিয়ে তায় হয় কি গঠন ?
পারে কি সরাতে তায় একটি নগর ?
পারে কি সে পালটিতে দণ্ডাজ্ঞা রাজার ?
এ যদি না পারে, সে কিসের তত্ত্বজ্ঞান।
রেখে দেও—রেখে দেও, ও কথা তোমার।

গোঁ। বটে বটে—ক্ষেপায় শোনে না বটে কাণে।

রো। শুন্‌বে কিসে—বিজ্ঞে যখন চখেও দেখে না।

গোঁ। ভালো, তোর অবস্থারই বিচার করা হোক্।

রো। বোঝো না যা, তার বিচার কি কর্‌বে তুমি ?
আমার মত হতে যুবা নব বিবাহিত ;
জুলিয়ে প্রেয়সী হ'ত, বধিতে তৈবলে,
মজিয়ে এ হেন প্রেমে হ'তে নির্ব্বাসিত,
তবে কথা বলিবার অধিকার হ'ত—
অধিকার হ'ত কেশ ছিঁড়িয়ে মাথার
লুণ্ঠিত হ'তে ভূতলে—যথা আমি দেখো।—

(নেপথ্যে কপাট ঠেলার শব্দ।)

গোঁ। ওঠো ওঠো ওঠো বাবা, রোমিও, লুকাও ;
হ্যা দেখো, কে আসে বুঝি !

রো। আমি ত উঠ্‌ছি নে, পারো লুকাইতে
যদি নিশ্বাসের ধূমে—লুকাও আমায়!

(নেপথ্যে ফের শব্দ।)

গোঁ। অই শোনো। (উচ্চৈঃস্বরে)—কে ওখানে?—
ওঠো না রোমিও!
ধরা গেলে আর কি।—(উচ্চৈঃস্বরে) একটু থামো—
যাই—যাই।—
যাও শীঘ্র আমার শয়নগৃহে।—(উচ্চৈঃস্বরে)—যাচ্চি,
কি বিপদ্! নারায়ণ—তোমারই ইচ্ছা হে!
কি বোকামি, হায়!—ওঠো বাপ্—(উচ্চৈঃস্বরে)
আস্‌চি, আস্‌চি—
কে তুমি হে!—কোথা থেকে? কি জন্যে এসেছো?

ধাই। আগে সেঁধুতেই দেও, বল্‌চি তার পর
কে আমি, কি জন্য আসি, কার কাছ থেকে।

(দ্বার খোলন।)

আস্‌চি আমি জুলিয়ের কাছ থেকে।

গোঁ। তবে এসো।

ধাত্রীর প্রবেশ।

ধাই। গোঁসাই ঠাকুর, ওগো শীগ্‌গির করে বলো
আমার মনিব সেই রোমিও কোথায়?

গোঁ। অই যে ধূলায় পড়ে কাঁদিছে দেখ না।

ধাই। ঠিক্ যে ঠাক্‌রুণের দশা, তাঁরো এই ভাব।

গোঁ। কি কষ্ট, কি কষ্ট, হায়!

ধাই। মেয়েটাও ঠিক্ অম্‌নি দিন রাত ধরে
ফোঁৎ ফোঁৎ কচ্চে আর ফেল্‌চে চখের জল;
মুখ চোখ ফুলে গেছে।—ওঠো ওঠো, ও কি গো, পুরুষ হয়ে কচ্চো কি ও! উঠে দাঁড়াও—ওঠো।

রো। কে ও, ধাই?

ধাই। আজ্ঞে হ্যাঁ।—ম'লেই তো সব ফুরুলো!

রো। তুমি কি বল্‌ছিল্লে; হ্যাঁ গা, সেই জুলিয়ের কথা ?
কি বল্‌ছিলে ধাই ? তিনি ভেবেছেন কি গা
হত্যাব্যবসায়ী আমি—ক্রূর আততায়ী ?
আমাদের আনন্দের শৈশবেই বটে
হয়েছে আনন্দস্রোত রুধিরে মিশ্রিত।
সে রুধিরও অন্তরঙ্গ জনের আবার।
কি বল্লে ? ক্যামন্ আছেন—কি কচ্চেন্—হ্যাঁ গা ?

ধাই। কখনও শয্যায় পড়ে—কখনও ধরায়,
কখনও শিহরি উঠি করেন বিলাপ
"তৈবল—তৈবল" ব'লে, কখনও চীৎকার
"রোমিও কোথায় গেলে" ব'লে ভূমে পড়ে।

রো। আমারই এ নাম তবে অগ্নি-অস্ত্ররূপে
নির্গত হইয়া তাঁর বক্ষ করে চূর!
গোঁসাই, আমায় ব'লে দিন কোথা এই
শরীরে আমার—কোন্ বা জঘন্য ভাগে
স্থিতি সে নামের, আমি এখনি তাহায়
শাণিত ছুরিকাঘাতে খণ্ড খণ্ড করি।

(অসি নিষ্কাষণ।)

গোঁ। থামো থামো, কর কি ? নিবারো অর্ব্বাচীন
নৈরাশ্য-উত্থিত হস্ত।—পুরুষ কি নও ?
আকারে নেহারি বটে, কিন্তু নেত্রনীরে
নারীর হইতে হেয়। ক্রোধের অধৈর্য্যে
অরণ্যের পশু সম। সত্য বলি, আগে
ভাবিতাম ধীর শান্ত প্রকৃতি তোমার।
ভালো যেন বধেছ তৈবলে, তা ব'লে কি
আপনারে বধিবে আপনি ? বধিবেও তারে
তুমি যার দেহ মন প্রাণের পরাণ ?
হিংসি নিজ প্রাণে হবে ঘোর পাপভাগী!
দৈব—জন্ম—এ সংসার—সকলি সদয়
তোমা প্রতি; চাও কি হারাতে একেবারে

এ শুভ সংযোগ এ তিনের ! ধিক্ তোমা—
ধিক্ ও গঠনে—প্রেমে—বুদ্ধিতে তোমার !
মোমের পুতলি মাত্র তোমার ও দেহ,
পুরুষের সাহসবিহীন। সত্যবদ্ধ
প্রেম—সেও হবে মিথ্যা বাণী ! হায় ! হায় !
হ'তে চাও হন্তারক সে প্রেমের তুমি
শপথ করিয়া যায় করেছ গ্রহণ,
হুতাশন সাক্ষী করি সত্য কর যায়
আজীবন পালন করিবে প্রাণপণে।
বুদ্ধি—যাহা সুরূপের প্রেমের ভূষণ
তোমাতে বিকৃতি-প্রাপ্ত দুর্ব্বুদ্ধি সে আজ !
বৃথা নষ্ট হয়, যথা নষ্ট হয় বৃথা
মূর্খ সৈনিকের হস্তে, অজ্ঞতায় তার,
বারুদ অনলকণা পরশে হঠাৎ !
তুমিও তেমতি নিজে প্রজ্বলিত হয়ে
অজ্ঞতায় আপনার ভস্মীভূত হও
আপন দেহ-রক্ষণ প্রহরণ-ঘাতে !
কি হয়েছে, কি কারণ নিরুৎসাহ এত ?
হও পুরুষের যোগ্য ; জুলিয়ে তোমার—
যাহার কারণ এই ক্ষণকাল আগে
হয়েছিলে মৃতবৎ—এখনও জীবিত।
সুখের কারণ এক এই।
টৈবল্টের অভিলাষ বধিতে তোমায়
তুমি করিয়াছ সেই বিপক্ষে নিধন।
সুখের কারণ সেও এক।
বিধির বিধানে দণ্ড মৃত্যুই তোমার,
অনুকূল সেই বিধি তুষ্ট নির্ব্বাসনে।
সুখের কারণ সেও বটে।
সৌভাগ্যের ধারা বর্ষে তোমার উপর।
সুসজ্জ হইয়া সুখ ডাকিছে তোমায়

ক্রীড়া করিবার সাধে, তুমি কি না তায়
অসন্তুষ্ট নারী সম ওষ্ঠ বক্র করি
সৌভাগ্য—প্রেয়সী—সবই ঠেলিছ চরণে।
সাবধান—সাবধান, এই সব লোক
মরে অতি কষ্ট ভুগি। যাও এবে ত্বরা
প্রিয়ার নিকটে—যথা ভাগ্যের লিখন।
গিয়া কাছে কর গে সান্ত্বনা-সুধা দান;
বিলম্ব ক'রো না আর শীঘ্র যাও সেথা।
দেখো, কিন্তু এসো চলে না ফুটিতে আলো,
প্রহরায় প্রহরীরা বসিবার আগে,
নতুবা নারিবে যেতে মাঞ্চুয়া নগরে!
সেইখানে কিছু দিন থাকো গে এখন,
সময় বুঝিয়া পরে করিব প্রচার
তব পরিণয়তথ্য, ক্রমে বন্ধুগণে
শান্ত করি সকলেরে স্বমতে আনিব,
ভূপতি-প্রসাদে শেষে মার্জ্জনা লভিয়া
ফিরায়ে আনিব দেশে। দেখিবে তখন
ছাড়িবার কালে খেদ হয় এবে যত
ফিরিবার কালে সুখ শতগুণ তার।—
যাও ধাই, আগে তুমি; মেয়েকে তোমার
জানাইও মম আশীর্ব্বাদ। ব'লো আরো
বাটীর সবারে শীঘ্র শয়নে পাঠান,—
শোকভারগ্রস্ত সবে শীঘ্র রাজী হবে।
রোমিও এখনি যাবে সেথা।

ধাই। উঃ! কি বিদ্যেই গো!—যেন কথক ঠাকুর!
এমন জ্ঞানের কথা—সারা রাত ধরে
দাঁড়িয়ে শুন্‌লেও তায় পা ব্যথা করে না!—
কি হুজুর, আসি তবে, বলি গে ঠাক্‌রুণকে
ঠাকুরটি আস্‌চেন তোমার।—

রো। হ্যাঁ, যাও বলো গে ;—ছাখো, আরো বলো তাঁরে
আমায় গঞ্জনা দিতে থাকেন প্রস্তুত।

ধাই। এই অঙ্গুরিটি নিন—সঙ্কেতস্বরূপ
দিতে দিয়াছেন তিনি।—আস্থন সত্বর,
সন্ধ্যা হয়ে এলো।

(নিষ্ক্রান্ত।)

রো। (অঙ্গুরি হস্তে লইয়া) কতই আশ্বস্ত হলাম।

গোঁ। এসো বাপু, আর হেথা থেকো না।—জয়োহস্তু—
যাও শীঘ্র।—এই হেথা দ্রব্যাদি তোমার।
হয় ছেড়ো রাত্রিশেষে চৌকি না বসিতে,
নয় কল্য প্রাতে ছেড়ো ছদ্মবেশে কোনো।
কিছু কাল মাঞ্চুয়াতে থাক গে এখন ;
ভৃত্যকে তোমার আমি পরে খুঁজে নেব।
তার হাতে সমাচার পাঠাব পশ্চাৎ
ঘটনা যেমন হেথা ঘটিবে যখন।
এসো বাপু, একবার কর আলিঙ্গন ;—
জয়োহস্তু—কল্যাণ হোক্।—এসো—এসো তবে।
রাত্রি হয়, শীঘ্র যাও ;—স্বস্তি—স্বস্তি—এসো।

(পদধূলি লইয়া রোমিও নিষ্ক্রান্ত।)

চতুর্থ দৃশ্য

কপলতের বাটীর একটি কুঠারি

কপলত, তাঁহার স্ত্রী এবং পারশের প্রবেশ।

কপ। ছাখো বাপু, নানাখানা বিপদ্ আপদে
এতই ছিলাম ত্রস্ত, এ কদিন আর
কোন দিকে পারি নাই কিছুই করিতে।
তৈবলের মৃত্যুশোক এতই লেগেছে
মেয়েটাকে, এ সময়ে তারে পারি নাই
বল্‌তে কিছু সাহস করে।—তবে কি না
জন্মিলেই মৃত্যু আছে—সবাই মরিবে!

এ শোক তাহার কিছু নিয়ত রবে না।
রাত্রি আজ হয়েছে অনেক, আজ আর
বলাই হবে না কোনো কথা। বল্‌তে কি
তুমি আছ তাই ; তা না হ'লে কোন্ কালে
যেতাম শয্যায়।

পা। এ ঘোর দুঃখের দিনে
আমিও বল্‌ব না কিছু তাঁয় ; কিম্বা হেন
সুযোগও দেখি না কিছু।—আসি তবে আজ।

ক-পত্নী। আজ ভোরে বল্‌বই নিশ্চয়, তবে কি না—
তার ইচ্ছা সেই জানে মনে। দিন রাত
দ্বার রুদ্ধ রয়েছেই ঘরে ; শোকে তাপে
আহা, যেন মরারই দাখিল।

ক। কপালে যা থাকে কাল বলবই সে কথা,
আমার কথা কি আর পার্‌বে সে ঠেলিতে ?
যা বল্‌বো কর্‌তেই হবে,—সে কথা নিশ্চয়।—
ছাখো গিন্নি, শুইতে যাবার আগে আজ
একবার বলে যেতে চাও তার কাছে
পারশের বিয়ের কথাটা।

ক-পত্নী। দেখ্‌বো চেষ্টা।

ক। হাঃ হাঃ, আজ সোমবার ; বুধবার তবে,
বড় কাচাকাচি হচ্চে। ভাল, তবে হোক্
বৃহস্পতিবার দিন :—পারশ, কি বল ?
পার্‌বে ত উদ্যোগ কর্‌তে এরি মধ্যে সব ?
তত কিছু আড়ম্বর হ'তে ত পাচ্চে না—
হচ্চে বড় তাড়াতাড়ি, আত্ম অন্তরঙ্গ
গুটিকত নিয়ে কাজ সেরে নিতে হবে।
নইলে লোকনিন্দা হবে, বল্‌বে—গত-আয়ু
টৈবল সে দিন এই—এরি মধ্যে এতো
ধুম্‌ধাম্।—তাই ভাল, বৃহস্পতিবারই তবে।—
পারশ, ইহাতে কি বল তুমি ?

পা। ভালই তো;
আপনার আজ্ঞা তার আর কি অন্যথা?
(স্বগত) আমি বলি কাল হ'লে আরো ভাল হ'ত

ক। এসো, বাপু, বৃহস্পতিবারই তবে ঠিক্।
গিন্নি তাকে শোবার আগে বলে যেতে চাও
সে যেন প্রস্তুত থাকে। তাকেও ত বটে
চেয়ে চিন্তে নিতে হবে।—এসো তবে বাপ্!
কে আছিস্ রে, আলো ধর।—তাই ত এ কি,
কত্ রাতিই হয়েছে,—এ কি ভোর না কি?

(নিষ্ক্রান্ত।)

পঞ্চম দৃশ্য

জুলিয়েতের ঘর।

রোমিও ও জুলিয়েতের প্রবেশ।

জু। এখনি যাবে কি নাথ, এখনও রজনী;
অই যে ডাকিছে শ্যামা—পাপিয়া ও নয়!
ওরি স্বর ভয়াতুর শ্রবণে তোমার
বিন্ধিছে সুতীক্ষ্ণতর। প্রত্যহ নিশিতে
দাড়িম্বের ডালে বসি ডাকে ও অমনি।
সত্য বলি প্রাণনাথ—শ্যামা ডাকে অই।

রো। ও ত শ্যামা পাখী নয়, পাপিয়া ডাকিছে,
প্রভাতের দূত ও যে প্রভাতী গায়িছে,—
দেখো প্রিয়ে, আকাশের পূর্ব্ব দিকে চেয়ে
হের দেখো আহা! ভাঙা ভাঙা মেঘগুলি
পাশে পাশে কিবা জরি দিয়ে সাজায়েছে
সূর্য্যকর-রেখা! হিংসা করি আমাদিকে
যামিনীর দীপ সব নিবিয়া গিয়াছে।

দেখো কি সহাস্য মুখ, কুজ্ঝটি-আবৃত
অচলমালার শৃঙ্গে দাঁড়ায়েছে দিবা
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে করি ভর।—যাই, প্রিয়ে, যাই,
বাঁচাই জীবন—হেথা মরণ নিশ্চয়।

জু। ও নহে দিবার আলো, জানি আমি জানি,
কোনো উল্কাপিণ্ড হবে, সূর্য্যবাষ্পময়,
সূর্য্যরথ সঙ্গে শূন্যে ঘুরিতে ঘুরিতে
আকাশে পড়িছে খসে পথ হারাইয়া,
দীপ্তিধারী হয়ে এবে নামিছে ধরায়
পথ দেখাইয়া তোমা সঙ্গে নিয়ে যেতে
মাঞ্চুয়াতে।—থাকো নাথ, আরো কিছু কাল,
যাইবার সময় এখনো হয় নাই।

রো। প্রিয়ে, ইচ্ছে তব থাকি হেথা,—ভাল, থাকিলাম
ধরে ওরা ধরুক্—পরাণে মারে—সই—
প্রিয়ার বাসনা যাহা, আমারও তাহাই।
বলিছেন উনি "নহে ও অরুণ-আঁখি"
আমি(ও) বলি তাই, পাংশুবর্ণ শশী-আভা
মেঘের আড়ালে। কিম্বা নহে শুনি উহা—
পাপিয়ার স্বর, উচ্চে উঠি যাহা
ঠেকিছে গগনবক্ষে অভ্র ভেদ করি।
চিন্তাভারে নত আমি, আমিও চাহি না
ছাড়িতে এ স্থান—সাধ থাকিতেই হেথা।
এসো মৃত্যু, স্বাগত সম্ভাষ করি তোরে,
প্রিয়ার বাসনা এবে তাই। প্রাণেশ্বরি,
এসো করি সুখালাপ—দিবা এ তো নয়।

জু। দিবা বটে—দিবা বটে। যাও নাথ যাও,
যাও ত্বরা করি ক্ষণ বিলম্ব ক'রো না।
পাপিয়ারই স্বর অই!—হায়! আজি মম
তান লয় সুর জ্ঞান সকলি গিয়াছে!
সকলি ঠেকিছে আজ বিরস কর্কশ

শ্রুতিমূল-বিদারক। আহা, কি মধুর
প্রভাতে পাপিয়া-স্বর—সে স্বরও আমার
শ্রবণ-কুহরে বাজে কুঠার সমান!
কেহ বলে ভেক আর পাপিয়া পাখীতে
চক্ষু বিনিময় করে, স্বরও বিনিময়
করিত যদ্যপি আরো ছিল ভাল তায়
বাহুর বন্ধন ছিন্ন হ'ত না এরূপে
আমাদের।—এসো নাথ, এসো, ক্রমে আলো
বাড়িতে চলিল।

রো। বাড়িতে চলিল ক্রমে
আমাদেরও বিপদ্ আঁধার।

ধাত্রীর প্রবেশ।

ধাই। ও মেয়ে!

জুলি। কে গো,—ধাই?

ধাই। ও মা, দেখা দেছে আলো, আস্‌ছেন এ দিকে
গিন্নিমা ঠাকুরুণ, দেখো সাবধান হৈও।

(ধাত্রী নিষ্ক্রান্ত।)

জু। রে গবাক্ষ, আন্ রে দিবার আলো ঘরে,
দে নিবায়ে জীবনের আলো চিরতরে!

রো। প্রাণেশ্বরি!—বিদায় এখন হই তবে,
একটি বার অধরে অধর স্পর্শ কর,
তা হ'লে এখনি নামি আমি।

(চুম্বন দান ও রোমিওর অবরোহণ।)

জু। গ্যালে কি,—হে প্রাণেশ্বর হৃদয়বল্লভ!
হে আর্য্য, হে প্রাণপতি, সু-সুহৃৎ মম!
প্রতি দিন প্রতি ঘণ্টা লিপি লিখো, নাথ,
প্রত্যেক মুহূর্ত্ত আমি দিবস গুণিব।—
এ গুণনে কতই বরষ হবে গত
আবার যখন পুনঃ পাইব সাক্ষাৎ?'

রো। বিদায়, হৃদয়েশ্বরি! ছাড়িব না আমি
কখনো কোনো সুযোগে জানাতে তোমায়
প্রণয়-উচ্ছ্বাস আর প্রিয় সম্ভাষণ।

জু। ফের্ দেখা হইবে কি নাথ?

রো। সংশয় কি তায়?
তিলার্দ্ধ ক'রো না দ্বিধা। সে পুনঃ মিলনে
কতই না হবে সুখ এ সব স্মরিয়া।

জু। কি মন্দ-ভবিষ্য-ভাবী হৃদয় আমার,
তোমায় নিরখি নাথ, যেন শবদেহ—
পাংশুল বিবর্ণ জীর্ণ শ্মশানে শায়িত।
হয় দৃষ্টিহারা আমি—নয় তোমা হেরি
পাণ্ডুর নিশ্চয় অতিশয়।

রো। হায় প্রিয়ে,
আমিও তোমায় ঠিক দেখি সেই মত।
কিছুই ও নয়, শুধু খেদে আমাদের
হৃদয়শোণিত শুষ্ক হয়েছে এ তাই।—
বিদায়, হৃদয়েশ্বরি, বিদায়—বিদায়!

(রোমিও নিষ্ক্রান্ত)

ক-পত্নী। (নেপথ্যে)
জুলিয়ে,—জুলিয়ে? শয্যা ত্যাগ করেছ কি?

জু। কে ডাকে গা,—মা, না কি ও? ও মা, এত ভোরে?
এখনো শোও নি হ্যাঁ গা? না কি এত ভোরে
উঠিয়ে এসেছো হেথা।—এ কি ভাগ্য মম,
হ্যাঁ মা, হেথা পদার্পণ তব?—কেন মা, এ
রীতিবিপরীত গতি তব?

কপলত-পত্নীর প্রবেশ।

ক-পত্নী। ও মা, এ কি?
কি হয়েছে,—এমন কেন?

জু। অসুখ বড়, মা।

ক-পত্নী। তা হবে না—খালি কান্না—খালি দীর্ঘশ্বাস,
তা কাঁদ্‌লে কি আর ভাইকে পাবি ফিরে ?
তাই বলি, মা, ক্ষান্ত দে। কখনো তা বটে
অতি শোক হয় অতি স্নেহের লক্ষণ।
কখনো বা অতি শোক অজ্ঞান লক্ষণ।

জু। তা হোক্ মা, আমায় কাঁদ্‌তে দেও মা এ দুঃখে,
না কেঁদে এহেন শোকে কেমনে থাকিব ?

ক-পত্নী। লাভ কি বল্—ক্ষতিই শুধু তাতে। হায়,
হারাণ-বন্ধুরে কি রে ফিরে পাওয়া যায় ?

জু। কিন্তু যারে হারাইয়ে প্রাণ কাঁদে এতো,
না কেঁদে তাহার তরে, থাকা কি গো যায় ?

ক-পত্নী। বুঝি বা সে নরাধম বেঁচে আছে বলে'
প্রাণে তোর এত শোক, নহে সে কেবল
ভায়ের মৃত্যুতে তোর।

জু। কে নরাধম হ্যাঁ মা ?

ক-পত্নী। আর কে—রোমিও নরাধম।

জু। (স্বগত) তাঁতে আর নরাধমে অনেক অন্তর।
(প্রকাশ্যে) নারায়ণ, অপরাধ ক্ষমা কর তাঁর।
আমি ক্ষমা করি তাঁয় প্রাণের সহিত।
অথচ তাঁহার জন্য এত দুঃখ প্রাণে
তত আর কারো তরে নয়।

ক-পত্নী। দুরাচার
আজো মরে নাই তাই বুঝি।

জু। হ্যাঁ মা, তাই ;
না পাই ছুঁইতে তারে এ ভুজ প্রসারি
তাই এ দারুণ দুঃখ হৃদয়ে আমার—
এত ইচ্ছা নিজ হাতে দণ্ড দিতে তায়।

ক-পত্নী। সে দণ্ড আমরা দিব, প্রতিহিংসা শোধ
দিবই—দিবই—তারে, ভাবনা কি তায় ?
সে জন্যে কেঁদো না তুমি। দুরাত্মা পামর

পলাইয়া আছে এবে মাণ্টুয়া নগরে,
অতি শীঘ্র সেখানে পাঠায়ে কোন লোক
ব্যবস্থা করিব হেন, কোন সুঔষধি
সেবন করায়ে তায় পাঠাবো সেখানে
টৈবল গিয়াছে যেথা।—তা হলে তো হবে ?

জু। মা, আমার হবে না তায় ; যতক্ষণ আমি
না হেরি সে রোমিওরে—মৃত—ততক্ষণ
এ হৃদয় শোকতপ্ত রবে সর্ব্বক্ষণ।
দেও, মা, আমায় হেন কোন লোক তুমি
দিব হলাহল আমি মিশ্রিত করিয়া
পান মাত্র তখনি সে ঘুমায়ে পড়িবে।
যে নাম শুনিয়ে হায় ভাবিয়ে অস্থির
পারি না নিকটে গিয়া হৃদি মথি তার
ভ্রাতার স্নেহের শোধ দিতে।

ক-পত্নী। চিন্তা নাই,
দিব লোক একজন অতি শীঘ্র আমি,
প্রস্তুত করিয়া রাখো দ্রব্যাদি তোমার।—
এখন শোন্ গো এক হর্ষের সংবাদ,

জু। এ দুঃখের সময়ে মা হর্ষের সংবাদ
একান্তই প্রয়োজন,—বলো মা, কি বলো,
কি এমন আহ্লাদের কথা ?

ক-পত্নী। শোনো বলি,
তোমার কারণ সদা সতত চিন্তিত
পিতা তব, তাই তিনি ঘুচাতে তোমার
দারুণ এ মনস্তাপ, আনন্দের দিন
এক করেছেন স্থির, যা তুমি কখনও
আশাও করো নি, আর আমিও ভাবি নি।

জু। এমন হর্ষের দিন কি মা, তা বলো না ;
মা, তোমার পায়ে পড়ি, বলো না কি দিন ?

ক-পত্নী। ওগো, এই বৃহস্পতিবারে বিয়ে তোর।
সম্ভ্রান্ত সৎকুলজাত সর্ব্বগুণধর,
রাজার আত্মীয় আর সাহসী শ্রীমান্
পারশ পুরুষ ধীর মহা ধনবান্
পরিণেতা হবে তোর হয়েছে সুস্থির ;
বড় সুখী হবি মা তুই।

জু। হা কৃষ্ণ, হা দেব!
এই আহ্লাদের দিন! কখনো তো এতে
হব না গো সুখী আমি। এতো তাড়াতাড়ি—
কথাবার্ত্তা হ'ল না,—হ'ল না দেখাদেখি
দুজনায় আমাদের, হঠাৎ অমনি
বিবাহের দিন স্থির—এ কি কথা হ্যাঁ মা?
মা, তুমি বাবাকে ব'লো এ বিয়ে কর্‌বো না,
কোনো বে-ই এখন কর্‌ব না মা আমি।
পরে যদি কখনও ইহার পরে করি,
বরং সে রোমিওকে বিবাহ করিব,
(জানো ত মা আমি তারে কত ঘৃণা করি)
তবু পারশেরে আমি বরিব না কভু।
বড় আহ্লাদেরই কথা বটে!

ক-পত্নী। অই আস্‌চেন তিনি,
নিজেই তুমি বলো তাঁকে, শোনো কি বলেন।

কপলত ও ধাত্রীর প্রবেশ।

ক। সূর্য্য যখন অস্তে যায় তখন শিশির ঝরে,
ভাইপো-রূপ সূর্য্য অস্তে ঝড় বৃষ্টি করে।
কি কচ্চে সে, এখনো কি তেম্‌নি জলের কল,
দিবা রাত্রি কান্নাকাটি চক্ষে ঝরে জল ;
ক্ষুদ্র দেহে বেশ করেচে তিনটিরই নকল,
একটি সাগর—একটি জাহাজ—একটি ঝড় বাদল।
চক্ষু দুটি সাগর—তাতে জোয়ার ভাটা খেলে,

দেহটি তার জাহাজ—যেন পালে উড়ে চলে,
শ্বাস নিশ্বাস নেত্রজলে ঝড় ঝাপটের বল্—
হঠাৎ বন্দ না হয় যদি—যাবে রসাতল।—
শুনিয়েচ কি, ও গিন্নি, আমাদের সে কথা?
ডিক্রি করে বসেছি তা হবে না অন্যথা।

ক-পত্নী। বলেছি—তা, ও কিছুতেই শোনে না সে কথা।
হতভাগী, হাড়হাবাতি, চুলোর সঙ্গে ওর
বে হয় ত বাঁচি আমি।

ক। রেগো না—রেগো না,
একটু স্থির হও গিন্নি, একটু সামাই করো;
আমার সঙ্গে এসো দেখি, শুনি ও কি বলে।
সে কি কথা—চায় না তাকে, পারশ যদ্যপি
বিবাহ করে উহাকে, ওরি ত সে শ্লাঘা।
সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা ওর;—রূপ গুণ
কি ওর এতো—যোগ্য পাত্রী হবে ও তার?
তবে কি না এ ঘটনা কত যোগাযোগে
আমরা ঘটিয়েচি তাই। আমাদের প্রতি
কৃতজ্ঞ না হয়ে আরো অমত তাহাতে?

জু। না বাবা, ইহাতে কিছু শ্লাঘা ত দেখি না,
ঘৃণা যায় হয়, তায় শ্লাঘা কি আবার?
কিন্তু ভালবেসে যাঁরা ঘৃণার(ও) সামগ্রী
দিতে চান—কৃতজ্ঞ তাঁদের কাছে আমি।

ক। কি বল্লি, পাজী বেটী—ভণ্ড কুতার্কিক!
"শ্লাঘা" নাই—"কৃতজ্ঞতা"? বটে, আর
"কৃতজ্ঞতাও" নয়। শোন্ বলি আমি তোকে
"শ্লাঘা, কৃতজ্ঞতা তোর" শিকেয় তুলে রাখ্,
প্রস্তুত হ'গে যা এখন, ভাল যদি চাস্,
ভাল মানুষের মত কথাটি না কয়ে
ধীরে ধীরে বোস্ গিয়ে দানের আসনে।
না যদি তা কর্‌বি, তবে হিঁচড়ে নিয়ে যাবো।
দূর হ এ বাড়ী থেকে শুট্‌কি প্যাঁচামুখী।

জু। বাবা তোমার পায়ে ধরি, একটি কথা শোনো,
একটু স্থির হও বাবা—

ক। (দূর হ লক্ষ্মীছাড়ী—
বেরো আমার বাড়ী থেকে, নইলে এখনি
মুণ্ডুটা না ধরে তোর ছ্যালে দেবো ছেঁচে।
তবে আমার গায়ের এ জ্বালা দূর হবে।
শোন্ বল্‌চি, বৃহস্পতিবার যদ্যপি না তুই
স্বচ্ছন্দে বে ক'রে তাঁর ধর্ম্মপত্নী হোস্,
তবে তোর মুখ আর কখনো দেখবো না।
চুপ করে রইলি যে? জবাব দিস্ নে ক্যানো?
উঃ, হাতটা নিস্‌পিস্ কচ্চে, কি বল্‌বো আর
দু'হাত দিয়ে মুণ্ডুটা তোর টেনে ছিঁড়ে নিলে
তবে আমার এ রাগ যায়।—গিন্নি হ্যাদে ছ্যাখো,
কত দিন তোমায় আমায় করি কত খেদ
ভগবান্ একটি বই দেন নি আমাদিকে,
একটিই এখন দেখ্‌ছি এক শ হ'তে বাড়া।
হায় কেনো এ পাপিষ্ঠা আমাদের ঘরে!—
দূর হ প্যাঁচামুখী—দূর হ মর্।)

ধাত্রী। ভগবান্ ওর ভাল করুক্। আহা, এমন্ করে গালমন্দ পাড়তে আছে গা। মনিবই হও আর যেই হও—তোমারি তো দোষ।

ক। ক্যানো, বিজ্ঞ ঠাক্‌রুণটি, ক্যানো বলো দেখি, চুপ কল্লে হয় না ভাল; না হয় বক্‌বক্ কর্‌গে যা তোর ইয়ার্‌নীদের কাছে।—থাম্ বল্‌চি।

ধাই। ও মা, আমি কি এমন মাথাকাটা কথা বলেচি, এতো রাগ কেন?

ক। যা যা—যা সরে যা, ছ্যাখ্।

ধাই। ও বাবা, হাঁ পাত্তে পাবে না কেউ।

ক। থুবড়ী বুড়ী, থাম্ বল্‌চি—নয় এখান থেকে যা। কার্দ্দানি দেখাগে তোর কল্লানীদের কাছে, যা হেথেকে—হাঁদী।

ক-পত্নী। বড্ড বেশী রেগেচো।

ক। রাগ্‌বো না? এ যে খেপে যাবার কথা।

দিন নেই, রাত নেই, সন্ধ্যে কি সকাল
অষ্টপোর অহর্নিশি ঘুমন্ত জাগ্রত
সদা চিন্তা কিসে ওকে সুপাত্রকে দি ;
এত কাল পরে পাই সুপাত্র একটি—
উচ্চ বংশ, সম্ভ্রান্ত, কুলীন, উচ্চ পদ,
ধন অর্থ, জমিদারি, বাগান বাগিচা,
ঘর বাড়ী গাড়ী ঘোড়া অঠেল্ অগাধ,
সুপুরুষ সাহসী সুন্দর বুদ্ধিমান্,
নানা গুণে বিভূষিত, সমাজে সুখ্যাত,
এ পাত্রকে লক্ষ্মীছাড়ী আবাগী নির্ব্বোধ,
প্যান্‌পেনে কাঁদুনে ছুঁড়ী, বলে কি না "চাই না,"
"ও বিয়ে কর্‌বো না আমি," "প্রণয় হবে না"
"আমি কচি খুকি আমায় অব্যাহতি দেও"।—
ভালো, না করিস্ বিয়ে আইবড়ো থাক্,
তা হলে না হয় আমি করি সে মার্জ্জনা।
কিন্তু এ বাড়ীতে আর পাবি নে থাকিতে ;
যা খুসি—যেখানে ইচ্ছা—চরে খেগে যা।
এই আমার সার কথা জানিস্ নির্যাস,—
ব্যঙ্গ পরিহাসে নাই আমার অভ্যাস।
এখন দেখ্‌গে ভেবে, বুঝ্‌গে ভালো করে,
বৃহস্পতিবার ত্যাখ্ অতি সন্নিকট,
ঠিক্ ঠিক্ ভেবে, বুকে হাত দিয়ে বুঝে
বলিস্ আমাকে, আমি তাতেই হব রাজি।
এই পাত্রে দেব বিয়ে, আমার যদি হোস্ ;
তা যদি না হোস্, তবে প্রতিজ্ঞা আমার
ভিক্ষা কর্—শুকিয়ে মর্—পথে থাক্ মরে—
চেয়েও দেখব না। পিতৃকুল নরকস্থ—
এই দিব্য করিলাম সবার সাক্ষাৎ—
তার পর যদি আর মেয়ে বলি তোকে।
আমারো যা কিছু তার কড়া কপর্দ্দক

কোনো উপকারে তোর কখনো আসবে না।
সত্য বলি এ কথায় করিস্ প্রত্যয়—
চৌদ্দ পুরুষ নরকস্থ মিথ্যা যদি হয়।

(নিষ্ক্রান্ত।)

জু। হায়, স্বর্গবাসী দেব, কেহ কি তোমরা
পাও না দেখিতে মম হৃদিমর্ম্মতল,
কি দুঃখে আমি যে দুঃখী কেহ কি দেখো না?
হে জননি, তুমি গো মা, ত্যেজো না আমায়,
পথের ভিখারী করে দিও না তাড়ায়ে।
একটি মাস—সাতটি দিন—বিলম্ব করো মা,
এ বিবাহ করিতে সমাধা, তা না হয়
সাজাও বিবাহস্থান তৈবল-শ্মশানে।

ক-পত্নী। কথাটি বলিস্ নে আর।—বলিস্ নে আমায়,
যা ইচ্ছা কর্‌গে যা তুই, চাই না তোকে আর।

(নিষ্ক্রান্ত।)

কপলত-জননীর প্রবেশ।

ক-জ। হ্যাঁ নাত্‌নি, এ কি কথা শুন্‌তে পাচ্ছি সব?
পারশ্‌কে বিয়ে কত্তে চাস্ নে না কি তুই?
এ কি বুদ্ধি হোল তোর, ও পোড়াকপালী,
রূপে গুণে ধন দৌলতে যোড়া যার নেই
তাকে যদি মনে ধরে না, তবে তোমার বর,
পৃথিবীটে খুঁজেও আর মিল্‌বে না কোথাও।
মনের কথাটা তোর বল্ দেখি কি, খুলে?

জু। মনের কথা আবার কি?—বে কোরবো না আমি।

ক-জ। বে করবে না বটে। তোর যে বড় দেখ্‌ছি তেজ!
তোর কথাতেই হবে না কি? তাই বুঝি ভেবেছ?
ঢের দেখেছি কলির মেয়ে—তুই সবার সেরা,
বাপের কথা, মায়ের কথা, পিতামহীর কথা,

এমন করে ঠেলে ফেল্‌তে কোথাও ত শুনি নি।
কি মেয়ে হয়েছিস্ তুই, ধিক্ ধিক্ তোকে।
বলে গেল বাবা তোর—ওজর করিস্ যদি
সবাইকে মারবে ঝাঁটা, নিজে হবে খুন।
মিছে র‍্যালা করিস নে আর, থাক্‌বে না ওজোর।
পারশুকে বে কত্তে হবে, সেটা জানিস্ ঠিক্।
ভাল যদি চাস্ তবে বুঝে সুঝে চল্।
কুবুদ্ধি না ছাড়িস্ যদি, যা ইচ্ছে কর্।

(কপলত-জননী নিষ্ক্রান্ত।)

জু। ধাই রে, কিরূপে ইহা নিবারিত হবে?
ভগবান্—ভগবান্, রাখো হে আমায়,
তুমিই সহায় দেব! তুমি স্বর্গধামে
একাকী রমণী আমি পৃথিবীতে পড়ে।
কি হবে কি হবে ধাই, বলো কি উপায়!
হা দেব জগৎপতি, ছলিতে কি আর
ছিল না তোমার কেহ, বালিকারে তাই
বেড়িয়াছ, হে চক্রিন্, বিড়ম্বনাজালে?
কি উপায় বল্ ধাই। হ্যাঁ গা, তোর মুখে
একটিও কি সান্ত্বনার মিষ্ট কথা নাই?
হায়, কি হবে আমার!

ধাই। আছে বই কি, এই শোনো—রোমিও প্রবাসী?
প্রকাশ্যে এখানে আর পাবে না আসিতে;
দাবি দাওয়া করিবে যে তোমার উপর,
সে পথ নাহিক আর তার। দুঃসাহসে,
ফেরেও যদি সে হেথা, থাকিবে লুকায়ে,
অতএব আমি বলি, বিচারে আমার
তোমার উচিত হয় এ বিয়েই করা—
এই ধনী পাত্রটিকে। আহা, কি সুন্দর!
বাজপক্ষী সম চক্ষু কিবা তেজ(ই) তায়।
এঁর কাছে রোমিও ত ছড়াহাঁড়ীর ন্যাতা।

দেখো মেয়ে, বড়ই সৌভাগ্য এ তোমার ;—
দ্বিতীয় পতিকে নিয়ে খুব সুখী হবি,
কেন না, এ তার চেয়ে সর্ব্বাংশেই ভাল।
আরো দেখো প্রথমটা—সে মরারই দাখিল
বেঁচেও যখন তাকে পাবে না'ক আর
এবে তার মরা বাঁচা দুইই সমান।

জু। ধাই, তোর এ সব কি মনোগত কথা ?

ধাই। "মনোগত" কি গো—এ যে প্রাণগত কথা!
না হয় তো দুয়ের মাথাই খাই।

জু। তথাস্তু।

ধাই। কি—কি বল্লে ?

জু। বল্‌চি যে, সান্ত্বনা তুমি উত্তমই দিয়েছ,
অতি পরিপাটি, ধাই, সান্ত্বনা এ তোর,
বলোগে গিন্নিকে, এবে আমি মঠে যাই।
বাবার আমার প্রতি বড়ই বিরাগ,
তাই আমি যাই সেথা ঠাকুর দর্শনে ;
অন্তর সুস্থির কিছু হয় যদি তায়,
আর যদি মাথা খুঁড়ে ঠাকুর দেব্‌তায়
বাবার বিরাগ কিছু কমাইতে পারি।

ধাই। উত্তম ঠাওরেচ,—এ তো বড় ভাল কথা।
এখন আমি যাই।

(ধাত্রী নিষ্ক্রান্ত।)

জু। কি পিশাচী মাগী এ গা, পাপিষ্ঠি চণ্ডাল!
কিন্তু এর পাতকের কোন্‌টা গুরুতর,—
এরূপে আমায় ধর্ম্মচ্যুত হতে বলা,
না, যে মুখে প্রিয়তমের শত শত বার
প্রতিষ্ঠা করেছে কত, সেই মুখে ফের
হেন কুৎসা নিন্দা তাঁর।
যা কুটিলা কুমন্ত্রিণী—দুষ্টা পাপীয়সী,
আজ হতে তো আমার প্রাণ দুই দুই।

যাই গোঁসায়ের কাছে—তিনি কি বলেন ;—
সব ব্যর্থ হ'লে শেষ মৃত্যু নিজ হাতে।

(নিষ্ক্রান্ত।)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গোঁসায়ের মঠ।—কুটীর।

(গোঁসাই উপবিষ্ট।—জুলিয়েতের প্রবেশ।)

জু। ঠাকুর, সময় হবে কি, না আস্‌বো পরে।
গোঁ। না, তেমন কাজ হাতে নাই,—কেনো গা মা!
জু। কবাটটা ভেজিয়ে দিন,—ঠাকুর, আমায়
বিপদে উদ্ধার করে বাঁচান বাঁচান।
একা আমি বিপদ্‌সাগরে মরি ডুবে।
কি উপায় বল প্রভু, নিরুপায় আমি!
সকল ভরসা আশা ফুরায়ে গিয়াছে,
আপনি চরণে যদি রাখেন এখন।
গোঁ। দুহিতে, তোমার দুঃখ আগেই জেনেছি,
ভাবিয়ে না পাই খুঁজে বুদ্ধিতে আমার
প্রতিকার কিছু তার।—শুনিয়াছি নাকি
এই বৃহস্পতিবারে বিবাহ তোমার
ধনাঢ্য পারশ সঙ্গে সুস্থির হয়েছে,
তার আর কিছুতেই হবে না অন্যথা।
জু। শুনেছেন বলে দেব, বলুন কি ফল,
না পারেন যদ্যপি সে অশুভ বারিতে?
উপায় তাহার যদি বলেন আপনি
আপনার বহুদর্শী জ্ঞানের বাহির,
বলেন যদ্যপি আরো মম প্রতিজ্ঞায়
কলুষ নাহিক কিছু, তা হ'লে এখনি

উপায় করিব নিজে এই অস্ত্রাঘাতে।
জগতের পতি যিনি তিনিই আপনি
আমাদের দুই হৃদি করিলা সংযোগ,
আপনি করেন যোগ কর দোঁহাকার ;
সে কর আবার যদি অন্য কারো করে
হয় বদ্ধ পুনরায়, কিম্বা এ হৃদয়
হয় অন্যজনগামী—হেন অবিশ্বাসী,—
তা হ'লে করিব দুইই ছিন্ন এ আঘাতে।
বহুদর্শী বহুজ্ঞানী আপনি গোঁসাই
উপদেশ হেন কোন করুন আমায়
যাতে রক্ষা পাই এই বিপদ্‌সাগরে।
বলুন সংক্ষেপে—আর চাহি না বাঁচিতে।

গোঁ। মা, তুমি সুস্থির হও ;—এক যুক্তি আছে,
পারো যদি অবলম্ব করিতে তাহায়।
এ বিবাহ নিবারণ উদ্দেশে যখন
মরিতে উদ্যত তুমি, তখন বা বুঝি
সে উপায়ও অবলম্ব করিতে পারিবে,
মৃত্যু অনুরূপই তাহা, পারো যদি বলো
সাহসে বান্ধিতে বুক, বলি সে উপায়।

জু। এ কুকার্য্য অপেক্ষা বলেন যদি প্রভু,
পড়িয়া মরিতে অই দুর্গচূড়া হতে,—
তাও পারি ; পারি তা-ও বলেন যদ্যপি—
ভ্রমিতে দস্যুর সাথে ; অহি সঙ্গে বাস
এক গৃহে ; ক্রোধিত ঋক্ষের সহ এক-ই
শৃঙ্খলে থাকি বাঁধা ; কিম্বা থাকি একা
শবদেহ সঙ্গে বাঁধা অস্থিশয্যা'পরে
শ্মশানেতে। হৃৎকম্প হতো আগে ভাবি
যে সকল, পারি সবি এবে অকাতরে,—
নারি কিন্তু কুপত্নীর কলঙ্ক সহিতে।

গোঁ। ধরো তবে, যাও গৃহে এ আরক ল'য়ে,
হওগে সম্মত এ বিবাহে। কাল নিশি—
কাল বুধবার—বিবাহ-পূর্ব্বাহ্লকাল
থাকিবে একাকী, ধাইও যেন নাহি থাকে
নিকটে তোমার, কিম্বা সে শয়নগৃহে।
ল'য়ে এই শিশি সঙ্গে উঠিবে শয্যায়,
উঠিয়াই, এই যে দেখিছ এতে জল
করিও তখনি পান; পানমাত্রে ইহা
সর্ব্বাঙ্গ শরীরে তব শিরায় শিরায়
বোধ হবে ছুটিতেছে যেন কোন রস
সুশীতল, সুনিদ্রালু অতি; দ্রুতগামী
হইবে ধমনী,—দেহে না রবে উষ্ণতা,
রুদ্ধ হয়ে যাবে শ্বাস; সজীবতা চিহ্ন
কিছু দেহ-অবয়বে না রবে তখন।
শুকাইবে ওষ্ঠাধর, গণ্ডের গোলাপ
হইবে পাণ্ডুর বর্ণ, নয়ন-গবাক্ষ
নিমীলিত,—নিমীলিত যথা অক্ষি, যবে
যমরাজ মুদেন জীবনরূপ দিবা।
বিশিথিল, আড়ষ্ট, অনুষ্ণ, হিমবৎ,
হবে দেহ গ্রন্থি সর্ব্ব, সর্ব্বাঙ্গ শরীর,
এহেন নির্জীবভাবে থাকি দেড় দিন
উঠিবে জাগিয়া পরে সুপ্তোত্থিত যেন।
বিবাহবাসর-প্রাতে আসিবে যখন
গৃহ-পরিজন সবে নিকটে তোমার,
দেখিবে নির্জীব তুমি, তখন তোমার
দেহ নিক্ষেপের আগে (আত্মঘাতী দেহে
নহে বিহিত সৎকার) মঠে আনি শব
লক্ষ্মীনারায়ণজীর মন্দির সম্মুখে
অর্দ্ধদিন কাল রাখি যাইবে চলিয়া,—
যথা চির কুলপ্রথা তব। ইতিমধ্যে

মাঞ্চুয়া নগরে লোক পাঠাইব আমি
রোমিওরে এখানে আনিতে অতি ত্বরা।
পূর্ব্ব হতে সাবধানে থাকিব শ্মশানে
দুই জনে প্রতীক্ষা করিয়া মোহচ্ছেদ।
জাগ্রত হইবা মাত্র সেই নিশিযোগে
তোমা লয়ে রোমিও ফিরিবে মাঞ্চুয়াতে।
স্ত্রীস্বভাব-সুলভ ভয়েতে যদি নহ
ভীত, কিম্বা লুব্ধচিত্ত (নানা বাসনায়—
চঞ্চল রমণীচিত্ত সদা), তবে এই
সদুপায় একমাত্র বিপদে তরিতে।

জু। দেও ঠাকুর, এখনি দেও,—ভয় পাবো—
সে ভয় ক'রো না;—এবে নির্ভয় পরাণ
মন মম।

গো। তবে ধরো লও, শীঘ্র যাও।
দৃঢ়মনে এ সঙ্কল্প করগে সাধন;
আশীর্ব্বাদ করি, হও সিদ্ধমনোরথ।
অবিলম্বে দিব বার্ত্তা ভর্ত্তারে তোমার
দূত পাঠাইয়ে তাঁর কাছে—এসো তবে।

(জুলিয়েত কর্ত্তৃক শিশি ও গোঁসায়ের পদধূলি গ্রহণ)

জয়োঽস্তু কল্যাণ হোক্।—স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি।

(জুলিয়ে নিক্রান্তা।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

কপলত-ভবন।

কপলত, কপলত-পত্নী ও ধাই ইত্যাদির প্রবেশ।

ক। কে কোথা কি কচ্চে, একবার দেখে আসি;
নিজের চ'খে না দেখ্‌লে কোন কাজই হয় না।
ও গিন্নি, বেটী তো ঠাকুরবাড়ী গিয়েছিল,
গোঁসাই তাকে দুটো চাট্টে বুঝিয়ে 'বলে থাকে

মনটা তার নরম কিছু হ'লেও হতে পারে।
নচ্ছার বেটী— পাজি বেটী—একগুঁয়ের শেষ।

জুলিয়ের প্রবেশ।

এই যে আমার আপ্তগর্জি মেয়েটি আস্‌ছেন।
তার পর—খপর কি ? কোথা গিছলি হ্যাঁ গা ?

জু। বাবা, আমি গিছলুম গোঁসায়ের মঠে ;
গাল মন্দ খেয়ে প্রাণে বড় ব্যথা পাই,
তাই গিয়াছিনু সেথা। দেব-আশীর্ব্বাদে
পারি যদি কিছু শান্তি করিবার তাব,
সেই সঙ্গে তোমারও ক্রোধের কিছু শান্তি।

ক। তার পর—তার পর !

জু। গোঁসায়ের উপদেশে মনটা এখন
হয়েছে অনেক সুস্থ, এখন বুঝেছি,
মহাপাপ অবাধ্যতা কথায় তোমার।
অকৃতজ্ঞ হওয়া ঘোর পাপ। উপদেশ তাঁর—
পদানত হয়ে, পিতঃ, তোমার চরণে
করিতে ক্ষমা প্রার্থনা—হইতে সম্মত
এ বিবাহে। পিতঃ, ক্ষম অপরাধ মম।
এ মিনতি আমার তোমার শ্রীচরণে।
(চরণে প্রণিপাত।)

ক। (মহা উল্লাসে জুলিয়েকে উঠাইয়া এবং তাহার শিরঃঘ্রাণ ও মস্তকচুম্বন করিয়া)
ওঠো—ওঠো ;—ও কি করিস্—কেনো ও আবার।
ওরে—কে আছিস্, যা—যা এখনি—এই দণ্ডে
আন্ গিয়ে পারশেরে, কালই গোধূলিতে
এ দুটোর গাঁটছড়া বেঁধে দিয়ে বাঁচি।
কি জানি কখন কিসে আবার ফস্‌কাবে।

জু। না বাবা,—আর ফস্‌কাবে না।

ক। ভাল—ভাল, বেশ বেশ,—এম্নিই ত চাই।
মুখ তুলে কথা কও, মেশো খোসো হেসে।
ওরে, কে গেলি রে আন্‌তে তাঁকে, শীগ্‌গির যা।
ভাল গোঁসাই—ভাল—ভাল বাহাদুরি বটে,
দেশশুদ্ধ লোকটাকে রক্ষা করে দেছো।

জু। ধাই মা, আমার সঙ্গে তুমি যাবে কি গা ঘরে?
কোন্ গয়না কোথা চাই, কি সজ্জা করিলে
খুল্‌বে ভালো, দেখে শুনে, বেছে গুছে দেবে।
কালই হ'ল দিন।

ক-পত্নী। কাল নয় গো—পরশু,
কাল সবে বুধবার, কাল কি হতে পারে!

ক। রেখে দেও ও কথা, ঢের সময় আছে।
সব দিক্ আমি দেখব, একা করব সব।
তুমি ঘরে বসে থেকো, এক পাও ন'ড়ো না।
যাও ধাই যাও, যা বলে, করো গে তাই।
আঃ—তবু ঘুরে ফিরে, শেষ একগুঁয়েটা
ঠিক পথে দাঁড়িয়েছে এসে। কি স্ফূর্ত্তিই
হচ্চে প্রাণে! বুক থেকে যেন কি একটা
বোঝা নেমে গেল।

(কপলত নিষ্ক্রান্ত।)

তৃতীয় দৃশ্য

জুলিয়েতের কক্ষ।

জুলিয়েত ও ধাত্রী।

জু। ঝি-মা, তবে এসো এখন, ঢের রাত হয়েছে;
বাছা গোছা এক রকম ত শেষ করা গেছে,
একটু এখন শোও গে যাও, আবার খাটুনি
আছে কাল সারা দিন, আমারও চোখ দুটো
যেন জড়িয়ে আস্‌চে ঘুমে।

কপলত-পত্নীর প্রবেশ।

ক-পত্নী। তোরা কি এখনো জেগে?
আমিও যাব না কি?—দরকার থাকে বল্।

জু। না মা, না, তুমি শোওগে, কোনোও কাজই নেই।
দু'জনেই আমরা সব প্রায় শেষ করিছি।
ধাইমাকেও শুতে যেতে বল্‌ছিনু এখন।

ক-পত্নী। য়ো-ও কি থাকবে না কাছে?—ও থাক্ না কেন?
থাক্‌লই বা সারা রাত, তায় ক্ষতি কি?

জু। কাজ ত কিছু নেই, তবে মিছে কেন থাকা;
ঘুম ধরেছে বড়, আমি এখনি ঘুমোবো,
কাছে থাক্‌লে কেউ, তাতে ঘুমের ব্যাঘাত
হবে দু'জনেরই আরো—গল্প গুজব ক'রে।
না মা, না,—দু'জনেই তোমরা যাও। না হয় ধাই
থাকুক্‌গে তোমার কাছে, ঢের কাজ হাতে
আছে ত তোমার, ওকে তোমার(ই) দরকার।

ক-পত্নী। তবে ঘুমো তুই, ঘুমে তোর প্রয়োজন বটে।
কদ্দিন ঘুমুস্ নে—আহা, ঘুমো।

(কঃ-পত্নী ও ধাত্রী নিষ্ক্রান্ত।)

জু। ঈশ্বর(ই) জানেন কবে দেখা হবে ফের!—
এ কি হলো! শীতে যেন রি-রি করে দেহ,
বরফের কণা ছোটে শিরায় শিরায়,
অবসন্ন যত অঙ্গ, হৃৎকম্প ঘন,
হৃদয়ের রক্ত যেন জমিয়া যেতেছে।
ডাকি ওদের—ভয় হচ্চে—ধাই-মা—ও ধাই!
না না না,—কেন বা ডাকি—কি করবে সে এসে!
সে ভীষণ কাজ হবে একাই সাধিতে।—আয় তবে,

(শিশি গ্রহণ)

এ ঔষধি না ফলে যদ্যপি
তবে কি আমার কাল বিবাহ নিশ্চয়!
না;—তুমি থাকো হেথা,

(কোমর হইতে ছোরা খুলিয়া নিকটে স্থাপন)
তখন আছে এই।
যদি এ বিষাক্ত হয়, গোঁসাই আমায়
বধিতে কৌশলে যদি দিয়ে থাকে ইহা,
আপনার অপযশ করিতে গোপন ?
আমার ও রোমিওর গোপন বিবাহ
তিনিই ইহার আগে করেন সাধন,
বোধ হয় ইচ্ছা তাই বধিতে আমায়।
না, তা কদাচ নয়, তিনি শুদ্ধমতি
চিরদিন, সকলে বিদিত সর্ব্বকালে।
তাই যেন নাই হলো, কিন্তু শবভূমে
অসাড় এ দেহ দেবে ফেলে, প্রিয় যদি
পূর্ব্বে তার না হন সেখানে উপস্থিত,
কি হবে আমার দশা হায়, নিশাকালে
সে শ্মশানে একা আমি থাকিব কেমনে!
ভয়ঙ্কর স্থান সেই, শুনেছি সেখানে
ত্রিযাম নিশীথ ঘোরে প্রেতযোনি যত
নর-অস্থি নৃকপাল লয়ে ক্রীড়া করে ;
হাসি ঘোর অট্টহাস বিকট চীৎকার
জীবিতে পাইলে করে কত বিভীষিকা,
কেহ যদি বাধা দেয় তাদের ক্রীড়ায়
জীবন্ত ধরিয়ে তারে দশনে চিবায়!
কেমনে শুনিব একা সেখানে পড়িয়া,
সে অট্ট বিকট হাসি, ক্রন্দনের রোল
শ্রবণ মাত্রেতে নরে হৃৎকম্প যায়,
কিম্বা মূর্চ্ছাপাত কিম্বা মৃত্যু অকস্মাৎ।—
তিন দিন মাত্র হ'ল মরেছে টৈবল,
প্রেতত্ব ঘোচে নি আজো তার,
সে যদি আসিয়া কাছে সম্মুখে দাঁড়ায়
রুধিরাক্ত ক্ষতস্থানে অঙ্গুলি ছুঁয়ায়ে,

কিম্বা অস্থিখণ্ড তুলি ক্রোধে হানে শিরে
প্রচণ্ড মুদ্গর তুল্য, কে বাঁচাবে তবে!
অই যে নেহারি অই প্রচণ্ড আভায়
জ্বলে তার আঁখিদ্বয়।—করে অন্বেষণ
ছুটে ছুটে চারি দিকে বিপক্ষেরে তার।—
দাঁড়াও তৈবল ভাই, দাঁড়াও দাঁড়াও
দাঁড়াও রোমিও, আমি এই এনু ব'লে,—
তোমারই উদ্দেশে পান করি এ গরল!

(আরক পান এবং শয্যায় পতন।)

চতুর্থ দৃশ্য

কপলতের ভবন।

কপলত-পত্নী এবং ধাত্রীর প্রবেশ।

ক-পত্নী। ধাই, ধর্ এই নে চাবিগুলো, রান্নাঘরে কিসের জন্যে চেঁচাচেঁচি কচ্চে, যা একবার দেখে আয়।

ধাই। রান্নাঘরে নয় গো, ভেন্ ঘরে। গরম মসলা আর জাফ্রান এলাচ বাদাম কিস্মিস্ আর কি কি চাচ্চে।

ক-পত্নী। তা যাই চাক্, দিগে যা বার ক'রে।

(ধাই নিষ্ক্রান্ত।)

(কপলত স্বয়ং ভেন্শালের দিকে কিছু অগ্রসর হইয়া)

ক। কি হে, তোমাদের কদ্দূর;—নেও, হাত চালিয়ে নেও—কদ্দূর এগিয়েচে—মতিচুর, নিখুতি, সীতেভোগ, রসগোল্লা, ক্ষীরমোহন, ছানাবড়া, পান্তুয়া, পরেটা, পাঁপোর, শিঙ্গেড়া, আলুর দম, পটোলের পুর, চপ, কাট্লেট, কোফ্তা, কাবাব, কোর্মা, লুচি, রুটী, মালপো, আরো যে কি কি, এ সব কদ্দূর হয়েছে? আর বাকি কি কি?

ধাই। তুমি যাও না, শোওগে যাও, অতো ফপরদালালি কেনো, রাত জেগে কাল একটা ব্যামো করে বস্বে দেখ্চি।

কপ। আরে না, এতে আমার কিছু হবে না; রাত জাগা আমার অভ্যেস আছে, দরকারে কখনো কখনো সারা রাতই জেগেছি, তাতেও কিছু হয় নি। আমাকে আবার ব্যামোর ভয় দেখাও কি? একটি রগ্‌ও ধর্‌বে না।

(একটা বস্তা ধরাধরি ক'রে তিন জন চাকরের প্রবেশ।)

কি র্যা ও?

১ম চাকর। এজ্ঞে ভেন্‌শালের জন্যে এক বস্তা রিফাইন চিনি।

কপ। যা যা, শীগ্‌গির নিয়ে যা।

(ভৃত্যগণ নিষ্ক্রান্ত।)

ওরে ও, তুই যা তো, খুব শুক্‌নো শুক্‌নো দেখে কাঠ বোঝা কত, ভেন্‌শালে দিয়ে আয়। তুই পার্‌বি বাচাই করে নিতে, না হয় ভূতোর বাপকে ডাক্‌, চিনিয়ে দেবে এখোন।

চাকর। হুজুর, আমাকে আর কাট চেনাতে হবে না। (কিঞ্চিৎ অনুচ্চস্বরে) আমার মত কাট্‌চোটাকে আর কাট চেনাতে হবে না, কাট কেটে আমি আকাট চিনি।

কপ। মন্দ বলে নি, এ ব্যাটার দেখ্‌চি রসিকতা বোধ আছে। (নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি) ঈস্‌—রাত পুইয়েছে—ভোর যে!—ও ধাই, ও গিন্নি, এখনো কি কচ্চ, উঠে তোমাদের কি কি মেয়েলি শাস্ত্রের কাজটাজ কত্তে হয়, করে ফ্যালো না। জল সওয়া—ছিরি সাজানো—চাল ধোয়া আর যা কিছু থাকে। আরো সব মেয়েদের ডাকো না। তাড়াতাড়িতে বাড়ীর মেয়েছেলেদের কাকেও তো আনা হয় নি। দুটো চাট্টে পাড়াপড়্‌সির মেয়ে চেয়ে আনো না। চাওয়া চাউই বড় কত্তেও হবে না, শুনলিই এখন লাফিয়ে আস্‌বে—বের নামে বুড়ীরা পর্য্যন্ত ছুঁড়ি সাজে। ওঠো, শীগ্‌গির ওঠো।

(নিষ্ক্রান্ত।)

পঞ্চম দৃশ্য

জুলিয়েতের শয়নগৃহ।

ধাত্রীর প্রবেশ।

ধাই। ও মেয়ে, ওঠ্ না গো, কি অগাধ ঘুমই বাবু!
ও বাছা জুলিয়ে, তুই এখনও শুয়ে কেন,
দেখ্ দেখি এদিকে কত রোদ্দুর দেখা দেছে।
ও মা লক্ষ্মী তুমি যে মা, আজ বের ক'নে,
ওঠো মা, ওঠো শীগ্গি, ওঠো সোনার চাঁদ!
সাড়া শব্দ নাই—এ কি, ঠেলে তুল্‌তে হলো;
ও খুদে মা, মাঠাক্‌রুণ, ও মা কাঁচা সোনা!
তবুও ওঠে না এ যে,—দেখি কি হয়েছে!

(মশারির কোণ তুলিয়া)

এ কি, এ যে সাজকোজ ক'রে শুয়ে আছে!
ঘুমের ঘোরে দেখ্‌চি ফের শুয়ে পড়েছে!
ঠেলে তুল্‌তে হ'ল। (গায়ে হাত দিয়া
ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে।) ও মা রাজলক্ষ্মি,—ওঠো;
লক্ষ্মী মা আমার—ওঠো না গো, ওঠো ওঠো।
এ কি সর্ব্বনাশ! ওগো, কে কোথা তোরা গেলি,
মেয়ে যে আড়ষ্ট কাষ্ঠ, নিশ্বেস পড়ে না,
হা কপাল, হায় হায়! ওগো এ কি হ'ল,
আয় না গো একজন কেউ—ছুটে আয় হেথা,
চোখে মুখে দে না জল;—হা অভাগ্গি হায়!
হা জুলিয়ে, তোর মৃত্যু চ'খে দেখতে হ'ল?
হা কপাল, হা কপাল,—হায়, হায়, হায়!
ও কত্তা—ও গিন্নি, শীগ্গির হেথা এসো এসো,
দেখ এসে কি হয়েছে। (শিরে করাঘাত।)

কপলত-পত্নীর প্রবেশ।

ক-পত্নী। অ্যাতো কিসের গোল ?

ধাই। (মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে) হা কপাল, হা কপাল !

ক-পত্নী। ওগো কি হয়েছে বল্ ?

ধাই। আর কি হবে গিন্নি ঠাকৃরুণ কপাল পুড়েছে।
ওগো বাছা জুলিয়েকে যমে কেড়ে নেছে।

ক-পত্নী। (ঊর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া।) কি হয়েছে ?—কি হয়েছে ?

ধাই। আর কি হবে, গিন্নিঠাকৃরুণ,—কপাল ভেঙেছে !
হায় হায় ! জুলিয়েকে যমে কেড়ে নেছে।

ক-পত্নী। ও জুলিয়ে, ও মা, তুই অমন করে কেন ?
একবারখানি চেয়ে দেখ্। আমি যে তোর মা।
তুই যে চখের মণি, ও মা, পরাণ-পুতলি !
সাত রাজার ধন মাণিক তুই যে—কে হরিল তোরে !
তুই বিহনে ফকির হব—ও মা একটি কথা ক।
ধড়ে প্রাণ আস্মুক ফিরে—একটিবার চা।
আমি যে দুখিনী মা তোর—কোথা যাবি ছেড়ে।
একবার কোলে আয় মা আমার, ডাক্ মা, মা মা ব'লে।
ও কর্ত্তা, কোথা গেলে একবার হেথা এসো !
ও গো তোরা কে কোথা গো, একবার ডেকে দে।
হায় হায় কি হ'ল গো—প্রাণ ফেটে যায় !

কপলতের প্রবেশ।

ক। ঘর থেকে বার কত্তে তোরা এখনো পাল্লি নে।
চল ত কোথা সে, দেখি—আমি সঙ্গে যাই।

ধাই। আর কোথা সে—যমে কেড়ে নেছে।

ক-পত্নী। দাঁড়িয়ে কেন আর—হায় কপাল ভেঙ্গেছে
হৃদয়-সর্ব্বস্ব ধন যমে হরে নেছে।
হা রে দগ্ধ বিধি, তোর এই ছিল মনে।

ক। অ্যাঁ, বলো কি ? চল তো যাই আমি ; দেখি গে কি।

(গৃহে প্রবেশ করিয়া গায়ে হাত দিয়া।)

তাই তো এ যে নাড়ী নেই, হাত পা ঠাণ্ডা সব
সর্ব্বাঙ্গ বরফ যেন—দেহ কাষ্ঠবৎ।
ওষ্ঠ ছুটি ফাঁক, যেন সেই পথ দিয়া
নির্গত হয়েছে শ্বাসবায়ু হায়, যথা—
অকালে তুষাররাশি হইলে পতন
সকল মাঠের শোভা পুষ্পটি যেমন
হইয়ে তুষারময় হয় শোভাহীন,
এ দেহ-কুসুম 'পরে ছড়ায়ে তেমতি
শমন হরেছে শোভা এর।

কপলত-জননীর প্রবেশ।

ক-জ। কৈ, কোথা জুলিয়ে, সর্—সর্ দেখি সব, দেখি,
এই যে আমার মা জননী—সোনার প্রতিমে
মা আমার, তুমি চল্লে—আমি থাক্‌বো পড়ে।
পারবো না তা—পারবো না তা, সঙ্গে নিয়ে চল্।

(জুলিয়ের বক্ষে পতন)

ধাই। পোড়া দিন
হায় হায়, কোথা থেকে এলো।

ক-পত্নী। কি ছুর্দ্দিন,
কি ছুর্দ্দিন হায়!

ক। হা রে, নিদারুণ কাল,
এরে চুরি করে নিলি আমাকে কাঁদাতে
শুধু, তবে কেন এবে না দিস্ কাঁদিতে
জিহ্বা বাঁধিয়ে নিগড়ে ?

মধুরানন্দ গোস্বামীর প্রবেশ।

গোঁ। কৌলিক প্রথানুমত কন্যা তো প্রস্তুত
যাইবারে বিগ্রহ-দর্শনে ?

ক। যাইতে প্রস্তুত, কিন্তু ফিরিবারে নয়!
বিবাহ করেছে যম কন্যাকে আমার
গত নিশি। এবে যম জামাতা আমার।
অই দেখো কোলে ক'রে কাল আছে ব'সে—
আহা, কি কুসুম নষ্ট করেছে পাষণ্ড
দুরাচার।—এখন মরিব আমি, যমে
দিব ধন অর্থ যথাসর্ব্বস্ব আমার,
এখন সে যমই একা সে ধনে দায়াদ!

(গোস্বামী ও কপলতের বহির্ব্বাটীতে গমন।)

ক-পত্নী। হা দগ্ধ, দুর্দ্দশাপূর্ণ দুঃখময় দিন,
অনাদি অনন্তগতি কাল(ও) কখনো
এমন কদর্য্য ঘৃণ্য জঘন্য কুদিন
দেখে নাই চক্ষে তার; হা নির্দ্দয়,
একাকী—দোসর-শূন্য—সবে মাত্র এই
ছিল কন্যাধন মম এ জগত মাঝে
হর্ষ প্রবোধের তরে, তারেও শমন
চুরি করি নিয়ে গেলি দৃষ্টির বাহিরে।

(নিক্রান্ত।)

ধাই। পোড়া দিন, আঁটকুড়ো, লক্ষ্মীছাড়া দিন;
পোড়ামুখো, ভালখেকো, সর্ব্বনেশে দিন,
ও দিন—কুদিন তুই—ঘোর মন্দ দিন,
কালামুখো হেন দিন কখনো দেখি নি।
হায় হায়, কি দুঃখের—কি দুঃখের দিন!

(রোরুদ্যমানা কপলত-জননীকে লইয়া নিক্রান্ত।)

ষষ্ঠ দৃশ্য

কপলতের বাটীর সদর মহল।

কপলত ও গোঁসাইয়ের প্রবেশ।

(পারশের বাটী হইতে দ্রব্যাদি লইয়া
কতিপয় লোকের প্রবেশ।)

আগন্তুক। (জনৈক ভৃত্যের প্রতি) বাড়ীতে কান্না গোল এত কিসের ?—কি হয়েছে গা ?

ভৃত্য। হবে আর কি—এতো জাঁক, এতো ধুম, এতো বাজ্‌না, এতো বাজী, এতো রোস্‌নাই—সব মাটি হলো। হায়,—কনেটি মারা গেছে।

আগঃ। কি বল্লে, কি বল্লে—কি সর্ব্বনাশ। মারা গেছে ? কি ব্যামো হয়েছিল ?

(কপলতের নিকটবর্ত্তী হইয়া)

হুজুর, এই সব দ্রব্যাদি আপনকার জামাতার বাটী থেকে উপঢৌকন এসেছে।

ক। আর কেন ? আর কেন ? কি জন্যে এ সব ?
ফিরে নিয়ে যাও ঘরে ; দুহিতাকে মম
সঁপিয়া দিয়াছি তুলে কৃতান্তের কোলে ;
যম তারে নিয়ে গেছে আপন আলয়ে।

আগঃ। হুজুর, কিসে এমন হলো ? হঠাৎ এমন কিসে হলো ?

ক। মাথামুণ্ডু জিজ্ঞাস কি ?—বিষপান ক'রে
প্রাণত্যাগ করেছে সে আপনা আপনি।
কোথা বিষ পেলে, তারে কেই বা দিলে এনে ?
অদৃষ্টের ফের্ সব। কি হবে ভাবিলে।
এ সব এখানে আর কেন ? নিয়ে যাও
নিয়ে যাও—শীঘ্র কর দৃষ্টির বাহির।
নিয়ে যাও—নিয়ে যাও—এখনি তফাৎ
করো সব।

(আগন্তুক ভৃত্যেরা দ্রব্যাদি লইয়া নিষ্ক্রান্ত।)

গোঁ। ছি ছি, এতো অধীরতা কেন ? স্থির হও ;
এই কন্যাটিতে ছাখো, ঈশ্বর—তোমার
ছু'জনেরই অংশ ছিল ; এখন ঈশ্বর
একাই নিলেন তারে—সৌভাগ্য সে তার।
তোমার যা ছিল অংশ—না পারিতে তায়
রক্ষিতে কালের হস্ত হ'তে, এবে ভগবান্
রাখিবেন চিরকাল নিজ ধামে তারে।
তোমার আকাঙ্ক্ষা সীমা পার্থিব বৈভবে
বিভূষিত করিবারে ছুহিতারে তব,—
সেই স্বর্গ তোমার—না জানো অন্য আর।
কি হেতু ক্রন্দন তবে, গিয়াছে সে যবে
যে স্বর্গ আকাশ-উর্দ্ধে সেই স্বর্গবাসে ?
এ যদি হে স্নেহ তব তনয়ার প্রতি,
অস্নেহ তবে কি আর ? সুস্থ হেরি তারে
ছুটিতেছ জ্ঞানশূন্য উন্মাদের প্রায়।
বিবাহিতা নারী যে বা জীয়ে বহুদিন
বিবাহে অসুখী সেই ; সুখী মানি তারে
যৌবনে বিবাহ ক'রে অল্প দিনে মরে।
মোছ অশ্রু, মুক্তালতা করহ স্থাপন
মৃতার হৃদয়োপরে ; যথা—কুলপ্রথা,
সুসজ্জিত করি শবে সজ্জা আভরণে,
মঠ অভ্যন্তরে ল'য়ে, মঠের প্রাঙ্গণে
রাখ সার্দ্ধ দিনমান, শুদ্ধি কামনায় ;
পরে তার (আত্মঘাতী দেহীর সৎকার
নিষিদ্ধ শাস্ত্রের মতে) ল'য়ে শবদেহ
প্রেতভূমে করিহ বর্জ্জন। সত্য বটে
স্বজনমৃত্যুতে রীতি, স্বভাবের(ও) গতি,
ক্রন্দন বিলাপ করা, কিন্তু জেনো সার
স্বভাবের অশ্রুধারা-জ্ঞানিহাস্যকর।

পারশের প্রবেশ।

পার। নিদারুণ, নিদারুণ, নিদারুণ কাল,
ঈর্ষা ছল শঠতা—এতই আমা প্রতি,
একেবারে আমারে করিলি ধরাশায়ী।
হা প্রিয়ে! হা প্রাণধন! হা জীবন মম
মৃত্যুই কামনা মোর শ্রেয়।

গোঁ। আপনি অন্দরে যান, শান্ত হোন গিয়া;
সান্ত্বনা বাক্যেতে সবে দিন্ গে প্রবোধ।
পারশ, আমার সঙ্গে তুমি এসো মঠে।
মৃতের মঙ্গল কার্য্য সাধ্য যত দূর
সকলে প্রস্তুত হও সমাধা করিতে।
নারায়ণ তোমাদের দিলেন এ দুখ
অবশ্য পাপেতে কোন, ক'রো না বিমুখ
আরো তাঁয়।—জয়োঽস্তু;—এখন আমি আসি।

(সকলের স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান।)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মাণ্টুয়া নগর।—রাজপথ।

রোমিওর প্রবেশ।

রো। স্বপ্ন যদি সত্য হয়, এ শুভ স্বপনে,
মনে হেন হয়, ভাগ্য সুপ্রসন্ন মম;
অতি শীঘ্র পাব এবে হর্ষের সংবাদ।
স্বচ্ছন্দ পরাণ আজ, হৃদি-সিংহাসনে
হৃদয়ের অধিপতি হইয়া বসেছে;
দুর্লভ আনন্দে চিত্ত হেন প্রফুল্লিত
স্ফূর্ত্তিতে শরীর যেন শূন্যে ভাসিতেছে
স্বপন দেখিনু যেন প্রিয়তমা মম

কাছে আসি দেখিল আমায় মৃতবৎ,
(আশ্চর্য্য স্বপন, মৃতে(ও) ভাবিতে পারে)
দেখিয়া, চুম্বিয়া ওষ্ঠ, নিশ্বাস-প্রবাহে
প্রাণবায়ু দিয়া দেহে, দিল প্রাণদান।
বেঁচে উঠে দেখি, যেন হয়েছি সম্রাট্।
আহা কি মধুর প্রেম—প্রকৃত হইলে,—
ছায়াতে যখন তার এ সুখ আস্বাদ।

বল্লভের প্রবেশ।

কি বল্লভ, সংবাদ কি, বরণা হ'তে এলে ?
ভালো তো সব ? চিঠিপত্র আছে কিছু
দিয়াছেন গোঁসাই ? মা আছেন কুশলে ?
বাবা ভাল ? প্রিয়তমা আছেন কেমন ?
আবার জিজ্ঞাসি, জুলিয়ে ত ভাল আছে ?
সে ভাল থাকিলে ভাল সকলি আমার।

বল্ল। তবে আর ভাল বই কি মন্দ হতে পারে,
ভালই আছে সে তবে ; দেহখানি তাঁর
ঘুমায়ে রয়েছে মঠে, আত্মা গেছে চলে
স্বর্গধামে পুণ্যাত্মা সাধুর নিকেতনে।
কুলপ্রথা মতে তাঁকে মঠে নিয়ে গেলে
পরে আমি এসেছি এ কুসংবাদ লয়ে।
এ মন্দ বারতা দিনু, ক্ষম প্রভু মোরে,
কুসংবাদ আনিবার হেতুই ত দাসে
ফেলে এসেছিলে সেথা।

রো। সত্য কি বল্লভ, প্রিয়ে প্রাণে বেঁচে নাই ?
তবে রে গগনচারী গ্রহ তারা যত
অতি তুচ্ছ হেয়, আমি ভাবি তো সবায়
আর ভয় করি না তোদের। বল্লভ, শোন্,
প্রবাস-আবাস মোর জানিস্ ত তুই,
আন্ শীঘ্র কাগজ কলম কালি হেথা,

আজি রাত্রে রওনা হইব আমি ডাকে।
বন্দবস্ত করে আয় ডাকের ঘোটক,
সকলি প্রস্তুত যেন থাকে।—ছাড়িবই
এ মাঞ্চুয়া আজি নিশাভাগে সুনিশ্চিত।

বল্ল। আমার ব্যাগ্‌গত্তা, আপনি একটু স্থির হও।
মুখ চোক্ ফ্যাকাসে হয়েছে যেন খড়ি,
চেহারা দেখিলে হয় ভয়।—কি জানি কি
কাণ্ড একটা হয়ে পড়ে শেষ!—

রো। আরে না না,
তোর ভ্রম হয়েছে, যা, কাছ থেকে সরে।
যা বলেছি কর্ গে যা তাই, চিঠি পত্র কিছু
গোঁসাইজী কি দেছে তোকে?

বল্ল। আজ্ঞে না।

রো। ভাল নাই দিন কিছু, দরকার নেই, যা।
দেখিস্ যেন ডাকের ঘোড়া রাখিস্ ঠিক করে।
এলুম বলে, যা।

(বল্লভ নিষ্ক্রান্ত।)

আজ নিশি, প্রিয়তমে,
মিলাব আমার তনু তনুতে তোমার।
দেখি কি উপায় তার; অহো কুকল্পনে,
কত দ্রুতগামী তুই পশিতে হতাশ
চিত্ত মাঝে। মনে হয় যেন এইখানে,
ইহারি নিকটে কোথা ঔষধ-বিক্রেতা—
ছিল এক—

হঠাৎ এক বেদিনীর প্রবেশ।

বেদিনী। (উচ্চৈঃস্বরে) বাৎ ভালো করি—দাঁতের পোকা বের্ কোরি—কানকুটরে ভালো কোরি।—হেঁটে বাৎ—গেঁটে বাৎ—কুমরে বাৎ—ভালো কোরি।—সোঁৎ ভালো কোরি—ঘা ভালো কোরি—আঙ্গুল-হাড়া—চোয়াল ধরা—ঘাড় ফোঁড়া—হাড় যোড়া—কোত্তে পারি গো।—

বাৎ, হেঁটে—বাৎ—গেঁটে—বাৎ—মির্গি মুচ্ছো ভালো কোরি গো—বাৎ ভালো কোরি।

রো। এ তো দেখি আরো ভাল, দিব্বি যুটে গেছে!
দোকানদানে কেনা বেচা—বহু বিঘ্ন তায়,
এদের কাছে না পাওয়া যায়, হেন জিনিস নাই,
হয়ত খুঁজ্‌চি আমি যা তা এখনি পাইব।
ওগো বাছা, তোমার কাছে কি কি জিনিস আছে?

বেদিনী। আমার কাছে নাই আবার কি? গাছগাছড়া বলো,—লতাপাতা—শেকোড় বাকোড়—আকোর আঙ্গরা—পাথোরকুঁচি—বাঘের দাঁত—প্যাঁচার পালক—ছুঁচোর নাক—বাঁদরের নোখ—সবই আছে।—চাও কি তুমি?

রো। ওগো, আমি ও সব কিছুই চাই না,
পারো দিতে কাঁচ্চাটাক হেন দ্রব্য কিছু,
খাইলে তখনি রস তীব্রতর যার
ছড়াইয়া পড়ে সর্ব্ব শিরায় শিরায়
অগ্নিবৎ;—জীবনের ভারগ্রস্ত প্রাণী
মুক্তি পায় সংসার-কারার ক্ষেত্র হতে—
একটি নিশ্বাসে আয়ু মিশায় আকাশে:
বারুদে অনল-ফিন্‌কি পরশিলে যথা
কামান-জঠর হতে শূন্যে উড়ে যায়;
পারো দিতে হেন কিছু? এই ধরো লও—
সুবর্ণের দশ মুদ্রা দিতেছি তোমায়।

বেদিনী। "সুবর্ণের দশ মুদ্রা"! কেনো তা পার্‌বো না;
এই ঝুলিটিতে রকম রকম আছে কত—
ঘ্রাণমাত্র জীবনের প্রদীপ নিবায়।
কি করে বা রাজারাজ্‌ড়া কঠোর শাসনে,
আইনের কড়াকড়্ বিষ বেচা কেনা,
কোন কালে আমাদের ছুঁতেও পারে না।
বেদের বেটীরে ধরে সে বড় চতুর
মানি মনে।—বলো—তা কি চাও তুমি—কেটো

না পাথুরে—না জহুরে বিষ—বলো কি তা চাও,
আরোক—জারোক—না কি নিরেট কঠিন ?

রো। যাই হোক, চাই শুধু ক্ষণিকে যাহায়
জীবনবন্ধন ঘুচে যায়,—দেও শীঘ্র।

বেদিনী। এই ধর।

(ওষধি দান ও ঝুলি কাঁধে তুলিয়া নিয়া)

বাৎ ভালো করি—বাৎ গেঁটে—বাৎ কুম্‌রে—
বাৎ কনুয়ে—বাৎ ভালো কোরি—দাঁতের
পোকা বার কোরি গো।

(নিষ্ক্রান্ত।)

রো। বিষ বেচে গেলো মোরে, ভাবচে মনে মনে,
পেয়ে সোনার চাক্‌তি কটি!—হায় বিষ যাহা
উহাকে দিলাম আমি ইহার বদলে
তার তুল্য হলাহল আছে কি জগতে ?
কত হত্যা মহাপাপ উহার প্রলোভে
কতই ভীষণ কাণ্ড ঘটে ভূমণ্ডলে,
তুলনায় তার এ গরল তুচ্ছ অতি।
হে ওষধি, জীবনদায়ক তুমি মম,
নহ হলাহল বিষ। চলো সঙ্গে মোর
সেখানে, যেথায় মম প্রাণাধিকে প্রিয়ে।

(নিষ্ক্রান্ত।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

মঠ। মধুরানন্দের কুটীর।

মধু। জ্ঞানানন্দের গলা না ও—কে ওখানে ?
আরে এসো এসো এসো। তবে, কখন এসেছ
মাণ্টুয়া নগরী হতে ? কি বল্লে রোমিও ?
চিঠি পত্র থাকে কিছু দেও।—

গুহাবাসী। সঙ্গে করে
কাহাকেও যাবো ভেবে মনে, গেলাম খুঁজিতে
আমাদের দলভুক্ত লোক কোন(ও) জন ;
তার সঙ্গে এক ঘর পীড়িত গৃহীকে—
(জানেন সহরে মহামারী উপস্থিত)—
দেখিতে গেলাম দোঁহে বার্ত্তা জানিবারে।
দ্বারের বাহিরে তার আসিয়াছি যেই
অমনি কজন স্বাস্থ্যরক্ষকে রোধিল।
ভাবিল আমরা বুঝি কোনো সংক্রামিত
নগরবাসীর গৃহে করেছি প্রবেশ।
আট্‌কাইল আমাদিকে ; দরজায় দিল
সীল মোহরের চিহ্ন।—গতিকে আমরা
নারি যেতে মাণ্টুয়াতে।

মধু। কার হাতে তবে
আমার সে পত্রখানা পাঠাইয়া দিলে ?

গুহা-বা। কারো হাতে পাঠাইতে পারি নাই তায়,
না পারি পাঠাতে ফিরে প্রভুর(ও) নিকটে,
সংক্রামণ ভয়ে সবে ভীত অতিশয়,
নারাজ গৃহের বার হতে।—

(চিঠি ফিরাইয়া দেওয়া)

এই নিন!—

মধু। কি দুর্ভাগ্য! পত্রখানা গেলো না হে,
জরুরি সংবাদ ছিল। ভাল করো নাই,
পাঠাতে তাচ্ছিল্য ক'রে।—অশেষ অনিষ্ট
শেষে পারে সংঘটিতে।—এসো গে এখন।

গুহ-বা। নমস্কার।

(নিষ্ক্রান্ত)

মধু। একাই আমাকে এবে সেথা যেতে হলো।
তিন ঘণ্টা পরে আর উঠিবে জাগিয়া
সেই বালা। ভয়ঙ্কর কথা—একাকী সে

শ্মশান ভিতরে নিশিঘোরে! রোমিওকে
আবার লিখিবো।

(নিষ্ক্রান্ত।)

তৃতীয় দৃশ্য

মঠ। গুহাবাসী ও রোমিও।

রো। মহান্ত গেলেন কোথা, দেখাটা হলো না,
কোন্ পথে গেলেন, ছাই তাই নয় বলো?
গুহা-বা। ওহে, একে রাত্রিকাল; তাতে মেঠো পথ,
ঠিক বলা সে কথা কঠিন, তবে বোধ হয়
যেন অই সুড়ী পথে যান নদীতীরে।
শ্মশানের পথ ওটা, ভয় হয়, পাছে
ভূতেটুতে ছোঁয় রেতে; তবে কি না তিনি
শুদ্ধাচারী সাধু ব্যক্তি; রাম রাম রাম!
রো। ভালো, এ নগরে কোনো প্রধান ঘরানা
মরিলে কখনো কেহ, সৎকার্য্যে তাঁহার
যোগ দিতে যেতেন কখন কি?
আছে কি তেমন কোনো যোগাযোগ আজ?
গুহা-বা। বটে বটে, কপলত-দুহিতার শব
প্রেরিত হয়েছে বটে মঠ হ'তে আজ
সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে শ্মশান-ক্ষেত্রেতে,
সুমার্জ্জিত সুভূষিত সজ্জা অলঙ্কারে,
চির-কুলপ্রথা যথা তার।—
রো। (স্বগত) আর দেরি করা নয়, প্রিয়ে মম গেছে
প্রেতভূমে, সত্বর চলো রে পদ সেথা।
পাবো না দেখিতে আর সেই নিরুপমা
এ ধরণী মাঝে কভু।
(প্রকাশ্যে) মহান্তও তবে

সেই সঙ্গে গিয়াছেন শ্মশানে নিশ্চয় ;—
আসি তবে বাবাজী এখন, পাওঁ লাগে।

(যাইতে উদ্যত)

গুহা-বা। আরে করো কি হে ? কোথা যাবে এত রেতে ?
আরে না—না না না, তা কখনো হবে না,
প্রাণটা শেষে পেঁচো দক্কির হাতে কি খোয়াবে।
প্রাতঃকালে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রো কাল,
আজ রাতটা মঠেই কাটাও, আহারাদি করো
তার যোগাড় করে দেই।

রো। না বাবাজী, দেখা কত্তে হবেই এখুনি,
তিলেক লহমা কাল বিলম্ব সবে না
এতই জরুরি কাজ—দোহাই বাবাজী !

(হাত ছাড়াইয়া লয়ে)

পাওঁ লাগে পায়। ওরে, গেলি কোথা,
আয় সঙ্গে পিছু পিছু।

বল্লভ। উনি কি মন্দই বলচেন, রাতটে আজ হেথা
খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে থাকলেই তো হতো,
সকালেই গোঁসায়ের সঙ্গে হতো দেখা।
সন্ধ্যের পর মড়া শ্মশান মাড়িয়ে যেতে হবে—
ও বাবা ! তা আমার কর্ম্ম নয়, আমি পার্‌বো না।

রো। কেনো, কি হয়েছে সন্ধ্যের পর ?

বল্ল। সে হলো পবিত্তির ঠাঁই উপদেব্‌তার বাস—
সেখানে সন্ধ্যের পর কাউকে যেতে নাই।
পেরেত যোনি ভূত যোনি—যোনি বেম্মোদত্তি
শাঁকচিন্নি কন্ধকাটা কতো কি সেখানে—
রেতের বেলা—বাপ্‌ রে বাপ্‌, সেখানে কেউ যায় ?
দিনের বেলা যেতেই যার পেরান বেরিয়ে যায়।
না মশাই—আমি পার্‌বো না।

রো। তবে তোর, মস্ত মস্ত দুটো পা—মস্ত দুটো হাত
ধড়টা যেন গাছের গুঁড়ি—বুকখানা আগোড়,

কি জন্যে এ সব তোর। থাকেন তাঁরা থাক্‌লেন বা
ভয় কি তাতে এতো। তাদের হাত পাও নেই,
ধড়টাও নেই ; ফুঁয়ের মত গা, চখেও দেখা যায় না
তাদের—কিসের তবে ভয় ?

বল্লভ। ঐ তো মোশয়, ঐ তো আরো বেশী ভয়ের কথা,
দেখ্‌তে যদি পেতুম আর চল্‌তো হুড়োহুড়ি
তা হ'লেও বা কথা ছিল। তা তো নয়কো, কোথাও নেই
ঝড়ের মোতো ঝাপ্‌টা মেরে, ঘাড়ের ওপর প'ড়ে
সামনের মুখ ঘুরিয়ে এনে, একটি মোচড় দিলে,
অম্নি কাজ ফর্‌সা হলো। না মশাই, আমার সাধ্যি নয়।
যেতে হয় তো যাও গে তুমি। একেই আর কি বলে
সুখে থাক্‌তে ভূতে কিলোনো।

রো। বস্—আর কথা না।
দ্যাখ্ তোকে বল্‌চি আমি, বাঁচ্-ই আর মর্
তোকে সেথা যেতেই হবে, ভাল চাস্ তো চল্।
না যাস্ তো—(অসি নিষ্কাশন) আধখানা তোর বুকে পুরে দিয়ে
এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে তোকে সেইখানে পাঠাবো,
চল্ বলচি আগে আগে।—
পাওঁ লাগে বাবাজী।

গু-বা। আমি ভালোর জন্যে বলছিলুম, তা শুনবে কেনো,
নেহাত্ মতিচ্ছন্ন কি না ?

রো। (বল্লভের প্রতি) চল্ এগো।

বল্ল। যেতে হয় তো পেছু পেছু যাবো, এগুতে পার্‌বো না।
(রোমিওর পশ্চাতে গিয়ে দাঁড়ান)

রো। ভাল, পেছু পেছুই আয়।
(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।)

শ্মশান ও তৎসংলগ্ন রাজার মৃগয়াটবী

রোমিও ও বল্লভ।

বল্লভ। (অটবীর বাহির হইয়াই)
আম্নি আর এগুচ্ছি নি, এইখানেই দাঁড়াব।

ভয় কি মশাই, মশাই, এগুন্ না। কাছে ত আছি।
আমি চাদ্দিকে তাকাবো, যেই দেখবো ত্যামন কিছু
অম্নি জানান দেবো, ভয় কি, এগুন্ না।

রো। ভালো, তুই এইখানেই থাক্; আর এগুতে হবে না,
আর অন্য খপরাখপর কিছুই দিতে হবে না।
কেবল, দেখ্‌বি যখন মানুষ আস্‌চে কেউ
অম্নি এই বাঁশীটায় সিস্ দিবি কসে।

(অগ্রসর হইয়া)

(স্বগত) এ কি এ বিষম স্থান—নিঝুম চারি দিক্
সাঁ সাঁ করিছে শুধু দিগন্ত আকাশ;
আকাশ উপরে শূন্য বিশাল বিস্তার
বিশাল বিস্তার নিম্নে ঘোর মরু দেশ।
ভগ্ন কুম্ভ খর্পর মিশ্রিত বালুরাশি
তরু তৃণ হীন দেশ চণ্ড বিভীষণ;
ঘোর ভয়ঙ্কর দৃশ্য চৌদিকে কেবল
বিকট ধবল-আভ নরাস্থি কঙ্কাল
শমনের উপযুক্ত সাম্রাজ্য এ বটে!

(একা শ্মশানে প্রবেশ।)

প্রবেশ করিবা মাত্র রোমাঞ্চ শরীর,
হৃৎপিণ্ড ঘন ঘন সহসা কম্পিত,
কি বিচিত্র, বল্লভ চকিতপ্রাণ ভীত
পশিতে এ হেন স্থানে, আমিই যখন
সশঙ্কিত মাঝে মাঝে ভ্রমমুগ্ধ মন।
কখনো পবনস্বন্ প্রখর উচ্ছ্বাসে
নাড়িয়া কঙ্কালরাশি, কাষ্ঠ অর্দ্ধাঙ্গার
ঘুরিছে শ্মশানময় নানা শব্দ করি,
হয় ভ্রম মনে তায়, ক্ষণে ক্ষণে কভু
যেন কথা কহে কত অমানুষী স্বরে
অশরীরী প্রাণিগণ দূরে কি নিকটে।
কখনো বা পত্রহীন পাদপের ছায়া

মাটিতে পড়িয়া ছ্যালে, হেরে মনে হয়
বাহু দুলাইছে যেন ছায়ারূপী কত,
কখনো বা শূন্য কুম্ভ, ছিন্ন বস্ত্রে ঢাকা,
ভিতরে প্রবেশে বায়ু বিকট চীৎকারি,
শুনিয়া শিহরে প্রাণ,—সম্মুখে নেহারি
যেন কোনো মানুষী বিশুষ্ক শীর্ণ কায়া
উপুড় হইয়া শুয়ে চিতার উপরে
ক্রন্দন করিছে খেদ-স্বরে ভয়ঙ্কর।
কখনো বা ঘূর্ণ বায়ু, ঘুরায়ে ঘুরায়ে
তুলিছে চিতার ভস্ম-ধূলি শূন্য'পরে,
ভ্রমে তায় হেরি যেন কত মূর্ত্তিধারী
বায়ুর শরীর প্রাণী নৃত্য করি করি
নিকটে আসিয়া চক্ষে মারিয়া চপেট
বলে, "হ্যাঁ রে প্রেতযোনি তবে যেন নাই ?"
বলি' হাসি খিলি খিলি পলাইয়া যায়।—
ভয়ঙ্কর—ভয়ঙ্কর স্থান এ শ্মশান!

পারশ। কত সাধে কুসুমে সাজানু কতো ক'রে
তোমার বিবাহ-নিশি পালঙ্ক-শয্যায়
তার চন্দ্রাতপ আজি এ শূন্য আকাশ।
হায়, বিধি নিদারুণ, কি যাতনা দিলে!
অশ্রুজলে প্রতি নিশি এখন ভিজাবো
সাজাইব পুষ্পহারে তব চিতাস্থান।
এখন নিশিতে খালি শোক অশ্রুজল
সমাধি মন্দিরে তব কাঁদিয়ে ছড়াবো।

বল্লভ। ঐ তো মানুষের গলা, বাঁশীতে এখন
আওয়াজ তো দিতে হয়, তাঁর কথা মত।

(বাঁশীতে সিস্ দেওন।)

রো। ঐ বল্লভের বাঁশী নয়! দেখ্‌তে হলো
কে আস্‌চে।

(কিঞ্চিৎ ফিরিয়া আসিয়া)

রো। কে হে হোথা ? কে এখানে, নিশীথে এরূপ
ভ্রমে এ শ্মশান-ভূমে, যেখানে শয়ান
আমার হৃদয়মণি—অতুল্য জুলিয়ে ?

পা। রোমিওর গলা না এ—দুরাত্মা দাম্ভিক
বধে সেই প্রেয়সীর পিতৃব্য-তনয়
তৈবল সুবীরবরে, লোকে বলে, শোকে যার
এ দুর্দ্দশা আজ প্রেয়সীর। হা নির্ল্লজ্জ!
লঙ্ঘিয়া রাজার আজ্ঞা অনিষ্ট সাধিতে
বুঝি বা এসেছে দেশে ফিরে,—এতো স্পর্দ্ধা!
এখনি উহাকে আমি করিব গ্রেফ্‌তার।

(অগ্রসর হইয়া)

দুরাত্মা, এখানে কেনো তুই ? এত হিংসা
সেধে, সাধ্ তবু কি মেটে না অন্ত্যজ পামর্!

রো। এসেছি তো সেই হেতু—মর্ত্যেই এসেছি।
মরীয়া এখন আমি।—তাই বলি শোনো,
কিশোর বালক ওহে, স্থির হও কিছু,
মরীয়া জনেরে ক্ষিপ্ত করিও না আর,
পালাও এ স্থান হ'তে, ঘাঁটাইও না মোরে।
পালাও ত্রাসিত প্রাণে, ভাবিয়া তাদের
যারা মোরে প'ড়ে হেথা। পালাও এখনো
কাছ থেকে ; আর পাপ চাপাইও না শিরে
মিনতি আমার এই—যাও—সরে যাও।
আমারি বিপক্ষ সেজে আসিয়াছি আমি,—
ভাল চাও—পালাও—পালাও।

পা। অরে পাজি,
তোকে ভয় ?—এই দ্যাখ্ করিনু গ্রেফ্‌তার।

রো। তবুও রাগাবি ? তবে বাঁচা আপনাকে।

(দুজনের অস্ত্রচালন।)

পাঃ ভৃত্য। কি সর্ব্বনাশ!—হেতের চালায় যে।

পা। উঃ—মলুম (ভূপতিত।)—হা ঈশ্বর

রো। অদৃষ্টের ফের!—ফের হত্যা পাপভার
পড়িল মস্তকে আর একটি! না জানি
দুর্গতি কতই আর আছে ভাগ্যে মম!
কিন্তু হেথা কই সেই প্রিয়তমা মম,
পূর্ণচন্দ্র-রূপিণী সে লাবণ্যপ্রতিমা।
খুঁজিলাম কতো—কই পাই না ত তারে,
কিম্বা মহান্তর(ও) কোনো চিহ্ন বা উদ্দেশ,
ছলিল তবে কি মোরে সে ভণ্ড চেলাটা?
তাই বুঝি নিষেধিলা এতো সে আমায়
আসিবারে এই স্থানে;—সর্ব্ব মিথ্যা তার,
ভণ্ড প্রতারক সেটা—বলিল সে কি না
সুসজ্জিত শবদেহ পালঙ্ক-শায়িত
বিবাহ-বাসরে যথা কুমারী সজ্জিত।
কোথা খট্টা—কোথা সজ্জা—কোথা শবদেহ
না—না—সকলি মিথ্যা! সকলি অলীক!
অথবা সে কোনো জন্তু, মাংসাশী নিষ্ঠুর,
শৃগাল, কুকুর, কিম্বা শ্মশান-বিহারী
জঘন্য শকুনিকুল, পেয়ে একা তায়
প্রহরা রক্ষকশূন্য এ ভীষণ স্থানে,
করাল কবলগ্রস্ত করেছে বুঝি বা।
কিম্বা নখে, ক্ষুরধার, খণ্ড খণ্ড করি
কমনীয় কোমল সুন্দর দেহখানি,
করেছে উদরসাৎ! হায় প্রিয়ে, হায়!
সেই কমনীয় মূর্ত্তি—সে কান্তি উজ্জ্বল,
এই পরিণাম তার!—না পাই দেখিতে,
আইলাম এতো যে দ্রুত মান্তুয়া হইতে
মিশাতে শরীরে তব এ মম শরীর—
চক্ষেও বারেক তায় না পাই দেখিতে।
(কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া এবং ইতস্ততঃ ঘুরিয়া)
এই যে আমার সেই মূর্ত্তি অতুলনা!

অয়ি প্রাণাধিকে প্রিয়ে। অয়ি কান্তা মম!
শমন হরেছে তব নিশ্বাস-পীযূষ
হরিতে তো পারে নাই সে শোভা তোমার।
কৃতান্ত তোমারে প্রিয়ে নারে পরাজিতে।
এখন(ও) উড়িছে সেই সৌন্দর্য্য-পতাকা,
তব গণ্ড ওষ্ঠাধরে—প্রবাল-রক্তিমা,
কালের নীলিমা-ধ্বজা নাহি উঠে সেথা।
হা জুলিয়ে, এতো রূপ কেনো হলো তোর,
অতনু মৃত্যুও কি রে ইন্দ্রিয়ের বশ—?
সেই শীর্ণ রাক্ষস(ও) কি লাবণ্যে ভুলিয়া
স্পর্শ করে নাই তোরে সম্ভোগ লালসে।
একা তোরে রাখি হেথা—জীবিতে কখনো—
যাবো না কোথাও আর—যাবো না যাবো না
থাকিবো শ্মশানে এই—এই প্রেতভূমে
(যেখানে আজি রে তোর প্রেতিনী সঙ্গিনী)
চিরন্তন থাকিবো এ ভূমে তোর সহ
অনন্ত নিদ্রায় শুয়ে ধরা-ক্লান্ত আমি!
এ দেহের গলভাগ হতে খুলে ফেলি
অপ্রসন্ন গ্রহ-রজ্জু-ফাঁস—দেখে নে রে
শেষ দেখা, অরে রে নয়ন! রে যুগল
বাহু, দিয়ে নে রে শেষ আলিঙ্গন তোর।
ওরে ও অধর ওষ্ঠ, নিশ্বাস-দুয়ার,
পবিত্র চুম্বনে তৃপ্ত হও চিরতরে।
এসো, তিক্ত বিস্বাদ সরণী প্রদর্শক
এসো, দুঃখ সাগরের নিরাশ কাণ্ডারী,
চালায়ে এ পরিশ্রান্ত তনুর তরণী
একেবারে ফেলো তারে পাহাড়ে আছাড়ি!
প্রিয়ে, তোমার উদ্দেশে করি পান।—

(পান করণ।)

ঠিক্

এ কৃত্রিম নহে,—খর জ্বলন্ত ঔষধি।
মৃত্যুকালে অধর-অমৃত পিয়ে মরি।
(চুম্বন ও মৃত্যু।)

গোঁসায়ের প্রবেশ।

গোঁ। ঐ যে কাণ্ডার সেই ঐ দেখা যায় ;
এতক্ষণ পরে, হায়, পাইলাম কূল।
অকূলে ভাসিতেছিনু।—একে বন
তায় রাত্রি, তাতেও আবার, দেখি কম ;
এতক্ষণ কতই ঘুরিনু!—ও কার গলা?
রোমিওর মত যেন—সেই বুঝি হবে।
আর ঐ বা কে, ঐ যে ওখানে দাঁড়িয়ে?
কে র্যা তুই?

বল্লভ। রাম—রাম—রাম! দানা দক্ষি নয় তো?—রাম রাম রাম রাম—এ যে গোঁসায়ের মত দেখ্ছি।—গোঁসাইকে আমি তো বেশ চিনি।—গোঁসাই তো।—না বেশ ধরে এসেছে? রাম রাম রাম রাম রাম!

গোঁ। কল্যাণ হোক্—কল্যাণ হোক্—তবে বাপু, তুমি এখানে যে? এখানে দাঁড়িয়ে কেন?

ব। আর মোশাই, সে কথা বল্‌চ কেনো? একটা শূওর গুঁয়ের হাতে পড়ে প্রাণটা গেলো। এই দেখুন, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘেমে তিখুণ্ডি হয়েছি— তা পেটের দায়ে সবই কত্তে হয়।

গোঁ। কার সঙ্গে এখানে এসেছ, তিনি কোথায়?

ব। তিনি আমার মুনিব। এতো দেশ থাকতে, এই রাত্তির কালে এই মড়া শ্মশানের ভেতোর সেঁধিয়েচে। মাথামুণ্ডু ওখানে তার কি যে কাজ, তা তিনিই জানেন।

গোঁ। তোমার মনিবের নাম কি?

ব। রোমিও।

গোঁ। রোমিও? অ্যাঁ! রোমিও? তিনি এখানে? তিনি কতক্ষণ এসেছেন?

ব। অনেক ক্ষণ—এক ঘণ্টার ওপর হবে, তবু কম নয়।

গোঁ। এসো, তবে তুমি আমার সঙ্গে এসো।

ব। এজ্ঞে, সেটি আমি পার্‌বো না কো। আমার মুনিব বড় বদ্‌রাগী; আমাকে বলে গেছে, এক পা সর্‌বিনি, ঠিক্ এইখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌বি। এক পা সল্লেই, আমার ঘাড় খেয়ে ফেলবে. নইলে আমি তো তাঁর সঙ্গেই যেতে চেয়েছিলুম।

গোঁ। আচ্ছা বাপু. তবে তুমি ঐখানেই থাকো, আমিই না হয় একটু আগিয়ে দেখ্‌চি। (স্বগত) ঐ যে সেই কাণ্ডারটি; উহারই ভিতর খট্টায় শায়িত জুলিয়েব শবদেহ।—একটি সাড়া-শব্দও নাই, এখনো দেখ্‌চি ঘুমুচ্চে, এখনো মূর্চ্ছা ভাঙ্গে নে—। (আকাশের দিকে দৃষ্টি করিয়া) ভাল ভাল ভাল, এখনো পোয়া ঘণ্টা সময় আছে।

(খানিক অগ্রসর হইয়া, কাণ্ডারের পর্দা উত্তোলন।)

এ আবার কি? এ কার দেহ? এ কোথেকে? এ যে মানুষের দেহ। কি আশ্চর্য্য!—এ কি! এ কি! এ যে রোমিওর মুখের চেহারা!

(হেঁট হইয়া আলোতে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া)
সর্ব্বনাশ! হায় হায়! যে ভয় করিছি,
অহো, তাহাই ঘটেছে! (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ।)
হে ভবকাণ্ডারী প্রভু, যা ইচ্ছা তোমার!
কে নিবারে ইচ্ছা তব ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে?
মনুষ্যের সতর্কতা, মনুষ্য-কৌশল
সকলি নিষ্ফল ব্যর্থ তোমার ইচ্ছায়!
এ দেহ থাকিলে হেথা, আরো সে বিপদ্,
মূর্চ্ছাভঙ্গে জুলিয়ের ক্ষণ দৃষ্টি যদি
হয় এ শবের 'পরে—অচিরাৎ
সেই ক্ষণে জীবন ত্যজিবে সে নিশ্চিত!
দুর্ব্বল শরীর মম, জীর্ণ শীর্ণ দেহ
কেমনে একাকী এরে করি স্থানান্তর;
কিরূপে বাঁচাই মেয়েটারে?—জগদীশ,
কি তুচ্ছ সামান্য কীট আমি, কেনো গিয়াছিনু

ঝাঁপ দিতে তোমার অনন্ত কার্য্য মাঝে!

নারায়ণ, জগদীশ, ক্ষম অপরাধ।

(কাণ্ডারের বাহিরে কিছু দূরে আসিয়া)

বল্লভ, একবার আয় হেথা, আয় শীঘ্র আয়।

বল্লভ। কেনো ঠাকুর, কি হয়েছে? (স্বগত) বুড়ো ভয় পেয়েছে দেখ্‌চি, নিজ্জস্ ভয় পেয়েছে।

গোঁ। বাপু, একটিবার এসো। আমার কথা রাখো বাপু।

ব। কে ডাক্‌চে? আপনি, না মুনিব?

গোঁ। ওহে, আমিই ডাক্‌চি, কি ডাকাচ্চেন তোমার মনিব। এসো, বাপ শীঘ্র এসো বিলম্ব ক'রো না। আর এক লহমাকাল বিলম্ব হলে বিপদে পড়্‌তে হবে।

ব। যেতে হলো কপাল ঠুকে। মুনিবটা বড় গোঁয়ার রাগী। ওরা হুজন আছে, ভয় কি?—রাম রাম—রাম রাম! (নিকটে আসিয়া) কি হয়েচে মোশাই, এত ডাকের ওপর ডাক কেনো?

গোঁ। আর কি হয়েছে? বিপদ্ যা হবার, তা হয়েছে। এই দেখো তোমার মনিবের মৃত দেহ, উনি—(বল্লভের পালাবার চেষ্টা এবং গোঁসাইয়ের তাহাকে ধরিয়া রাখা) আরে দাঁড়াও, যাও কোথা?

ব। আগেই তো মানা করেছ্যানু ওখানে যেও না মোশয়, ঠাকুর দেব্‌তার জায়গা, রাত্তির কালে ওখানে যেতে নেই। যেমন গোঁয়াত্তমি, তেম্‌নি হয়েছে। এখন আপনাকে রক্ষে কত্তে পাল্লেন না। ক্যামোন ঘাড্ডী মুচ্‌ড়ে দেচে!

গোঁ। ওহে বাপু, ঘাড় মচ্‌কানো টচ্‌কানো কিছু নয়। উনি ওঁর পত্নীকে এই অবস্থায় দেখে মূর্চ্ছা গেছেন। ছাখো, আমার কথা শোনো; আমি বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, আমাকে একলা ফেলে যেও না। বোধ করি, চেষ্টা কল্লে এখনো বাঁচতে পারেন। ওঁকে ঐ কাণ্ডার থেকে অতি সাবধানে চুপে চুপে বার করে, এইখানে নিয়ে এসো। আমার কাছে এক রকম আরকের শিশি আছে, নাকের কাছে ধল্লে মূর্চ্ছা ভাঙ্গতে পারে। চলো, সেই চেষ্টা করা যাক্ গে; শীঘ্র কাণ্ডার থেকে বার করে আনো।

বল্লভ। অতো-শতো কে করে, মোশয়! এইখানে, এই রাত্তির কালে, শিশিরে খানিকক্ষণ পড়ে থাক্‌লে, আপনা আপনি মূচ্ছো ভাঙ্গবে এখন।—আমি চল্লুম।

গোঁ। আচ্ছা, যাও। কিন্তু দেখো, এর ফল পেতে হবে। আমি মহারাজের নিকট জানাবো যে, তুমি তোমার মনিবকে খুন করেছ।

বল্লভ। সে কি মোশাই, আমি খুন করেচি? ঠাকুর, এ দিকে ধম্মো ধম্মো করে বেড়াও, লোককে মিথ্যে কইতে মানা করো, আরো কতো কি তুবুড়ি ধম্মোপদেশ দেও; আর আপনি নিজে গিয়ে রাজার কাছে আমার মিথ্যে অপবাদটা করবে যে, আমি মুনিবকে খুন করেছি?

গোঁ। তোমার খুন করাই তো হবে; এখনো চেষ্টা কল্লে উনি বাঁচতে পারেন, আর তুমি যদি সে সব কিছু না ক'রে চলে যাও, আর তাঁর প্রাণত্যাগ হয়, সে তো তোমারই খুন করা হলো।—এই বুড়ো বয়েসে একলা আমি কত পার্‌বো।

বল্লভ। তবে চলো ঠাকুর।

(বল্লভ কর্তৃক রোমিওর দেহ কোলে তুলিয়া কাণ্ডারের বাহিরে আনয়ন।—সঙ্গে সঙ্গে গোঁসাই।)

আহা, মুখ দেখ্‌লে চখে জল আসে; কেনো আমার কথা শুন্‌লে না।

(নামাইবার উপক্রম)

গোঁ। ওখানে না, ওখানে না। আরো কিছু দূরে। ঐ স্থানটা কি ভাল?

বল্লভ। আর ঠাকুর, এখন আর এখানটা ওখানটা ভাল মন্দ কি? মলেই চোদ্দো পো। এখানটাও যেমন, ওখানটাও তেমন।

(মাটিতে দেহ স্থাপন)

গোঁ। আলোটা কাছে নিয়ে এস তো, দেখি ভাল করে, ব্যাপারটা কি?

(আলো নিকটে আনয়ন।)

(দীর্ঘ নিশ্বাস।)

বৃথা আকিঞ্চন! এ মহানিদ্রাঘোর,
মূর্চ্ছা-মোহ নহে ইহা। জগদীশ বিনা
এ নিদ্রা বিমুক্ত করা কারো সাধ্য নয়,

দণ্ড দুই চার আরো আগে হেথা এলে
ঘটিত না এ ঘটনা। তব ইচ্ছা প্রভু।
এ শিশিটা কি ? (হাতে লইয়া)
এই তবে অনিষ্টের মূল,
হায়, এতেই হয়েছে সর্ব্বনাশ ! এ যে মহাবিষ !

বল্লভ। তবে ঠাকুর, আর সন্দ-টন্দ নাই ;—মরাই তবে

(জুলিয়েতের মূর্চ্ছাভঙ্গ।)

জু। (কাণ্ডারের ভিতর হইতে)
কে ওখানে—কয় ? গোঁসাই প্রভু কি ?
হে চির আশ্বাসদাতা, বলুন আমায়
প্রাণপতি প্রাণেশ্বর কোথায় আমার।
থাকিবার কথা যেথা, আমি সেথা আছি,—
সে কথা স্মরণ আছে বেশ—কিন্তু তিনি
কোথা, শীঘ্র বলুন আমায় ; কোথা নাথ,
কোথা হৃদয়ের দেব মম !

গোঁ। (কাণ্ডারের ভিতর গিয়া)
ও মা, শীঘ্র চলো যাই এ স্থান ছাড়িয়া,
এ অতি কদর্য্য স্থান—দারুণ শ্মশান।
দৈব বল কাছে কোথা মানবের বল।
নিষ্ফল যদিও এবে সকল কৌশল,
চলো মা আশ্রমে যাই ; অবশ্য উপায়
হইবে এখনো কিছু, চলো শীঘ্র যাই।
চিরকুমারীর মত থাকিবে সেখানে
কিছু কাল। চলো মা, আর হেথা থাকা নয়।

জু। কোথা তিনি, হে গোঁসাই, তিনি কোথা বলো ?

গোঁ। যে উপায় ভেবেছিনু, দৈব বিড়ম্বনে
সফলিত নহে তাহা—তাঁরে সমাচার
দিতে পাঠালাম যায় মাণ্ডুয়া নগরে,
পারে নাই যাইতে সে সেথা অতি ত্বরা।

লোক পাঠাই পুনঃ আনিতে তাঁহারে।
এখন চলো মা মঠে যাই।

(সকলে গমনোদ্যত।)

ব। ও ঠাকুর, তবে তাঁর কি হবে? মূর্চ্ছোই হোক্
যাই হোক্, সে কি সেইখানেই পড়ে থাক্‌বে!

গোঁ। (অবনত মস্তকে গাঢ় চিন্তা।)
তাই ত, উভয় সঙ্কট যে।

জু। ঠাকুর, ভাব্‌চেন ক্যান, কি হয়েছে?
(কোন উত্তর না পেয়ে)
ভাল, তুইই বল্ কি বল্‌ছিলি! কি, মূর্চ্ছা না মরা?
কাকে ফেলে যেতে হবে?

বল্লভ। ওগো, আমার মুনিবকে। আমার কথা কেটে, গা জুরিতে এখানে যেমন এসেছিলেন, তেম্‌নি তার ফল হয়েচে হাতে হাতে। তা উনি বল্‌চে মূর্চ্ছো, আমি বল্‌চি কাঠমড়া। তার আর কি পরমাই আছে? খাঁটি মড়া—কাঠমড়া—তার ব্যাত্তয় নাই; প্যাত্তয় করো, আর নাই করো।

জু। কে তোমার মনিব, তাঁর নাম কি? তাঁর জন্যে উনি অতো ভাব্‌চেন কেনো?

বল্লভ। ঠাকরুণ, আমার মনিবের নাম রোমিও।

জু। কি বল্লে, রোমিও হেথা? রোমিও বেঁচে নাই?
কোথায় রোমিও, চলো, আমি যাবো সেথা।—
কোথা পতি, কোথা মম হৃদয়-দেবতা?
একা যাবো কাছে তাঁর, থাকিবো একাকী,
কারেও না চাই আর—থাকিতে হবে না
কাহাকেও আর—এসো এসো এসো।
(বল্লভের বাহু ধরিয়া টানিয়া লইয়া, কাণ্ডার হইতে বাহির হওন।)

বল্ল। ঐ যে, ওখানে প'ড়ে।

জু। হা নাথ! হা প্রাণনাথ! হা প্রাণবল্লভ!
একাকী এখানে তুমি শ্মশান-শয্যায়!
হা প্রিয়! হা প্রেমময়! হা ঈশ্বর! প্রভু!

আমার জন্যই হেন দশা তব এবে—
আমি মরিয়াছি ভেবে। পাবে না আমায়
আর কভু ছেড়ে যেতে, সুচির সঙ্গিনী আমি তব।
(মৃতদেহের উপর পড়িয়া ক্রন্দন।)

গোঁ। ছ্যাখ্ দেখি, কি সর্ব্বনাশ কল্লি? কেনো তুই—
ও কথা শুনাতে গেলি ওঁকে? কেন
না বলিলি গোপনে আমায়; কেনই বা
বল্, দেখাইলি ওরে এ মৃত শরীর?

বল্ল। তুমি কেনো ওর কথায় উত্তর দিলে না, তাই তো আমাকে জিজ্ঞাসা কল্লে, আর আমি জবাব দিয়েছি, তা এতো শতো কে জানে মোশাই?

গোঁ। হে ব্রহ্মন্, তোমার এ কি যে লীলাখেলা
কে পারে বুঝিতে দেব, কেই বা বুঝিল
ব্রহ্মাণ্ড স্থজনাবধি। কেই বা বুঝিবে
কবে আর। কি হবে কাঁদিলে, হে কল্যাণি?
অদৃষ্ট-লিখন খণ্ডে তোর, হেন শক্তি
কিবা মানবের। ওঠো মা এখন, এসো
মম কুটীর-আলয়ে, চলো ত্বরা যাই।
দিবো সুঔষধি, দেখো চেষ্টা করি যদি
পারো বাঁচাইতে ওরে আঘ্রাণে তাহার।
ক্রন্দন বিফল, ছ্যাখো—ছ্যাখো চেষ্টা করি।

জু। হা নাথ, জীবিতেশ্বর, প্রেমময় দেব।
এই শেষ অভাগীর দশা। সকলই হারানু—
পিতা, মাতা, গৃহ, বন্ধু, ধন, মান, পদ—
তোমার কারণ হৃদয়েশ। দেখিতে কি
তোমার এ দশা? হা অদৃষ্ট! জন্মিনু কি
এরি তরে? প্রেম, তোর এই কি অমৃত?
দেখি দেখি হাতে কি ও? আমাকে দিবে কি
বলে এনেছিলে কিছু, দীর্ঘ প্রবাসের
পরে,—এ কি—শিশি? এ যে এতে বিষ ছিল।

হায় নাথ, সকলই করেছো শেষ, কিছু—
শেষ রাখো নাই, রাখে তো সবাই কিছু
ভদ্রতার অনুরোধে, তাও কি এড়ালে ?
ওষ্ঠাধরে আছে কিছু স্পর্শ-শেষ তার,—
রে গরল ! আয়ু সঞ্জীবনী হও মোর !—
(অধরাস্বাদন।)

এখন(ও) উত্তপ্ত যে !

গোঁ। জুলিয়ে, এসো মা, শুন্‌চো না কি ?

জু। যাও, গোঁসাই, তুমি যাও, আমি যাবো কোথা ?
এই তো আমার স্থান। হে পিতঃ, তুমি গো
পিতারো অধিক মম, কত কষ্ট, হায়,
দিয়াছি তোমায় দেব, ক্ষমো অপরাধ।
এই মম স্থান পিতঃ, কোথা যাবো আমি,
যেখানে রোমিও, সেথা জুলিয়ে সঙ্গিনী।
(নাথ), নারিলে তো করিতে আমায় একাকিনী।
(রোমিওর দেহের উপর ঢুলিয়া পতন ও মৃত্যু।)

শ্মশান সন্নিহিত রাজার মৃগয়াটবী

তদভিমুখী রাজপথ।

রাজা, কপলত, মন্তাগো, নগররক্ষক, পারিষদ, অনুচর এবং ভৃত্যবর্গ।

নগররক্ষক। নরনাথ, গত নিশি এ মহানগরে
ভয়ঙ্কর ঘটনা হয়েছে সমাপিত ;
একেবারে মৃত্যুমুখে কবলিত তিন
মহাপ্রাণী—সম্ভ্রান্ত, ঐশ্বর্য্যবান্, ধনী,
তিন জনাই, প্রফুল্ল যৌবনে প্রস্ফুটিত।

রাজা। কি—কি, কে তারা ?—কোথা ? কি প্রকারে ?

নঃ রক্ষক। মৃগয়া-ক্রীড়া-কানন, প্রভু, আপনার,
বিকট শ্মশান কাছে তার ; সেইখানে,
অনতি অন্তর পরস্পর—ক'টি দেহ।
কেহ কেহ বলে হত্যা—খুনের ব্যাপার।

অবস্থায়, আমার কিন্তু মনে তা মানে না।
মনে হয়, কোনো গূঢ় রহস্য-ভিতরে
থাকিতে পারে ইহার। তাঁর একজন
নিকট আত্মীয় অতি,—অধনীনাথের।

রাজা। আমার আত্মীয়—কে হে? চলো তো দেখি গে;
কত দূর হবে?

নঃ রক্ষক। প্রভু, নিকটেই অতি।

রাজা। চলো, সকলেই চলো।

অরণ্যপার্শ্বস্থ শ্মশানক্ষেত্র।

রাজা। অহো, কি শোকের দৃশ্য! নির্ব্বাসিত রোমিও
ও সুন্দরী জুলিয়ে—এইরূপে দোঁহে হেথা
একত্রে কালের কোলে করেছে শয়ন!
এ কি! এ ঘটনা অতি বিস্ময়জনক—
ঘোর রহস্য পূরিত।—তবে না খাইয়া
বিষ, কপলতকন্যা ত্যজে প্রাণ?—এ কি
কপলত?

ক। মহারাজ, আমার(ও) বিলম্ব নাই।—অঃহো,
বেঁচেছে গৃহিণী মম, দেখিতে হলো না
চক্ষে তায়, একাই দেখিনু আমি, এই
নিদারুণ বিষম ঘটনা। গত নিশি
গিয়াছে সে পৃথিবী ছাড়িয়া। কিন্তু হায়!
এ জীর্ণ পরাণে, প্রভু, কতো সবে আর!

রাজা। মন্তাগো, তুমি কি হে এই দেখিবারে
উঠেছ প্রত্যুষে এতো আজ? দেখো অই,
একমাত্র পুত্র আর বংশধর তব
উদয় না হ'তে হ'তে হলো অস্তগত।

মন্তাগো। মহারাজ, নির্ব্বাসিত পুত্রশোকে, গত
রজনীতে গৃহিণী আমার(ও) ত্যজে প্রাণ!
আবার প্রভাতে এই দৃশ্য দেখি পুনঃ!

বার্দ্ধক্যের তাপ শোক, বুঝি আর বাকি
না রহিল কিছু মম—এ বৃদ্ধ বয়সে।
হা রোমিও, কালের রীতি কি এ রে বাপ পুত্র-
আচরণ গেলি ভুলে, বৃদ্ধ বাপে রেখে
আপনি চলিয়া গেলি আগে ?

রাজা। ক্ষণকাল আর্ত্তনাদে সবে ক্ষান্ত হও,
যে অবধি আমি না এ গূঢ় রহস্যের
করি অন্তস্তল ভেদ, না করি ইহার
বীজ, মূল, শাখা, দল, সকলি উচ্ছেদ—
ততক্ষণ সকলে নীরব থাকো ; পরে
আমিই সে তোমাদের দুঃখের নায়ক
হয়ে, লয়ে যাবো সবে মৃত্যুর ভবন।—
কা হ'তে হবে এ গূঢ় রহস্য উচ্ছেদ—
হও সম্মুখীন ;—অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ
অগ্রসর হও।

গোঁ। মহারাজ, অভিযুক্তগণ মধ্যে আমিই
প্রধান, সকল হ'তে দোযাশ্রিত আমি।
কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আমি অশক্ত তেমতি।
দেশ কাল সংযোগে সন্দেহ মম প্রতি
সংশয় নাহিক তায় ; অতএব আমি
ক্ষালন করিতে নিজ দোষ, নিজ দোষ-
বিবরণ কহিব সকলি,—অভিযুক্ত
হয়ে নিজে, অপরাধে বিমুক্ত হইব,
কিম্বা দণ্ডে হইব দণ্ডিত।—মহারাজ,
সম্মুখে হাজির আমি—কি আজ্ঞা করুন।

রাজা। আমূল বৃত্তান্ত এর বিদিত তোমার
যত দূর, অবিলম্বে ব্যক্ত কর।

গোঁ। যথা আজ্ঞা।—যতই সংক্ষেপে পারি, করি
নিবেদন ; বিস্তার বর্ণনে তিক্ত করি
উপাখ্যান, এ বৃদ্ধ বয়সে শ্বাসশক্তি..

নাহি প্রভু।—গতায়ু রোমিও অই, প্রভু,
অই মৃত জুলিয়ের ধর্ম্মপরিণেতা।
অই মৃত জুলিয়ে ও রোমিও-বনিতা।
আমিই সে সংস্কার করি সমাধান।
পরে তার, দ্বন্দ্বযুদ্ধে রোমিওর হাতে
তৈবলের মৃত্যু হয়; অকাল মরণে
যার, নববিবাহিত পতি নির্ব্বাসিত
হয় দেশান্তরে। রোমিওর নির্ব্বাসন
জুলিয়ার অতি গাঢ় শোকের কারণ,
নহে তৈবলের মৃত্যু। কপলত, তুমি
সেই শোক নিরসন বাসনায় ধরি
বাগ্‌দান করিলে পুনঃ দুহিতা অর্পিতে
বহুধনশালী পারশেরে। সে প্রতিজ্ঞা
পালন করিতে, ছিলে সচেষ্টিত তুমি
বল নিয়োজনে। তাই সে দুহিতা তব
উন্মত্তার ন্যায় আসি আমার নিকট
বলিল, দ্বিতীয় বার বিবাহ তাহার
নিবারিত যাতে হয়, করিতে উপায়,
নহিলে হইবে আত্মঘাতিনী তখনি।
তখন উহাকে এক নিদ্রা-আকর্ষণী
ঔষধ দিলাম আমি, (বহু দরশনে
অর্জ্জিত আমার যাহা), ঔষধির গুণে
মৃত্যুর লক্ষণ ব্যক্ত সর্ব্ব অবয়বে;
ঔষধিও হয় ফলপ্রদ যথাকালে,
দেখি যাহা, মৃত্যুই ঠিক হয় অনুভব।
ইতিমধ্যে ছিল যথা পূর্ব্বে স্থিরীকৃত,
রোমিও নিকটে পত্র করিনু প্রেরণ,—
গত রাত্রে শেষ হবে ঔষধির মোহ,
তিনি যেন গত রাত্রে আসিয়া এখানে
(পাঁতির লিখন এইরূপ) লয়ে যান

নিজ পত্নী, ছদ্মরূপী মৃত্যুগ্রাস হ'তে,
কোনো দূর দেশান্তরে, নহিলে বিপদ্।
দৈবের বিপাকে সেই পত্রের বাহক,
গুহাবাসী বাবাজী না পারি বাহিরিতে
এ নগরী-বহির্দ্দেশে, মহামারী হেতু,
নগর-প্রাচীর মধ্যে অবরুদ্ধ তিনি—
দেন ফিরে সে পত্রী আমারে গত নিশি।
তখন বিপদ্ গণি মনে, একাকীই—
(ছিল স্থির দুজনেই আসিবার কথা—)
আসিলাম গত নিশিযোগে, এইখানে,
জাগরণ-প্রতীক্ষায় ওঁর ; অভিলাষ
ছিল মনে, যত দিন না পারি পাঠাতে
রোমিও নিকটে তাঁরে, তত দিন তাঁকে
কন্যাভাবে স্বকুটীরে রাখিয়া পালিব
অতি সংগোপন ভাবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ
বিলম্ব অধিক কিছু হইল আমার
আসিয়া পোঁছিতে হেথা, আমার অগ্রেতে
রোমিও আসিয়া, হেরি মৃত্যুর লক্ষণ,
ভাবিল মৃত্যুই ঠিক্—কোনো দুর্বিপাকে,
কাল-কবলিত ভার্য্যা তাঁর ; হেন মনে
করি স্থির, আত্মঘাতী হয়ে ত্যজে প্রাণ।
তথাপি কৌশলে আর বুঝায়ে বিনয়ে
জুলিয়ারে, বুঝি পারিতাম ফিরাইতে,
কিন্তু এ রোমিও-ভৃত্য, নিজ বুদ্ধি দোষে
ব্যক্ত করি মনিবের মৃত্যুবিবরণ
সহসা, আমার চেষ্টা ব্যর্থ কৈল সব।
উন্মত্তা, রোমিও-শোকে, পানাবশিষ্ট তাঁর,
বিষ পান করি, তখনি করিলা প্রাণত্যাগ।
ওঁহাদের আগেকার বিবাহের কথা
জানে জুলিয়েব ধাত্রী।—নিবেদিনু সব

বৃত্তান্ত যা আছি অবগত, নরনাথ!
অপরাধ ইহাতে আমার হয়ে থাকে,
ঘটনা ঘটনে কোনো, কিম্বা দুর্ঘটনে ;
কিম্বা সদসৎজ্ঞানে, আছি উপস্থিত
আর্য্যেরই নিকট আমি, দণ্ড দিয়ে তার—
আমার(ও) জীবন কাল পরিমাণ শেষ,
অবশিষ্ট অল্প কিছু, যথা বিধিমত,
করুন বিনাশ সেই অবশিষ্ট ভাগ
জীবনের, সে দোষের প্রায়শ্চিত্ত হেতু।—
মহারাজ, কি আজ্ঞা করুন।

রাজা। এ অবধি, গোঁসাই, আমরা আপনাকে
জানি সাধু ধর্ম্মপরায়ণ।—সে কোথায়,
রোমিও-ভৃত্য?—বল্ তুই কি জানিস্।

বল্লভ। মহারাজ, আমি জানি, এই জুলিয়ের
মরিবার খপর গিয়ে বলি রোমিওকে ;
তাতে তিনি, ডাকে ডাকে আসিলেন হেথা।
হেথা আসি, এই পত্র পিতাকে তাঁহার
দিতে ব'লে, আমাকে মঠেতে নিয়ে যান।
গোঁসাইজীকে সেখানে না পেয়ে, সঙ্গে করে
আমাকে শ্মশানে যেতে চায়। আগে আমি
চাই না সেখানে যেতে, ভূত পেরেতের ভয়ে।
নাছোড়বন্দা হয়ে শেষে টেনে নিয়ে গেলো।
আমি কিন্তু ভূতের ভয়ে শ্মশানে ঢুকি নি—
মহারাজ, মাপ করো, সে সব কথা বল্‌তে
আমার গা কাঁপ্‌চে—তার কি না—

রাজা। থাক্, আর বল্‌তে হবে না।—পত্রখানা দে—

(পত্র পাঠ করিয়া)

এ পত্র, গোঁসায়েরই বাক্যের পোষক।
ক্রমান্বয়ে, প্রণয় আরম্ভাবধি, শেষ
জুলিয়ের মৃত্যু, সবই বিবরিত আছে ;

আরো আছে লেখা, কোনো বেদিনী হইতে
ক্রয় করিয়া বিষ, সঙ্গে এনেছিল,
মৃত ভার্য্যাদেহে দেহ মিশাইতে, শেষ
আত্মঘাতী হয় সেই বিষ পান করি।
এরা কোথা দুই জন, দুই বিষধর,
চিরশত্রু কপলত মন্তাগো নির্ব্বোধ।—
ছাখো, তোমাদের চিরবৈর-নির্যাতন-
মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত কি কঠোর!
দুষ্টের দমন ভগবান্ করিলেন
তোমা দোঁহাকার সর্ব্ব সুখের উচ্ছেদ.
প্রণয়ের অস্ত্রাঘাতে, আর যে আমিও
করি নাই এত দিন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত
তোমাদের এ কলহে, আমাকেও তিনি
করেন দণ্ডিত সেই পাতকের হেতু।—
হারালাম আমারও কুটুম্ব একজন!
সকলের(ই) শাস্তি দান করেছেন তিনি।

ক। ভাই মন্তাগো, এসো এখন দুই জনে
কোলাকুলি করি একবার। ঘৃণা, দ্বেষ,
প্রতিহিংসা, অসূয়া, যা কিছু ছিল মনে,
প্রক্ষালন করেছি, সে সব চিত্ত হ'তে।
লও হে যৌতুকপত্র কন্যার তোমার।

ম। ভ্রাতঃ কপলত, আমারও গ্লানি মুছিয়াছি সব
দিবো হে, তোমায় আরো মূল্যবান্ কিছু,—
নির্ম্মল সুবর্ণে মূর্ত্তি করায়ে নির্ম্মাণ
পুত্রবধূ জুলিয়ের, রাখিবো বরণা-
মধ্যস্থলে। হেরিবে সকলে, যত দিন
বরণার নাম মর্ত্তে রবে।—সতীমূর্ত্তি
জুলিয়ের নয়ন জুড়াবে চির দিন।

ম। তার(ই) মত রোমিওরও আমি,
এক করায়ে নির্ম্মাণ, পার্শ্বে তার

স্থাপন করিব। কিন্তু বলো দেখি, ভাই,
আমাদের বৈরভাব-জনিত যে সব
অনিষ্ট বিভ্রাট—এ কি প্রতিকার তার ?

গোঁ। নরনাথ। আমারও একটি নিবেদন,
জুলিয়ে অন্তিমে তার কাকুতি বিনয়ে
ঐকান্তিক অনুরোধ করেছে আমায়,
একত্রে দাহিত হ'য়ে হৃৎপিণ্ডদ্বয়
এক সমাধিতে যেন সংরক্ষিত হয়।

রাজা। সর্ব্বান্তঃকরণে তাহে সম্মতি আমার।—
রাজকীয় ব্যয়ে হবে মর্ম্মরে নির্ম্মিত
খচিত মণি প্রবালে সুন্দর দেউল,
তাহার ভিতরে রবে সুবর্ণ পুটেতে
দুই হৃদি-চিতাভস্ম একত্রে মিশ্রিত ;—
দীপ্ত প্রণয়ের বীজরূপে চিরন্তন !